ভূমিকা।

ডাক্তার হইয়া ডাক্তারদিগের দোষগুণ বর্ণনা করিতে হইলে, স্বভাবতঃ চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইতে পারে, আমি এই নিমিত্ত আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তবে আমি গৃহচ্ছিদ্র কেন প্রকাশ করিলাম। আমার উত্তর এই যে, আমি সমাজকে আমার সহযোগীদিগের অপেক্ষা অধিকতর যত্নের সামগ্রী বলিয়া মনে করি। আমি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইহাই বোধ হয় যে, ডাক্তারেরা অনেকেই আপনাদিগকে সাধারণ সমাজের অপেক্ষা কিয়ৎদূর উচ্চপদবীর লোক বলিয়া মনে করেন, এবং সমাজও ঐরূপ ভাবিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক, কেহ কেহ রোগীদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হন। বোধ হয় আমাদের সমাজ সুশিক্ষিত হইলে এত দূর প্রতারণা হইতে পারিত না। অথবা, সুদ্ধ সুশিক্ষিত হইলেই হয় না, প্রতারিত হইবার আরও দুই একটী কারণ দেখা যায়। রোগী ও তাহাদিগের আত্মীয়েরা স্বভাবতঃ সরলবিশ্বাস হইয়া থাকে, অধীরতাবশতঃ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতে হয়। এই নিমিত্ত তাহারা অন্ধের ন্যায় ডাক্তারদিগের অনুসারী হইয়া থাকে।

আমি সমাজ-মায়ার পরবশ হইয়া কেবল এই আকিঞ্চন করিতেছি যে, দেশীয়দিগের জ্ঞানচক্ষু এ বিষয়ে উন্মীলিত হউক, ডাক্তারদিগের অপকার হউক, আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে। ডাক্তার হইলেই যে মন্দলোক হয়, আমার এরূপ সংস্কার নাই, বরং আমার সংস্কার অনেক স্থলেই বিপরীত হইয়াছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি ডাক্তারের অপরাধে সমস্ত

সম্প্রদায়ের প্রতি, বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই অশ্রদ্ধা দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে।

আমি কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখি নাই, কেবল যে সকল নিন্দনীয় আচরণ দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, আমি তাহাই বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কি না, আমি সে বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি নাই, আমি কেবল ইহাই দেখিয়াছি যে, আমার নাটকে ঘটনা সকল প্রকৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার রচনায় এমন কোন পারিপাট্য নাই, যাহাতে পাঠক মোহিত হইতে পারেন। আমি পাঠকদিগকে চমৎকৃত করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু উপকার হইতে পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারিবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যদি আমার এই "ডাক্তার বাবু নাটক" পড়িয়া, সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমি আমার যত্ন, পরিশ্রম ও সম্প্রদায় বিশেষের আশঙ্কিত অপ্রিয়ভাজনতা সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নীলকণ্ঠ রায়	... ধনবান ব্যক্তি।
কুমারকৃষ্ণ	... নীলকণ্ঠের পুত্র।
বসুজ	... নীলকণ্ঠের প্রতিবাসী।
ভবানী	... ধনাঢ্য যুবা।
ভট্টাচার্য্য নন্দগোপাল } ...	... ভবানী বাবুর বন্ধুদ্বয়।
অখিল	... উকীল, নীলকণ্ঠের ভ্রাতৃপুত্র।
নবীনমাধব	... অখিলের বন্ধু।
মন্মথ	... ডাক্তার।
বিনোদবন্ধু হালদার...	... নব্য ডাক্তার।
কৃষ্ণ	... ডাক্তার।
হরিশ	... কম্পাউণ্ডর।
হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়...	... বেহালার জমিদার।
রামা	... কুমারকৃষ্ণের ভৃত্য।

মুনসফ, মাষ্টার, কবিরাজ, সার্জন, পাহারাওয়ালাদিগর, সরকার, দ্বারবান, রোগীগণ, খরিদারগণ, দালাল, ছদ্মবেশী বারাঙ্গণা, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রেবতী	.. নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী।
হেমলতা ..	.. ঐ কন্যা।
বিমলা	... কুমারকৃষ্ণের স্ত্রী।
নলিনী	.. অখিলের ভগ্নী।
কাদম্বিনী ..	.. অখিলের স্ত্রী।
মঙ্গলা	.. ঐ দাসী।
সোদো ..	.. রেবতীর দাসী।
গোলাপ ..	.. বেশ্যা।

ডাক্তার বাবু নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ভবানী বাবুর বৈটকখানা।

(ভবানী, নবীনমাধব ও নন্দগোপাল আসীন।)

ভবানী। উঃ! কি ভয়ানক গরম! সহরে তিষ্ঠান ভার, কোথাও বেড়াতে গেলে হয়।

নন্দগোপাল। কোথায় যাবে? যেখানে যাবে, সেই খানেই এইরূপ, বাড়ার ভাগ শ্যাম্পেন্ আর বরফের কষ্ট।

(বিনোদের প্রবেশ।)

ভবা। আরে, এসো বিনোদ বাবু, ভাই অনেক দিনের পর, ভাল ত সব? এক্‌জ্যামিন্ দিলে কেমন বল? পাস্ (pass) হয়েছ তো?

বিনোদ। কেন গেজেট্ দেখ নাই, এবার পাস্ না হলে কি আর রক্ষা ছিল!

নবীনমাধব। কোন্ গ্রেডে (grade)?

বিনো। ভাই, এবারকার একজ্যামিনের কথা আর কিছু বলো না, এমন শক্ত একজ্যামিন কখন হয় নাই, ৫৩ জনের মধ্যে কেবল ৩২ জন পাস্ হয়েছে; ফাষ্ট্ গ্রেডে (first grade) মোটে ২০টি, বাকি আমরা ১২ জন সেকেণ্ড্ গ্রেডে (second grade)।

নন্দ। বাপ্ মার্ আশীর্ব্বাদে পাস্ ত হয়েছ, তা হলেই হ'ল, গ্রেড্ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? যা হোক্ ভাই, অনেক দিনের পর বেরালের ভাগ্যে এবার খুব সিকে ছিঁড়েছে। এখন দেদার টান আর বধ, আর কি।

বিনো। যা হোক, পাস্ ত এক রকম কষ্টে শ্রেষ্টে হওয়া গেল, এখন প্র্যাক্টিসের (practice) উপায় কি?

নন্দ। বিলক্ষণ, তোমার আবার প্র্যাক্টিসের ভাব্না! সহরে বাড়ী, বাপ্‌কেও যা হোক দশ জন বড় মানুষে জানে, তাতে এমন অনরেবল্ প্রোফেসন্ (honorable profession), প্র্যাক্টিসের ভাবনা কি! দশ দিন থাক্‌লেই প্র্যাক্টিস্ জম্‌কে যাবে।

নবীন। নন্দগোপাল বল্‌ছ বটে, আমার বিবেচনায় বিনোদ বাবুর সার্‌ভিসে এণ্টার্ (service enter) করা উচিত। এখন আর সেকাল নাই, সহরে ডাক্তার ছড়াছড়ি, পায়ে পায়ে ডাক্তার; বাহিরে কিছু দিন থেকে একটু বহুদর্শী হয়ে আসতে পার্‌লে, এখানে শীঘ্র পসার হবার সম্ভাবনা।

বিনো। সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সার্‌ভিসে (Government service) ভাই আর সুখ নাই, প্রথমতঃ কোথায় যে ঠেলে দেবে তার কিছুই ঠিকানা নাই, যেখানে বল্‌বে সেইখানেই যেতে হবে; দ্বিতীয়তঃ মাহিনা ত জান ১০০ টাকা বৈ নয়, তাতে সেখানকারই বাসা খরচ চালান ভার; তৃতীয়তঃ এখনকার

সিবিল্ সার্জন্দের (Civil Surgeon) আণ্ডারে (under) চাক্রী করা বড় ঝকমারি; খোসামোদ বৈ আর কথাটি নাই, তাতেও গালাগাল খেতে হয়; আর যত কিছু হোক্ আর না হোক্ হুকুম চালাতে খুব মজ্‌বুত। এদানি সব্ এসিষ্টেণ্ট্ সার্জনদের (Sub-Assistant Surgeon) যে কাজ কর্‌তে হয়, সে কেরাণিগিরির বাবা, কেবল রিপোর্ট (report) লিখ্‌তেই আর রিটারন্ ফিল্ আপ্ (return fill up) কর্‌তেই সকল সময় যায়; চিরকাল্‌টা বিদেশে, ছুটীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই; প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিসের (private practice) দফায় ঘণ্টা, পশ্চিমে লোকেরা ত আমাদের ওষুধই খায় না, দুজন পাঁচ জন বাঙ্গালি কি সাহেব যাঁরা আছেন, তাঁদের অম্‌নি দেখ, ফি (fee) নেবার হুকুম নাই; এই ত ভাই সারভিসের (service) দশা।

নন্দ। তুমিও যেমন, ওদের কথা শোন কেন? কোথায় বিদেশে যাবে? দিব্য করে একটি ডিস্পেন্সরি (dispensary) ফেঁদে গট্ হয়ে বসে যাও, প্র্যাক্‌টিসের ভাবনা কি, আমরা সকলে মিলে এসিষ্ট্ (assist) কর্‌ব।

বিনো। যা বল্লে, ডিস্পেন্সরি একটা কর্‌তে পার্‌লে শীঘ্র পসার হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সে টাকার কর্ম্ম, আর চালানও বড় সুকঠিন।

নবীন। আমার বিবেচনায় ডাক্তারদের ডিস্পেন্সরি করা উচিত নয়। ডাক্তার হয়ে দোকান্‌দারি করা ভাল দেখায় না। বিলাতে এ প্রথা নাই, সেখানে ওষুধ যারা বেচে তাদের এপথিকারী (Apothecary) বলে, ডাক্তার্‌রা ও কর্ম্ম কর্‌লে তাদের নিন্দে হয়। এখানে সব উল্‌টো, যে ডাক্তারের দুট ডিস্পেন্সরি সে খুব ডাক্তার।

নন্দ। তোমার ও ফিলজফি (philosophy) রাখ। বিনোদ বাবু, তুমি ওদের কথা শুন না, ওঁরা কেবল ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া। তুমি মাইণ্ড্ মেক্ আপ্ (mind make up) কর, টাকার জন্যে আট্‌কাবে না। আর চলাচলির বিষয় কিছু ভেব না, এত লোকের চল্‌ছে আর তোমার চল্‌বে না? ঐ ইয়ে দত্ত—নাম্‌টা কি ভুলে যাচ্ছি, তিন বৎসরের ফেল্ (fail) আসামী হয়ে কেমন ফেঁদে বসেছে—সে চুলয় যাক, তার ত তবু গায়ে একটু মেডিকেল্ কালেজের গন্ধ আছে, কত কেরাণী, পাইকের, প্লাম্বার এরা ডাক্তারখানা চালাচ্ছে, তুমি আর পার্‌বে না? ভবানী বাবু, তোমাকে ভাই এসিষ্ট্ কর্‌তে হবে, হাজার হোক্ বন্ধু মানুষ, এক পাড়ায় বাড়ী, করা উচিত, আমরাও যোগাড়ে থাক্‌ব।

ভবা। ডিস্পেন্সরি একটা কর্‌তে কত টাকা লাগে?

বিনো। তা বড় বেশী লাগে না, আপাততঃ শ চার পাঁচ হলেই বিগিন্ (begin) করা যায়।

নন্দ। তা এই বৈ আর কি!

নবীন। কি বল, তোমরা খেপেচ নাকি? একটা ডাক্তার-খানা করা কি মুখের কথা, অভাব পক্ষে পাঁচ হাজার টাকার কম আর আরম্ভ করা যায় না, যদি রেস্পেক্‌টেবল্ (respectable) কর্‌তে চাও, তা নয় ত অমন মুদীর দোকানের মত করা অপেক্ষা না করা ভাল।

নন্দ। নাও, অত লম্বা চওড়া কর্‌লে কিছুই হবে না। একটা ঠাট খাড়া করে পসার করা উদ্দেশ্য বৈত নয়, তাতে অত আড়ম্বরে কাজ কি?

ভবা। বিনোদ বাবু, বিদেশে ভাই তোমার কোন মতেই

যাওয়া হবে না। আমরা পাঁচজন আছি তোমার আর প্র্যাক্‌টিস্ হবে না? ডিস্পেন্সরির ভার আমার উপর রহিল, তার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না।

বিনো। থ্যাঙ্ক ইউ, মাচ্ ওব্‌লাইজ্‌ড্ (thank you, much obliged.)

নন্দ। শুধু থ্যাঙ্কের কর্ম্ম নয়, একটি রীতিমত গার্ডেন্ পার্‌টীর (garden party) যোগাড় কর।

বিনো। তার আর ভাবনা কি, তোমাদের হাতেই ত আছি।

নবীন। (ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ইস্, দশটা বেজে গেছে, গল্পে গল্পে রাত হয়ে পড়েছে, ভবানী বাবু আজ উঠি ভাই।

নন্দ। (গাত্রোত্থান করিয়া) বিনোদ বাবু, একটা পলিসি (policy) বলি, ভাই পাড়ায় ভিজিট্ নিও না, তা হলেই মেলা গোঁড়া পাবে, পসারের জন্যে বড় ভাব্‌তে হবে না।

বিনো। যে দিক দিয়ে হোক, এক দিকে হলেই হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোড়াসাঁকো—নীলকণ্ঠ বাবুর বৈটকখানা।

(নীলকণ্ঠ ও বন্ধুজ আসীন।)

নীলকণ্ঠ। মদেই আমাদের দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে, এর স্রোত ক্রমেই বাড়্‌ছে, পূর্ব্বে সহরেই যা কিছু ছিল, এখন

পল্লিগ্রামেও গিয়ে পোড়েছে ; ইংরেজ বাহাদুর দেশের অনেক উন্নতি করেছেন বটে, কিন্তু এই এক মদেই খেয়ে দিয়েছে ; এর দমনের নিমিত্ত চেষ্টাও কিছু কম হচ্চে না, সুরাপান-নিবারণী সভা হয়েছে, মাঝে মাঝে বক্তৃতা হচ্চে, কাগজেও এর বিপক্ষে লিখ্‌ছে, কিন্তু কিছুতেই বর্গ মান্‌ছে না ; গবর্ণমেণ্টে ক দফা দরখাস্তও করা হ'ল, কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হলেন না। হিঁদুয়ানিটে একেবারে লোপ হবার যো হয়েছে, আর থাকে না ; এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের, কালেজ থেকে বেরিয়ে, মদ আর মাংস খাব এই কেমন একটা নেশা হয়ে পড়েছে। ঠাকুর দেবতা ত মানেই না, অখাদ্যগুল অনায়াসে খায়, বাপ্ মার প্রতি তাচ্ছল্য ভাব, কেবল চেষ্টা কিসে জাতটা উঠে যায়, মেয়েরা বাহিরে বেরুতে পায়, বিধবাদের বিয়ে হয়, ধুতি চাদর আর না পর্‌তে হয়, কমোড্ ব্যবহার কর্‌তে পায়, এই সকল যত অন্যায় ইচ্ছা।

বসুজ। কিন্তু দেখুন তাও বলি, এই সকল অত্যাচার কৈ পূর্ব্বে এত ছিল না ; ঐ ইয়ে ধর্ম্মের ছোক্‌রা দলটা হয়ে আরও করে তুলেছে, এদের কেবল চেষ্টা কিসে সব একেকার হয়। ছেলে গুলকে বইয়ে দিলে, তারা পাঁচ জনের দেখাদেখি সমাজে যেতে শেখে, উপাসনা শুনে ক্রমে দলে গিয়ে মেশে, লেখা পড়ায় মন দেয় না, শেষ আচার্য্যের কুহকে পড়ে সব ধর্ম্মের পাণ্ডা হয়ে উঠে।

নীল। কিন্তু এদের দ্বারা একটা উপকার হয়েছে বল্‌তে হবে, এখন আর বড় কেউ খৃষ্টান হয় না, আগে মিসানারিদের কম দৌরাত্ম্য ছিল !

বসু। বিলক্ষণ, আমি ত বলি সে বরং ছিল ভাল, যা দুট পাঁচটা

ব্যাপ্টাইজ্ হ'ত বটে, কিন্তু তারা সমাজভ্রষ্ট হয়ে আমাদের বিশেষ ক্ষতি কর্‌তে পার্‌ত না। এরা ত তা নয়, হিঁদুয়ানির প্রকৃত শত্রু হয়ে, সচ্ছন্দে আমাদের সমাজে রয়েছে; বামুণে পইতে ফেলে শূদ্রের মেয়ে বিয়ে কর্‌ছে, অথচ সমাজভ্রষ্ট নয়, কেমন মজা দেখুন দেখি, বুকে বসে দাড়ি উপড়াচ্ছে, অথচ হিন্দু নয় বলে পরিচয় দেয়।

নীল। আচ্ছা বোস্‌জা, এদের ধর্ম্মটা কি বল দেখি, এক পরমেশ্বর ত আমরাও মানি—এরা তবে কি?

বসু। কে জানে মশাই, ওরা যে কি তা আজও বুঝ্‌তে পার্‌লেম না; দেখ্‌তে ত না হিন্দু, না মুসলমান, না সাহেব; নাকে চশ্‌মা, নেড়েদের মত দাড়ি, ভট্‌চায্‌দের মত থান ধুতি—সাহেবদের মত বেদিতে দাঁড়িয়ে লেক্‌চারও দেয়, আবার খোল খর্‌তাল বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নেচেও বেড়ায়, কি বল্‌ব বলুন।

নীল। যা হোক বড় অত্যাচার—এ সকল বিষয়ে সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত—

(অখিলের প্রবেশ।)

কেও অখিল? এসো বাবা, ভাল আছ ত, বৌ মার যে জ্বর হয়েছিল আরাম হয়েছেন ত?

অখিল। আজ্ঞে, হাঁ।

নীল। দেখ, বোস্‌জা, অখিলের মত এমন সুবোধ, শিষ্ট, শান্ত ছোক্‌রা এখনকার কালে দেখ্‌তে পাওয়া ভার। (অখিলের প্রতি) তোমার খুব পসার হয়েছে শুনে বড় খুসি হয়েছি—বেশ বাবা বেঁচে থাক, দাদা মশাই পুণ্যাত্মা ছিলেন না হবে কেন। আমার ঐ দেখ না একটা কুলাঙ্গার জন্মেছে।

অখি। হেমের নাকি অসুখটা বৃদ্ধি হয়েছে ?

নীল। বাবা, রোগের কথা আর কিছু বলো না, বাড়ী-সুদ্ধ ব্যারাম—ও অভাগীর থেকে থেকে পেটে যে কি বেদনা ধরে তার কিছু ঠিকানাই হ'ল না; বৌ মা শিরঃপীড়ায় সদাই কাতর, কিছুতেই ত সার্‌ল না; গিন্নী ত জান আজ এক বৎসর ধরে হাঁপানিতে ভুগ্‌ছেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই হার মেনেছে, এই বার ভেবেছি হমিওপ্যাথিটে একবার দেখে ও বিষয়ে ক্ষান্ত পাব।

বসু। হমিওপ্যাথি চিকিৎসাটা শুনেছি পুরাতন রোগের পক্ষে ভাল, তড়িঘড়ির কেউ নয়।

অখি। আজ্ঞে, ও চিকিৎসার উপর নির্ভর করা যায় না, তবে অল্প হলে যা হোক; যত প্রশংসা শুনা যায়, কাজে তার কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

নীল। তোমরা যাহাই বল, আমার বিবেচনায় হমিওপ্যাথি ডাক্তারি অপেক্ষা শত গুণে ভাল। এদের ওষুধে ভালও যদি না হয়, রোগীর কোন অনুপকার করে না, আর সুলভ, খেতে কোন কষ্ট নাই, বিশেষ ছেলেদের পক্ষে বড় সুবিধে।

অখি। যে দ্রব্য অন্যায়রূপে বা বেশী পরিমাণে খেলে কোন অনুপকার হয় না, তাতে বোধ হয় কোন উপকারও সম্ভবে না। নেচারেই (Nature) আরাম করে, ওটা কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র।

নীল। যাই হোক, একবার দেখ্‌তে হবে, এত দিন কেবল গিন্নীর অমতেই হয় নাই, তিনি হমিওপ্যাথির উপর বড় চটা—কি বল হেমাকে একবার দেখান উচিত না ?

অখি। আজ্ঞে, তা একবার দেখানয় ক্ষতি কি ?

(বিনোদের প্রবেশ।)

নীল। (বিনোদের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) আপ্‌নাকে যে বড় চিন্‌তে পার্‌চ্ছিনে—আপনার নাম ?

বিনোদ। আজ্ঞে, আমায় চিন্তে পার্‌ছেন না, আমার নাম বিনোদবন্ধু হালদার, আমার ঠাকুরের নাম ৺গোরাচাঁদ হালদার—আমার ডাক্তারি করা হয়—আপনার প্রতিবাসী এবং মহাশয়ের অনেক ভরসা করি।

নীল। তুমি আমাদের গোরাচাঁদ বাবুর পুত্র ? ভাল, ভাল, বেশ, কেমন ডাক্ ডোক্ হচ্ছে ত ?

বিনো। আজ্ঞে, সে কেবল আপনার অনুগ্রহ, আপনি ডাক্‌লেই সকলে ডাক্‌বে। সম্প্রতি একটি ডাক্তারখানা করা হয়েছে, ওষুধ সব সেইখান থেকে নিলে বড় বাধিত হই।

নীল। ঐটি বড় শক্ত কথা, বাঙ্গালি-ডাক্তারখানার উপর আমার বড় ভক্তি নাই।

বিনো। আজ্ঞে নিয়ে দেখ্‌বেন, আমার সব ইণ্ডেণ্ট্ করা মাল্, আর বন্দোবস্তও খুব ভাল করা হয়েছে।

নীল। আচ্ছা, তুমি আর এক দিন এসো, বিবেচনা করে বল্‌বো।

বিনো। যে আজ্ঞে, অনুমতি হয় ত আজ আমি আসি, আপনার অনুগ্রহ থাকলেই হ'ল।

[প্রস্থান।

বসু। তাইত গা! উমেদার অনেক রকম দেখা গেছে, কৈ এ রকম ত কখন দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে ডাক্তারদের লোকে আরাধনা করে পেত না, এখন তারা কি না দোর্ দোর্ ফির্‌ছে। কি ভোগ!

অখি। প্রোফেসন্‌টা এরাই মাটি করলে; ওদেরই বা দোষ কি, প্রতি বৎসর ডাক্তার কি কম বেরুচ্ছে। আপনি স্নান করুন গিয়ে, বেলা ঢের হয়েছে।

বন্ধু। আমিও উঠলেম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্যামবাজার—বিনোদের ডাক্তারখানা।

(বিনোদ ও হরিশ আসীন।)

বিনোদ। দেখ হরিশ, তবু এই গ্ল্যাস্‌কেশ্‌টা যেন ফাঁক ফাঁক দেখাচ্ছে। এক কর্ম্ম কর, ঐ বড় গ্যালিপট্‌ কটা সবুজ কাগজ মুড়ে মাঝে মাঝে দাও। ওষুধ যত থাক্‌ আর না থাক্‌ ভড়ংটা চাই। কেমন হরিশ, সাজান বোধ হয় বড় মন্দ হয় নাই। জমেদা—র।—

নেপথ্যে। খোদাবন্দ্‌।

(জমাদারের প্রবেশ।)

জমাদার। খোদাবন্দ্‌, হাজের্‌।

বিনো। দেখো, এই ঘণ্টা ঠো তোমারা পাস্‌ রাখ্‌ দিও, যব্‌ কৈ বাবুলোক হাঁটকে আওয়েগা, তব ইস্‌মাফিক্‌ করকে এক দফে বাজাইও, (ঘণ্টা বাজান) আউর যব্‌ কৈ গাড়ী-পর্‌ সোয়ার হোকে আওয়েগা, তব ইস্‌মাফিক্‌ করকে দোদফে বাজাইও, (পুনরায় ঘণ্টাবাদন) বুঝা?

জমা। বহুত খুব্। (কর যোড়ে) আগার্ কৈ পাল্কী মে সোহার হোকে আওয়ে, তো গোলাম কিয়া করে?

বিনো। আরে তোম তো বড়া গাধ্ধা হায়, ওবি দো দফে। যাও দেউড়ি পর্ যাও।

জমা। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

বিনো। দেখ হরিশ, দরয়ান্টাকে সকলে জমাদার বলে ডেকো, তা হলে আমাদের যে এক জন দরয়ান, তা আর কেউ মনে কর্‌বে না।

(ভবানী ও নন্দগোপালের প্রবেশ।)

এই বুঝি রোজ আস্‌বে—বেশ বিবেচনা যা হোক—এ সব কি ভাই একলার কাজ?

ভবানী। আমরা ভাই এর কি বুঝি বল—কেন বেশ্ ত সাজান হয়েছে।

বিনো। তবু কি বল্‌বো, বাড়ীটে যদি একটু গোচ্-মাফিক হ'ত, তা হলে চূড়োন্ত করে ছেড়ে দিতেম, ব্যাথ্‌গেট্ কোথায় লাগে?

নন্দগোপাল। কেন এতেও ত বড় মন্দ দেখাচ্ছে না। বিনোদ বাবু, তোমার ভাই এ সকল বিষয়ে বেশ টেষ্ট্ (taste) আছে দেখ্‌ছি। ইস্! ওষুধে যে আল্‌মারি সব ঠেসে ফেলেছ, এ সব ইণ্ডেণ্টের (indent) মাল নাকি?

বিনো। তুমিও যেমন, কতকগুল খালি মদের বোতল দিব্য করে রঙ্গীন কাগজ দিয়ে মুড়ে, উপরে একটা করে ছাপান ওষুধের নাম মেরে দিয়েছি, লোকে মনে কর্‌বে না জানি

কত ওষুধই আছে; বলি কেমন, এ ফিকির মন্দ করেছি? এ সব পলিসি চাই।

নন্দ। তাইত এ মন্দ পন্থা নয়—প্রেস্ক্রিপ্সন্ হচ্ছে কেমন?

বিনো। তা মন্দ কি? এখনই যখন ১০।১২ খানা হয়, এর পর মর্শম পড়্‌লে বেশ হবে; তা ছাড়া সবে এই নতুন বৈ ত নয়, সকলে এখনও টের পায় নাই।

নন্দ। (চারিদিক দেখিতে দেখিতে) দরজায় এটা কি লেখা হয়েছে ভাই, কি—"Medical Advice gratis from 8 to 9 A. M." "অবৈতনিক চিকিৎসা বেলা ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত"—এর মানে কি?

বিনো। ওর মর্ম্ম তোমরা কি বুঝ্‌বে! উটি একটি ইংরিজি ফন্দি, লোকে মনে করে এরা কি দয়ালু, রোগীদের অম্‌নি দেখে, কিন্তু তা নয়, উটি একটি খরিদার ধরবার ফাঁদ, হাত দেখাতে এলেই এইখানে ওষুধ কিন্‌তে হবে।

ভবা। সত্য নাকি, তা এ ফিকির বড় মন্দ কর নাই। নাম্‌টা যে খুব জম্‌কাল দিয়েছ দেখ্‌ছি।—"The New British Indian Medical Hall."

বিনো। কেন, ভাল হয় নাই? যেমন People's Medical Hall, সে সাধারণ লোকের জন্যে, আমাদের এ বড় মানুষ জমি-দারদের জন্যে, যেমন British Indian Association.

ভবা। এতও এসে তোমার!

নন্দ। তা আর করে কি বল, রোজ্ রোজ্ এত নাম পায় কোথা?

ভবা। এখানে "No Admittance" লেখা হয়েছে কেন? এ ঘরে বুঝি যাবার হুকুম নাই?

হরিশ। আজ্ঞে না, কম্পাউণ্ডিং রুমে সকলকে আসতে দেওয়া উচিত নয়, ওষুধ পত্রের বিষয় গোপন থাকাই ভাল ; আমাদের জলেরই কাণ্ড বেশী, এক ত ওষুধে জল ঢাল্‌তে দেখ্‌লে লোকে চোটে যায়, তা ছাড়া দুট একটা ওষুধ না থাক্‌লে, গোঁজামিলন দেবার পক্ষেও সুবিধা।

নন্দ। তা যেন সব হ'ল, এখন আমাদের এদিক্‌কার বন্দোবস্ত কি করেছ? ঐটিই হ'ল আসল, পাঁচ জন ভদ্রলোকের জটলা না হলে ডাক্তারখানার গুল্‌জার হয় না, আবার মদ না ছাড়্‌লেও তারা আসে না।

বিনো। ও সব বিষয় আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না। এই ঘর্‌টা প্রাইভেট্ রুম্ করেছি। মদ সকল রকমই আছে, তা ছাড়া পান্ তামাকের ত কথাই নাই।

ভবা। দেখো ভাই, খুব সাবধান, আজ কাল ডাক্তার-খানায় মদ বিক্রির বিষয় নিয়ে কাগজে যেরূপ আন্দোলন হচ্ছে, শেষ যেন ফাঁদে পড়োনা।

বিনো। তাকে তখন পারা যাবে। ভবানী বাবু, তোমাকে ভাই রোজ সন্ধ্যের পর এসে জম্‌কে বস্‌তে হবে, ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।

ভবা। তা যেন আস্‌ব, কিন্তু গোটাকতক বড় ঘরের যোগাড় দেখ, তা না হলে সুবিধা হবে না।

বিনো। বাড়ী বাড়ী সার্‌কুলার্ পাঠিয়েছি, আর বড় বড় বাড়ীতে নিজেও যাচ্ছি, অনেকেই আশা দিয়েছে।

ভবা। আমরা তবে এখন যাই, দেখি কুমারকৃষ্ণকে যদি একবার আন্‌তে পারি।

নন্দ। (গমনোদ্যোগ) কাপ্তেন্‌টা ঠাউরেছ ভাল, শিক্ষানবিসও

বটে, হাত্‌টাও দরাজ আছে। বিনোদ বাবু, আজ চল্লেম ভাই।

বিনো। আচ্ছা ভাই—যোদ্ধা নিশ্চিন্ত হয়ে যেন থেক না।

[ভবানী ও নন্দগোপালের প্রস্থান।

তাইত, পরের টাকায় দিব্য ত ফেঁদে বসেছি, এখন চালাবার উপায় কি? শুধু আমার প্রেস্কৃপ্সনের উপর নির্ভর কর্‌লে ডাক্তারখানা চলা ভার। দু জন চার জন ডাক্তার সিকিওর্ (secure) করা আবশ্যক। কা'কেই বা ধরি, প্রায় সকলেরই একটা করে জোড়াগাথা আছে। উহার মধ্যে যাদের কমিশন্ বন্দোবস্ত, তাদের কিছু বেশী অফর্ (offer) কর্‌লে বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। এ অঞ্চলের মধ্যে কৃষ্ণ ডাক্তারের শুনেছি পসার বেশ আছে, তাকে হাত করতে পার্‌লে অনেকটা সুবিধা হতে পারে; কিন্তু শুনেছি লোকটা বড় পয়সাপিশাচ, কিছু বেশী দিলেই বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে; বেশী দেবারই বা ভাবনা কি, কমিশান্ ত আর আমরা ঘর থেকে দেব না, খরিদারদের কাছ থেকে নিয়ে দেওয়া, তাতে আর আমাদের লোক্‌সান্ কি? মাচের তেলে মাচ ভাজা। লোকটা আবার শুন্‌তে পাই যেমন মাতাল তেমনি বেশ্যাসক্ত; তাতেই বা আমার কি, প্রেস্কৃপ্সন্ ক খানা নিয়ে বিষয়; আলাপ তেমন নাই—চিটি লেখাটা কি ভাল দেখায়—নাঃ পার্সন্যালি (personally) দেখা করাই কর্ত্তব্য। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেখ হরিশ, আমি এখন চল্লেম, রাত্রে মদ্‌টা একটু সাবধানে বেচো, জানিত লোক ভিন্ন দিও না।

হরি। যে আজ্ঞে, কিছু চিন্তা কর্‌বেন না।

[বিনোদের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণ ডাক্তারের সদর বাটী।

কৃষ্ণ। (বেলা ৯টার সময় চক্ষু মুছিতে মুছিতে) তাইত বেলাটা যে ঢের হয়েছে—খোঁয়ারিটেও এখন রয়েছে—বেরুতেও হবে—এমন কর্ম্মও শিখেছিলেম, রবিবারেও ছুটী নাই—কৈ, এখনও রুগীদের যে কা'কেও দেখ্ছিনে। সরকার আছ ওখানে?

(সরকারের প্রবেশ।)

সরকার। আজ্ঞে কি বল্ছেন?

কৃষ্ণ। আজ রুগীরে সব কোথায় গেল? কেউ আসে নাই না কি?

সর। না এলেই ভাল, কতকগুল এসে কেবল গোল করে বৈত নয়। (স্বগত) কেনই বা সব মর্‌তে আসে, আরাম হয়ে ত উল্‌টে যায়। (প্রকাশ্যে) বাহিরে বুঝি জন কতক বসে আছে।

কৃষ্ণ। তাদের ডেকে দাও, আর এক কর্ম্ম কর, আমার গাড়ির জেবে একটা বোতল্ আর বাটি একটা আছে, এনে ঘরে রাখ।

সর। যে আজ্ঞে। (স্বগত) ভাল চাক্‌রী বটে, মাতালটার হাতে পড়ে জাত জন্ম সব গেল।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সরকারটা বোধ হয় বাড়ীতে যে সব রুগী আসে তাদের বড় যত্ন করে না। ও মনে করে এরা ত পয়সা দেয় না তবে এদের এত খাতির কিসের; এ বোঝে না যে এদের দ্বারায় আমার কত উপকার; এদের ওষুধের কমিশানেই আমার বাজার

খরচটা চলে; বাহিরে ক খানা প্রেস্কৃপ্সন্ হয়, যা কিছু বাড়ীতেই হয়, এদের একটু বাপু বাছা বলে যত্ন না করলে আস্‌বে কেন?

(বোতল ও বাটি হস্তে সরকারের প্রবেশ।)

সর। আজ্ঞে, এ বাটিতে তরকারি খানিক আছে।

কৃষ্ণ। মেরে দাও না, ও পাকা মাল নষ্ট হয় নাই—(হাস্য)

সর। ছি, ছি, ছি, থুঃ, থুঃ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, এ অখাদ্য কি মানুষে খায়, (নাকে কাপড় দিয়া স্বগত) একে ত মুরগী, তায় কোচ্‌মানের রান্না, তাতে আবার সে মাগীটের উচ্ছিষ্ট! মহাভারত! মহাভারত!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (ডাবা হুকায় তামাক টানিতে টানিতে) সরকারটা এখনও তয়ের হয় নাই, নেরো ঠিক করে। কৈ, আজ ডাক্ ডোক্ ও ত বড় দেখ্‌ছি নে। রকম খানা কি?

(প্রথম রোগীর প্রবেশ।)

এই দিকে এসো। (হাত দেখিয়া) কেন, এখন ত বেশ আছ, কাল আর জ্বর হয়েছিল?

প্র. রোগী। আজ্ঞে, জ্বরের কথা আর কিছু বল্‌বেন না, গরীব মানুষ মারা গেলেম মশাই। বেলা নটা দশটা পর্য্যন্ত একটু নরম থাকে, তার পর দিন রাত সমানে জ্বর ভোগ হয়। একটু মনোযোগ করে গরীবকে আরাম করে দিন, বড় কষ্ট পাচ্ছি।

কৃষ্ণ। তোমার বাহ্যে খোলসা হয়?

প্র. রোগী। আজ আট ন দিন খাওয়া নেই তা বাহ্যে হবে কি?

কৃষ্ণ। (১০ গ্রেণ্ কুইনাইন্ ও এক আউন্স জল লিখিয়া)

এই নাও, (কাগজ দেওন) এই ওযুধটা এখনই আনিয়ে জ্বর আস্‌বার আগে সবটা একেবারে খেও, তা হলে আজ আর জ্বর আস্‌বে না।

প্র. রোগী। আন্‌বে আর কে, আমাকেই যেতে হবে। কোথা থেকে আন্‌তে হবে মশাই?

কৃষ্ণ। সেই দরমাহাটার ডাক্তারখানা; ১ টাকা দাম নেবে।

প্র. রোগী। তবেই হয়েছে। এত বেলায় গড়পার্ থেকে দাম এনে, দরমাহাটা হতে ওষুধ আন্‌তে হলেই ত গেছি—তত শক্তিও নেই, আর ততক্ষণে জ্বরও এসে পড়্‌বে, তা হলে ত আজ আর ওষুধ খাওয়াই হয় না। ডাক্তার মশাই, আমাদের পাড়ায় একটা ডাক্তারখানা আছে, সেখান থেকে নিলে হবে না?

কৃষ্ণ। তাও কখন হয়ে থাকে, তাদের সব পচা ওষুধ; যেখান থেকে বলে দিলেম সেইখান থেকে আনগে, দুর বল্লে কি হয়। যদি জ্বর এসে পড়ে ত ওষুধ কাল খেও।

প্র. রোগী। খাব কি ডাক্তার মশাই?

কৃষ্ণ। যা খাচ্ছ—সাগু।

প্র. রোগী। আ কপাল! সে গু ত আর খেতে পারিনে।

[প্রস্থান।

(দ্বিতীয় রোগীর প্রবেশ।)

দ্বি. রোগী। হ্যাঁগা ডাক্তার মশাই, আমার এই ছেলেটিকে একটু ভাল করে দেখ না গা—ছেলে মানুষ অনেক দিন ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছে। গরীব মানুষ আর ত ওষুধের দাম যোগাতে পারিনি। এত ওষুধ দিচ্ছেন, ছেলের জ্বরও ছাড়ে না, পেটও ধরে না, ক্রেমে ছেলে জখম হয়ে পড়্‌ছে; তোমার পায়ে

গড় করি ডাক্তার মশাই, এ গরীবের বাছাটিকে আর কষ্ট দিও না।

কৃষ্ণ। ওর কি কালও জ্বর এসেছিল? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কেমন হ'ল, ওষুধ কোথা থেকে নিয়েছিলে?

দ্বি. রোগী। আজ্ঞে, কাল দামের যোগাড় কর্‌তে না পেরে একটি বাবুকে ধরাতে তিনি কোথা থেকে আনিয়ে দেছেন। কাল চার্‌ দাগ খাওয়াতে বলে ছিলেন তাই খাইয়েছি, আর এই চার্‌ দাগ আছে। (শিশি দেওন।)

কৃষ্ণ। (শিশির টিকিট দেখিয়া, স্বগত) ইঃস্‌, এ যে ব্যাথ্‌-গেটের বাড়ীর ওষুধ দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) ওঃ, তাই জন্যে! আমি যেখান থেকে বলি, সেখান থেকে না আন্‌লে কখন ওষুধে গুণ করে থাকে, না ব্যারাম ভাল হয়? (প্রেস্কৃপ্সান্‌ লিখিয়া) এই নাও, সেই দরমাহাটার ডাক্তারখানা থেকে আনগে।

[দ্বিতীয় রোগীর প্রস্থান।

(তৃতীয় রোগীর প্রবেশ।)

তুমি কেমন আছ?

তৃ. রোগী। আজ্ঞে কাল আর জ্বর আসে নাই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা সেই ওষুধ রিপিট্‌ করগে।

[তৃতীয় রোগীর প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনো। আপনি আমাকে বোধ করি চিন্‌তে পাচ্ছেন্‌ না? আমার নাম বিনোদবন্ধু হালদার, ডাক্তার।

কৃষ্ণ। ওঃ—আপনার নাম বিনোদ বাবু? আসুন্‌, আপনি না এ পাড়ায় একটি নতুন ডিস্পেন্‌সারি খুলেছেন?

বিনো। আজ্ঞে হাঁ—সেই সম্বন্ধেই আপনার নিকট আসা হয়েছে; আপনাকে এ বিষয়ে আমাদের এ্যাসিষ্ট্ কর্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। কত লোক্‌কে করব্—আমার এক জায়গায় বন্দোবস্ত আছে। বিশেষতঃ, তাদের সঙ্গে অনেক——

বিনো। তা হোক্, আমাদের এখানে টারম্‌সের (terms) অনেক সুবিধে হবে, তাছাড়া আপনার পেসেন্ট্‌দেরও (patient) খুব নিকট।

কৃষ্ণ। হাঁ—তা—বটে—কিন্তু অনেক দিন নাকি ওদের—

বিনো। আপনার টাকা নিয়ে বিষয়, তাতে এত খাতির কিসের; সেখানে বোধ করি আপনার শতকরা ২৫ টাকা বন্দোবস্ত আছে, আমরা ৩০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি, আর টাকায় দেখ্‌বেন কেমন খারা।

কৃষ্ণ। তাইত বড় মুস্কিলের কথা—তাদেরই বা কি বলি—তারা মনেই বা কর্‌বে কি—আচ্ছা, তুমিই কেন বিবেচনা কর না?

বিনো। এর আর মনে করা করি কি? যেখানে বেশী পেলেন সেইখানে গেলেন, ব্যবসার দস্তুরই ত এই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, ব্রাণ্ডির বিষয় তোমাদের কি রূপ—বিক্রি আছে ত?

বিনো। আজ্ঞে, তা আর নাই! ব্রাণ্ডি না বেচ্‌লে কি ডিস্পেন্‌সারি চলে! (স্বগত) তা না হলে তোমার কাছেই বা কি ভরসায় এসেছি?

কৃষ্ণ। তবেই ভাল, আজ কাল যে আবার কেউ কেউ টেম্পা-রেন্স সোসাইটীর (Temperance Society) মেম্বর বলে ডাক্তার-খানায় মদ বেচেন না। (স্বগত) বার্‌গেন্‌টা (bargain) বড় মন্দ নয়, যেচে ২৫ টাকায় ৩০ টাকা—আর নিকট, পাড়ার ভিতর,

খুব ব্যগ্রও দেখ্‌ছি; আর একটু মার্ঘি হয়ে মদটা বেয়ারিং-পোষ্টে করে নিতে পার্‌লে বড় সুবিধে। ওদের ওখানে মদের খরচেই কমিশান্‌টা প্রায় ভুক্তন হয়ে যায়, নগত বড় ঘরে আসে না। (প্রকাশ্যে) তাই ত বিনোদ বাবু, তুমি ভাই ভদ্রলোক এসে ধরেছ, তাদেরও সঙ্গে অনেক দিনের বন্দোবস্ত, কি করি তাই ভাব্‌ছি।

বিনো। এর আর ভাবনা চিন্তা কি, আমাকে আপনার অনুগ্রহ কর্‌তেই হবে।

কৃষ্ণ। তাই ত বড় মুস্কিল, কি করি। সুধু কমিশানে পাঁচটা টাকা বাড়্‌লে বিশেষ লাভ ত ভাই দেখ্‌ছিনে! তবে এক কর্ম্ম কর্‌তে পার, আমার নিজ মদ খরচ্‌টা অমনি দিতে পার, তা হলে না হয় তোমাদেরই সঙ্গে যা হয় একটা রকম করে ফেলি।

বিনো। (স্বগত) তাইত, এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা! ও বিষয়ে উনি ত একটি যাশু, মদ খেয়েই ডাক্তারখানা ভুট্‌ করবেন দেখ্‌ছি; তা কি করি, "তোমার পায়ে পড়ি, না তোমার কাজের পায়ে পড়ি।"

কৃষ্ণ। চুপ করে রহিলেন যে?

বিনো। আজ্ঞে না, তাই ভাবছি, বড় শক্ত কথা—আপনার রোজ খরচ কত?

কৃষ্ণ। তা যতই হোক্‌, তোমার কাছে বেশী চাইনে, আধ্‌ বোতল করে রোজ দিও, এর কমে হবে না।

বিনো। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) যে আজ্ঞে তাই হবে, আর কি করব, কিন্তু এ কথা প্রকাশ কর্‌বেন না। আমার আর একটা নিবেদন আছে, রাগ যদি না করেন ত বলি।

কৃষ্ণ। রাগ কি? তুমি বল না।

বিনো। আজ্ঞে, বল্‌ছিলেম কি,—এই মেয়েমানুষদের নিয়ে ডাক্তারখানায় যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? দেখ্‌তেও দূষ্য, লোকেও নিন্দে করে, তাই বল্‌ছিলেম ঐটে না কর্‌লে ভাল হয় না?

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) তুমি ত হে বড় ছেলেমানুষ দেখ্‌ছি, সে ত আর সর্ব্বদা নয়, আর তাতেই বা দোষটা কি? মেয়ে মানুষে পাব্‌লিকে (public) বেরয় সেটা কি ডিজায়ারেবল্ (desirable) নয়? ক্রমে পথ না দেখালে ঘরের তারা বেরুবে কেন?

বিনো। (হাস্য করিয়া) অবশ্য! তবে কাল থেকে প্রেস্কৃপ্‌-সন্‌গুল পাঠিয়ে দেবেন, এখন চল্লেম, (হস্তস্পর্শ করিয়া) thanks, much obliged.

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বেলা দশটা বেজে গেল! মজিয়েছে—একটা কন্‌সাল্‌টেসন্ (consultation) রয়েছে যে। সরকার, চট্ করে গাড়ি তয়ের কর্‌তে বল?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নীলকণ্ঠ বাবুর বাটী—কুমারকৃষ্ণের বৈঠকখানা।

(কুমারকৃষ্ণ ও নন্দগোপাল আসীন।)

কুমার। বিনোদ ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি কেমন চল্‌ছে হে? বিনোদ একখানি গাড়ি করেছে না?

নন্দ। সে ত অনেক দিন করেছে। ডাক্তারখানা বড় মন্দ চল্‌ছে না; লোকটা খুব চালাক, অনেকগুল বড় ঘর যুটিয়েছে, আর মদ বেচেই আণ্ডিল্ হয়ে গেল।

কুমা। বাহিরের ভড়ংটা বড় মন্দ করে নাই; আজ কাল আমাদেরও ওষুধ সেইখান থেকে আস্‌ছে।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

আরে এসো ভট্‌চায্, কদিন এ দিকে যে বড় পায়ের ধুলো পড়ে নাই? কেমন নন্দগোপাল বাবু, ভট্‌চায্ না হলে নতুন নতুন খপর শুন্‌তে পাওয়া যায় না; আজ কাল খপরের কাগজগুলয় কি লিখ্‌ছে, ভট্‌চায্?

ভট্ট। কত লোকে কত রকম লিখ্‌ছেন; কেউ লিখ্‌ছেন নারীকুল উদ্ধার করা উচিত, কেউ লিখ্‌ছেন মাতালের দল বড় বেড়েছে কমিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, কেউ লিখ্‌ছেন খারাপ্ কথা কওয়া বড় দোষ, লেখ্‌বার ভাবনা কি বল? খেয়ে দেয়ে ত আর কোন কর্ম্ম নাই।

নন্দ। মাতালদের আর কর্‌বেন কি? সেই ত এক টেম্পারেন্স সোসাইটী, (Temperance Society) তাতে ত মাতালদের সবই হয়েছে, আর হবে।

ভট্ট। শুধু তা নয়, এবার নাকি আবার একটা এন্টিলিকার্ সোসাইটী (Anti-Liquor Society) হবে; একা খুড়ার ঘায়েই অস্থির, তাতে আবার ভাইপো যোগাড় দিয়েছেন; মদের ডিউটি (duty) বাড়ে, কি দু খানা পাঁচ খানা দোকান উঠে যায়, তায় বড় ডরাইনে বাবা, ঐ যে লিখেছে,—ডাক্তারখানায় আর মদ বেচ্‌তে পাবে না, ঐটে বড় সর্ব্বনেশে কথা!

কুমা। তাতে আর সর্ব্বনাশটা কি?

ভট্ট। বাবা, ও 'খান্' উঠে গেলে, তোমাদের মত রত্ন আর জন্মাবে কোথা?

নন্দ। ও সব কিছু হবে না হে, কেবল নাপান ঝাঁপানই সার; মদ হ'ল একটা প্রধান ওষুধ, তাও কি কখন বন্ধ কর্‌তে পারে?

ভট্ট। আরে, কিছু কর্‌তে পারুক আর না পারুক, আপাতক যে দমিয়ে দেয়। খপরের কাগজগুলয় জালিয়ে তুলেছে! কে কোথায় মদ খেলে, কে কোথায় খারাপ কথা কইলে, তোদের সে মাথাব্যথায় কাজ কি বাবু। এ বোঝেনা যে সিবিলিজেসন্ (civilisation) হয় কি সে?

কুমা। আচ্ছা ভট্‌চায্, বল দেখি সহরে কতগুল খপরের কাগজ আছে?

ভট্ট। তায় বিলক্ষণ, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি; একা খপরের কাগজেই সহর গুলজার। এদিকে, অমৃতবাজার সুধা বর্ষণ কর্‌ছেন, সুলভ অতি সুলভে অপর সাধারণকে খপরের

কাগজ পড়াচ্ছেন, মধ্যস্থ মধ্যস্থগিরি কর্‌ছেন, ভারতভৃত্য তাঁর বড় দাদার সঙ্গে মিশে গিয়ে গরীবদের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টায় আছেন, প্রভাকর গুপ্তাভাবে গুপ্তভাবেই আছেন, পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যার চাঁদকেও বাড়িয়েছেন, সোম-প্রকাশ আর এডুকেশন্ গেজেটের চোটে গবর্ণমেণ্ট-ট্রান্সলেটর্ বিব্রত হয়ে পড়েছেন, বঙ্গদর্শন বাঙ্গলা নবেল রচনার গুণপনা প্রদর্শন কর্‌ছেন ; ওদিকে পেট্রীয়ট্ জমিদারদের নিয়ে ব্যস্ত, ন্যাশানেল্ পেপার্ হিঁদুয়ানি নিয়ে বিব্রত, মিরার্ আপ-নার মুখ আপনি দেখে আহ্লাদে আর বাঁচেন না, বেঙ্গলি ত বেঙ্গলিই, কৃষ্টান্ হেরাল্ড ভজাবার চেষ্টায় আছেন, উর্দু গাইড্ তবু যা হোক নেড়ে ভায়াদের মুখ রক্ষা করেছেন, ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া——

নন্দ। আরে কি হে ভট্‌চায্, তুমি যে দেখ্‌ছি এডিটার-দের কুলজী গাইতে বস্‌লে। শুক্‌ মুখে এত বোক্‌তেও পার! কুমার, ভট্‌চায্ যে বক্তৃতা করেছে, তাতে ওর হেল্‌থ পান করা উচিত। চাকরটাকে ডাক।

কুমা। না ভাই, বাবা এখন বাড়ীর ভিতর যান্ নাই, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? রাত ত বেশী হয় নাই।

নন্দ। ততক্ষণ আমাদের চুপি চুপি চলুগ না—কি বল ভট্‌চায্? তিনি কোথায় এক কোণে পোড়ে বামুণদের সঙ্গে অশ্লেষা মঘা কর্‌তে লেগেছেন, টের পাবেন্ না।

কুমা। তোমরা ত কেমন চুপি চুপির পাত্র! এদিকেও সুরু, ও দিকেও লেজে গোবরে—রামা, ডিক্যাণ্টারগুল বের্ কর্।

নন্দ। ও কথাটি বাবু আমাকে বল্‌বার যো নাই, এসব শেয়ানা ছেলে, ওজনের বাহিরে যাইনে। রামা ঢাল্‌না, বাবুর মুখ

পানে চাচ্চিস্ কি? (সকলের মদ্যপান। ডিক্যাণ্টারদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! কি মোহিনীরূপ দেখ দেখি, আ মরে যাই! এ নহিলে কি টেবিল্ মানায়, কি চমৎকার শোভা হয়েছে! সাদার কোলে গোলাপী, যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী!

ভট্ট। তুমি যে সুধু রূপ দেখেই ভুলে গেলে, ভোগে টানা-টানি তা দেখেছ?

নন্দ। আরে আগে থাক্‌তে দোমে যাও কেন, চালাওনা, ক্লারেণ্ট্টা কত বড়। (সকলের মদ্যপান।)

ভট্ট। আ পোড়া কপাল! তাই বুঝি ঠাউরে বসে আছ? সে গুড়ে বালী, উনি বাপের ভাতে—ক্যাসের নামে ও দফা।

কুমা। (সহাস্যে) নন্দবাবু, ভট্চাযের কথা শুন্‌লে? আরে মূর্খ, নগত দাম দিয়ে যদি সব জিনিস কিন্‌তে হ'ত, তা হলে কি আর আমরা মানুষ হতে পার্‌তেম? এ সব পলিসি চাই।

ভট্ট। পলিসি আর ছাই, সুঁড়িদের দেউলে কর্‌বার যোগাড়ে আছ আর কি; ওরা বড় মানুষদের কাছেই জব্দ, টাকার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, হুকুম কর্‌লেই দেদার আসে।

কুমা। তেমন কাঁচা ছেলে পাও নাই, তারা তাগাদা কর্‌লে বাবা টের পাবেন না? তবে আর লেখা পড়া শিখ্‌লেম কি? আমাদের সোসাইটী যত ইম্প্রুভ্ (improve) হচ্ছে, কন্‌ভি-নিয়েন্সও (convenience) তত বাড়্ছে।

নন্দ। এ দিকে তুমিও খুব শেয়ানি খেল্‌ছ, ফুকবার ভয়ে বুঝি সরু ধার কাট্‌ছ?

কুমা। ফুকবে কি? এ সাপ্লাই (supply) ফুরবার নয়।

(সকলের মদ্যপান।) রামা, পোর্টফোলিওটা দে। ভট্‌চায্‌, এখন কি আর ভদ্রলোকে কেউ শুঁড়ির দোকানে যায়। Times are much improved. (রামার লিখিবার সরঞ্জম দেওন ও কুমার কৃষ্ণের পত্র লিখন।)

ভট্ট। (মদ্যপান করিয়া) কুমার, এদিকে দেখেছ, আর এক ডোজ্‌ বৈ নাই। (কুমারের লেখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ও কি কর্‌ছ? এই বুঝি তোমার গৃহস্থালি করবার সময়?

নন্দ। হাঁ—এইরূপ গৃহস্থালি কর্‌লেই নীলকণ্ঠ বাবুর ঘরে আর টাকা রাখ্‌বার জায়গা থাকবে না।

ভট্ট। কুইনাইন্‌ মিক্সচর্‌ কেন? বাড়ীতে কাহার জ্বর হয়েছে না কি? তোমার যে ডাক্তারিও এসে দেখ্‌ছি।

নন্দ। তায় বেশ, সকল গুণই আছে,

Jack of all trades, master of none,
কুমার আমাদের তাই—বাঁচ্‌লে হয় এ son.

ভট্ট। এখন আমাদের যে নাড়ি ছাড়ে, তার উপায় কর।

কুমা। এই যে উপায় হচ্ছে। রামা, দরয়ান্‌কে বল্‌, এই ওষুধটো বিনোদ বাবুর ডাক্তারখানা থেকে চট্‌করে আনে, দেরি করে না যেন, জল্‌দি।

[রামার পত্র লইয়া প্রস্থান।

ভট্ট। নন্দবাবু এসো, (মদের গেলাস প্রদান) এই শেষ ডোজ্‌, (dose) তারিয়ে খেও। (মদ্যপান।)

কুমা। নন্দবাবু এক্সকিউজ্‌ মি, (excuse me) ততক্ষণ একটা গান গাওনা ভাই।

নন্দ। তার ভাবনা কি—আচ্ছা একটা বাঁরওঙা গাই, (গীত।)

কুমা। Excellent, নন্দবাবুর গলাটি অতি চমৎকার!

নেপথ্যে। চাই—ব—রফ—

কুমা। নন্দবাবু বরফ খাবে, ডাক্‌ব ?

নন্দ। ডাক—মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

ভট্ট। (কুমারের প্রতি) আর দেখেছ, নন্দ বাবু আমাদের শেয়ানা ছেলে, ওজনের বাহিরে যান্‌না।

নন্দ। "Good wine is a good familiar creature, if it be well used." বাবা, শাণে চড়ালেই হয় না, ধাত্‌ রাখা চাই—

(বরফওয়ালার প্রবেশ।)

কেও, তুমি বরফওলা? আচ্ছা, একটা মদের কুল্‌পি দাও দেখি।

বরফ। আজ্ঞে—মদের কুল্‌পি! তাও কখন হয়ে থাকে—সে জম্বে কেন ?

নন্দ। Nonsense—জমালেই জমে—বাবা patience চাই,

"What wound did ever heal, but by degrees."

ভট্ট। আচ্ছা, মদের কুল্‌পি না থাকে খালি মদ আছে ?

বর। আজ্ঞে আমরা ত মদ বেচিনে, আমরা সুধু বরফই বেচি।

ভট্ট। গা জুড়িয়ে গেল আর কি—"আমরা ত মদ বেচিনে"—কেন বেচনা? দিব্বি দেওয়া আছে নাকি? নেবু খাইয়ে নেশা টুকু ছোটাবার যোগাড়ে আছ বুঝি—তুমি সরে পড়, বোঝা গেছে।

[বরফওয়ালার প্রস্থান।

কুমা। হ্যাঁ ভট্‌চায্‌? আগে সেই যে শোনাছিল, রাত্তিরে মদ ফিরি করে বেচ্‌তো, তারা সব কোথায় গেল ?

ভট্ট। সেই 'হরিবোল' আর 'হাত্তড়ি'? আ দশা—তারা থাক্‌লে ভাব্‌না ছিল কি—তাড়াহুড়োর চোটে হরিবোল এখন

শবের সাথী হয়েছেন, আর হাতুড়ি সেক্‌রার দোকানে ঠুক্ ঠুক্ কর্‌ছেন।

(রামার শিশি-হস্তে প্রবেশ।)

কুমা। (সাহ্লাদে) এই এসেছে—এত দেরি হ'ল কেন রে? ভট্‌চায্‌, ফিরে গণ্ডুস কর—

ভট্ট। (সকৌতুকে) কি ও বাবা? সেই কুইনাইন্ মিক্সচার ত?

কুমা। পোসাক দেখেই ভোল কেন, লোকটার সঙ্গে আলাপ করেই দেখ না। (শিশি হইতে গেলাসে ঢালিয়া) এই চেকে দেখ।

ভট্ট। (আস্বাদন লইয়া) তাই ত, কর্ত্তাইত বটে; কিন্তু ভাই বড় খেলো মাল, ডিস্পেন্সারি থেকে আনালে বুঝি?

কুমা। বিলক্ষণ! ও যে একশ্ব নম্বর টু——

ভট্ট। একশ্ব হলে হয় কি, সুঁড়ি ভায়ারা যে এখানে আবার খুলে একুশা করেন।

(ভবানী বাবুর প্রবেশ।)

কুমা। ইস্! কি ভাগ্য! পথ ভুলে নাকি? (হস্তস্পর্শ করিয়া) বিনোদ ডাক্তারকে পেয়ে আমাদের ভুলেগেছেন বুঝি?

ভট্ট। কেও ভবানী বাবু? গন্ধে গন্ধে নাকি? (মদের গেলাস প্রদান।)

ভবা। প্রায় বটে। (মদ্যপান করিয়া) আমি ভাই দোয়ে-হাটায় ছিলেম, তোমাদের বারো আউন্সের চিটি যখন গেল, তখন আমি ডাক্তারখানায় বসে।

ভট্ট। কুমার বাবু, Bravo! আচ্ছা ফিকির করেছ ভাই! কি সর্ব্বনাশ! পুকুর চুরি! লিখ্‌লে ওষুধ এলো মদ! বা কি মজা!

বড় মানুষের ছেলেগুল আর কেউ সোঁদা থাকবে না—আমাদেরই পোয়া বারো।

কুমা। (সগর্ব্বে) কেমন পন্থা বল? ধর‍্তে ছুঁতে নাই। টাকা চাইনে, পয়সা চাইনে, কেবল এক কলম কালীর ওয়াস্তা। বাবা টের পান্‌না, ওষুধের বিলের সামিল চলে যায়, শুঁড়ির খোসামোদ নাই, যে আনে সে পর্য্যন্ত টের পায় না।

ভবা। কেন, ভট্‌চায্‌ কি এ সন্ধান এত দিন জান্‌তে না? আমাকেও ত ঐরূপ কর‍্তে হয়।

ভট্ট। কেন, তোমাকে ওরূপ কর‍্তে হয় কেন? তোমাকে ত আর বাপ্‌কে ফাঁকি দিতে হয় না?

ভবা। তার জন্যে নয়, মদের রসিদে নালিশ চলে না বোলে ডিস্পেন্‌সারিওলারা কোন ওষুধ বা এসেন্সের নাম রসিদে লিখিয়ে নেয়।

ভট্ট। বটে! তবে ওটা উভয়ত?

নন্দ। হ্যাঁ বাবা, *vice versâ.*

The debtor as well as the creditor is equally benefited.

"It blesses him that takes, and him that gives."

ভট্ট। নন্দ বাবু, এক গেলাস শ্যাম্‌পেন্‌ খাবে?

নন্দ। না বাবা—"*Cham*pagne often causes real pain."

ভবা। বাপ্‌রে, তবে কাজ নাই।—এক জায়গায় যাবে? বড় গ্র্যাণ্ড পার্‌টী, মন্মথ ডাক্তার সস্ত্রীক।

নন্দ। সস্ত্রীক! তবু ভাল, আমি বলি বুঝি শাস্ত্রীক।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বাবুর ডাক্তারখানা।

(বিনোদ রোগী দেখিতেছেন ও হরিশ দণ্ডায়মান।)

বিনো। (প্রথম রোগীর চক্ষু দেখিয়া) তোমার যে ডান্ চোক্‌টা উঠেছে,—খুব সাবধানে থেক, রোদ্রে বড় বেরিওনা। (৩০গ্রেন ফট্‌কিরি আর ১২ আউন্স জল লিখিয়া প্রেস্কৃপ্সন্‌খানি কম্পাউণ্ডারের হস্তে দেওন) এই আরক্‌টা নিয়ে যাও, সকালে আর বৈকালে দু ফোঁটা করে চোকে দিও, দিন দুত্তিন দিলেই আরাম হয়ে যাবে; যাও ঐ দিকে ওষুধ নাও গে, ১॥০ টাকা দাম লাগ্‌বে।

হরিশ। এই দিকে এসো, দাম এনেছ?

প্র. রোগী। আজ্ঞে—দামটা কিছু কম্‌জম্ হবে না, একটু চোকের ওষুধের এত দাম?

হরি। তুমি কোথাকার লোক হে? একি শাক মাছ পেয়েছ? দেখ্‌ছ ডাক্তারখানা, এ সব সাহেবি কাণ্ড, মার্‌কা মারা দর; তুমি গরিব বলে বাবু বরং এক টাকা ছেড়ে দেছেন, ২॥০ টাকার কম কোন ডাক্তারখানায় দেবে না, এ সব বড় দামি ওষুধ। (স্বগত) দাম ত হতেই পারে, সিকি পয়সার ফট্‌কিরি আর আময়দা কলের জল।

বিনো। বেহারা তামাকু লাও। (দ্বিতীয় রোগীর প্রতি) কেমন গো, তোমার ব্যথাটা কেমন?

দ্বি. রোগী। হ্যাঁ বাবা, তোমার কল্যাণে একটু কমেছে।

বিনো। আচ্ছা যাও, সেই কালকের ওষুধ খেও। (বেহারা আসিয়া হুকা দেওন।)

[দ্বিতীয় রোগীর প্রস্থান।

দেখো বেহারা, যো সব আদ্‌মি দাওয়াই লেনেকো আতা হায়, ওন্ লোক্‌কো এক এক ছিলাম তামাকু দিও—বুঝা?

বেহারা। যো হুকুম, গোলাম ত দেতা হায়।

(প্রথম রোগীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্র. রোগী। হ্যাঁ গা ডাক্তার মশাই, এত বড় শিশির ওষুধ কি আমার?

বিনো। হাঁ, ঐ দু ফোঁটা করে দিন দুচ্চার চোকে দাও গে, সেরে যাবে।

প্র. রোগী। আজ্ঞে, তবে এতখানি ওষুধ নিয়ে আমি কি কর্‌বো? এ যে আমার সাত পুরুষের চোকে দিলেও ফুরুবে না। মশাই, তুমি এ কমিয়ে আমায় আনা চেরেকের মত করে দাও।

বিনো। (সরোষে) যা পেয়েছ নে যাওনা, দেক্ কর কেন? তুমি কি আমার চেয়ে বোঝো?

[প্রথম রোগীর প্রস্থান।

তৃ. রোগী। আজ্ঞে, আমাকে একবার দেখুন দেখি, পুরাতন জ্বরে আজ ছ মাস কষ্ট পাচ্ছি, পিলেটাও মস্ত হয়েছে।

বিনো। (পরীক্ষা করিয়া) তাইত, ব্যারামটি যে বিলক্ষণ বাড়িয়ে ফেলেছ, তুমি ভদ্রলোক দেখ্‌ছি, এত দিন কি কর্‌ছিলে? এখানে এলেইত পার্‌তে। (প্রেস্কৃপ্সন্ লিখিয়া) এই নাও, দু টাকা দাম, ঐ দিকে ওষুধ নাওগে।

তৃ. রোগী। (কাগজ হস্তে লইয়া) আজ্ঞে, আমার বড়

দাম লাগবে না, আমার মনিবের ড্রাগিষ্ট্ হলে একাউন্ট্ আছে, সেইখান থেকে অম্‌নি আনাতে পার্‌ব।

বিনো। (সক্রোধে) তবে এখানে কি ঠাট্টা কর্‌তে এসেছ? (প্রেস্ক্রিপ্‌সন্‌খানি রোগীর হস্ত হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলন) তোমার সেই মনিবের কাছে ওষুধের ব্যবস্থা করে নাও গে। তোমাদের একটু আক্কেল নাই? এখান থেকে যদি ওষুধ না নেবে তবে কেন লোক্‌কে নাহক ত্যাক্ত কর্‌তে এসো?

ভৃ. রোগী! কি ভোগ! কাগজখানা সচ্ছন্দে ছিঁড়ে ফেল্লেন! এর্‌ই নাম বুঝি অমনি দেখা? আচ্ছা ফন্ বটে!

[প্রস্থান।

বিনো। এখনকার কালে সকলেই শেয়ানা হয়ে পড়েছে। হরিশ, কাল রাত্তিরে একখানা প্রেস্ক্রিপ্‌সনে কেমন দাম লিখে দিয়েছিলেম?—নেহাত অন্যায় হয় নাই বোধ হয়, আমাদের যেমন রাত্তিরে ডবল্ ভিজিট্, ওষুদেরও তেমনি ডবল্ দাম—কি বল?

হরি। (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে কাল রাত্তিরে প্রেস্ক্রিপ্‌সান্? কৈ না—কেউ ত আসে নাই, যা কেবল মদ ক টাকার বেচে ছিলেম।

বিনো। সে কি হে! পাও নাই, বল কি? এত করে ঠিকানা বলে দিলেম, ডাক্তারখানার নাম প্রেস্ক্রিপ্‌সানের উপর লিখে পর্য্যন্ত দিলেম, এতেও এল না! এ ত বড় মুস্কিলের কথা হ'ল, সব প্রেস্ক্রিপ্‌সন্ যদি পথে মারা যাবে তবে ডাক্তারখানা চলে কেমন করে। হরিশ, এর উপায় কি বল দেখি? আমার নিজের প্রেস্ক্রিপ্‌সন্‌গুল সব যদি আসে তা হলেই আমি আর কিছু চাই নে, দামে পুষিয়ে—

(কাগজ-হস্তে এক খরিদারের প্রবেশ।)

কৈ দেখি—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) দাম ২৷৷০ টাকা পড়্‌বে।

প্র. খরিদার। যে আজ্ঞে, দিন।

বিনো। আচ্ছা, ঐ বেঞ্চিতে বসোগে দিচ্ছে—হরিশ এই ওষুধটা দাও।

হরি। (প্রেস্ক্রিপ্সন্ কিঞ্চিৎ কাল পাঠ করিয়া) আজ্ঞে, দেব কি, লাইকার্ ইষ্ট্রিক্নাইন্‌টে নাই।

বিনো। আঃ! তুমিও যেমন, কতটা লিখেছে দেখি, (কাগজ দেখিয়া) বিশ ফোঁটা বৈত নয়, তার জন্যে আর ভাব্‌চ কি? ওটা না দিলে কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না, ওর রংও নাই, গন্ধও নাই। আড়াইটে টাকা কি ছেড়ে দেওয়া যায়—আর ফিরিয়ে দেওয়াতেও অপযশ আছে।

হরি। তা আপনি যেমন বলেন। (স্বগত) বলুন না টাকা কটা নিয়ে, ওর গালে ছুট চড় মেরে বিদায় করে দেই।

বিনো। কিছু চিন্তা নেই তুমি দাওগে। এ ওষুধ খেয়ে রোগের উপশম না হলে লোকে সেই ডাক্তারকেই দুষ্‌বে, তায় আমার ত বড় ক্ষতি। সে যাহোক, প্রেস্ক্রিপ্সন্‌গুল যে সব পথে মারা যেতে লাগ্‌ল তার উপায় কি? (ক্ষণেক চিন্তা) আচ্ছা, প্রেস্ক্রিপ্সন্‌গুলকে চিটির মত করে এঁটে, উপরে আমাদের ডাক্তারখানার নাম লিখে দিলে কি রকম হয়? তাহলে ত আর কেউ খুল্‌তে পার্‌বে না। এই এক রকম হতে পারে, আরও এক রকম হয়—ওষুধের সব সাঁট করতে পার্‌লে সে এক রকম মন্দ হয় না, তাহলে সে সব ওষুধ আমরা ভিন্ন আর কেউ দিতে পার্‌বে না; সেই সব চেয়ে সরেস্।

(কাগজ-হস্তে দ্বিতীয় খরিদারের প্রবেশ।)

দ্বি. খরিদার। বাবু সাহেব, এ ঢোল বাবু কা ডাক্তারখানা হায়?

বিনো। হাঁ, ইধার্ আও, এই হায়, দেখো। (প্রেস্কৃপ্সন্ লওন) তোম্ মহেন্দ্র বাবুকা পাস্‌সে আতা? আ... ও চৌকি পর্ যা কে বৈঠো, দাওয়াই দেতা হায়।

দ্বি. খরিদার। (সন্দিগ্ধচিত্তে) কেয়সা হুয়া! বাবু কহঃ দিহিন্ থে, কে দরয়াজা পর্ এক মুরাদ দেখ্‌নেমে আওয়েগা, মুরাদ ইহাঁ নেহি দেখ্‌তেহেঁ।

বিনো। কিয়া বোল্‌তা, মুরাদ নেহি দেখ্‌তা? হিঁয়া এক মুরাদ বরাবর রয়্‌তা, লেকেন্ টুট্ গিয়া, ইস্‌য়াস্তে মেরামত্‌মে ভেজ্ দিয়া; তোম ভাব্‌তা হায় কিয়া, মজামে দাওয়াই লে যাও— দাম সাড়ে তিন রোপেয়া লায়া? দেও, (মূল্য লইয়া) উধার্ যাকে বৈঠো। হরিশ, একবার এই দিকে এসো—

(হরিশের প্রবেশ।)

সে লোকটাকে বিদেয় করে দিলে?

হরি। আজ্ঞে হাঁ।

বিনো। দেখ হরিশ, এই ওষুধটা খুব চট্‌পট্ দিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দাওগে। (প্রেস্কৃপ্সন্ দেওন) এখানে ভুলে এসে পড়েছে—ছাড়া কর্ত্তব্য নয়—কি বল?

হরি। আজ্ঞে তা কি ছাড়া যায়?

[প্রেস্কৃপ্সন্ লইয়া প্রস্থান।

বিনো। কি সর্ব্বনাশ! এক টাকার জায়গায় সাড়ে তিন টাকা দাম লিখে দিয়েছে! তাই ত, আমাকেও যে বাড়িয়েছে দেখ্‌ছি। রেগুলার (regular) ডাকাতি! কিন্তু ভোগে এলনা, চোরের ধন বাট্‌পাড়ে নিলে। আমারও প্রেস্কৃপ্সন্ ত এই রকমে মারা যায়—এর বিহিত না করতে পার্‌লে ডাক্তারখানা চালান ভার হবে দেখ্‌ছি। পূর্ব্বে কেমন সুখ ছিল, যে ডাক্তার তার ডাক্তার-

খানা ভিন্ন অন্য জায়গা থেকে ওষুধ নিতে লোকের ভক্তি হ'ত না; এখন সব লোক শেয়ানা হয়ে পড়েছে, যার যেখানে সুবিধে, নিকট হয়, দামে কম পায়, সে সেইখান থেকেই নেয়। বেয়ারা, জমাদারকো বোলায় দেও।

(দ্বারবানের প্রবেশ।)

দ্বারবান। (সেলাম করিয়া) হাজের্ খোদাবন্দ্।

বিনো। দেখো জমাদার, তোম্ সড়ক্‌পর নজর রাখিও, দাওয়াইকা খরিদার দেখ্‌নেসে ওন্ লোককো বোলায় লিও।

দ্বারবান। বান্দাকো মালুম্ কিস্তরফ্‌সে হোগা?

বিনো। কাহে? হাত পর দাওয়াইকো কাগজ দেখোগে।

দ্বারবান। যো হুকুম। (সেলাম করিয়া, স্বগত) দালালিকা কুচ্ দস্তুরি মিলে তব্‌তো-ও।

[প্রস্থান।

(হরিশের প্রবেশ।)

বিনো। দিলে তারে বিদায় করে?

হরি। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু লোকটা সন্দেহ ক্রমে পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করেছে।

বিনো। চুলোয় যাক—কিন্তু হরিশ, বলছিলেম কি, এই রূপে ত আমারও প্রেস্কৃপ্সন্ সব মারা যায়, এর উপায় কি?

হরি। আজ্ঞে তাই ত, এ যে বড় মুস্কিলের কথা।

বিনো। আচ্ছা, আমি একটা রকম পন্থা ঠাউরেছি, তা কর্‌লে কেমন হয়? নগদ প্রেস্কৃপ্সন্ যা হবে, একখানা এন্‌ভেলাপের ভিতর পুরে, মুখ এঁটে, আমাদের ডাক্তারখানার নাম উপরে লিখে দিলে হয় না? তা হলে চিটি মনে করে বোধ হয় কেউ তা খুল্‌তে পার্‌বে না।

হরি। তা কর্‌লে হয়—কিন্তু লোকে বোধ হয় নিন্দে কর্‌বে।

বিনো। বয়েই গেল—ব্যবসাতে অত চক্ষু লজ্জা কর্‌তে গেলে চলে না। আচ্ছা, আরও একটা রকম বলি, ওষুধের সব সাঁট কর্‌লে হয় না? প্রেস্কৃপ্‌সানে প্রত্যেক ওষুধের নাম না লিখে, 'আমার ওমুক আরক', 'আমার ওমুক পুরিয়া', এ রকম লিখলে হয় না? যেমন মনে কর, My Quinine Mixture, My Fever Mixture, My Gonorrhœa Mixture; এর প্রত্যেকের ওষুধ আর ভাগ তোমার জানা থাক্‌বে, তা হলে সে সব প্রেস্কৃপ্‌সন্‌ ত আর কেউ দিতে পার্‌বে না।

হরি। তা হতে পারে, কিন্তু তা হলে রোগ বিশেষে ওষুধের ফের্‌ফার্‌ করা ত চলবে না; জ্বর স্বত্ত্বে যার উদরাময় আছে, তারও যে ফিবর্‌ মিক্‌শ্চর্‌ (Fever Mixture) আর যার কোষ্ঠ শুদ্ধ হয় না, তাকেও সেই ওষুধ দিতে হবে; যার জ্বরের সঙ্গে কাশি আছে, তাকেও যে ওষুধ, যার কাশি নাই, তাকেও ত সেই ওষুধ দিতে হবে। আজ্ঞে না, সেটা কর্‌বেন না, তাতে আপনার চিকিৎসার অপযশ হবে, চট্‌পট্‌ আরাম না কর্‌তে পার্‌লে লোকে ডাক্‌বে কেন।

বিনো। বিলক্ষণ, তুমি যে উল্‌টো বুঝলে; রোগ সার্‌তে বিলম্ব হয় সে ত আমাদের পক্ষেই ভাল। ওষুধের দোষে হচ্ছে, কি রোগের স্বধর্ম্মে হচ্ছে, তা বোঝা বড় শক্ত; বিশেষতঃ খোট্টা-মহলে আর স্ত্রীলোকদের কাছে, যা কর তাই সাজে, তাদের যা বোঝাও তারা তাই বোঝে; ছোট্ লোকেরা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, তাদের ভোগা দেওয়া বড় সহজ; নিয়ে দিয়ে যারা ইংরিজি জানে, তা অত ভয় কর্‌তে গেলে কোন কর্ম্মই করা হয় না।

হরি। ইংরিজি জানা লোকই ত এখন অধিকাংশ, তাদের না ভয় কর্‌লে, কাদের নিয়ে চিকিৎসা কর্‌বেন?

বিনো। তাও বটে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তা না হয় আর এক কর্ম্ম করা যাবে—ইংরিজির বদলে ল্যাটিন্ ঝাড়্‌ব, My Quinine Mixture না লিখে *Mist Quinæ* লিখব, My Fever Mixture না লিখে, *Mist Febris* লিখব, তা হলে ত আর কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না। কেমন, এ হলে হবে ত?

(এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

ব্যক্তি। বাবু, এক জায়গায় যেতে হবে যে গা।

বিনো। (সকৌতুকে) কোথায়? কাদের বাড়ী? কি হয়েছে?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, এই নিকটেই, আমাদের পাড়ায় একটি লোকের বাজার-ভাও হয়েছে, বড় গরিব, যদি একবার কৃপা করে পায়ের ধূল দেন।

বিনো। (স্বগত) আঃ, এত বেগারও এসে যোটে! ইনি কে, না কেলাস্ ফ্রেণ্ড; এঁরা কি, না পাড়ার লোক পসার করে দেবেন; ইনি কুটুম্ব; উনি গরিব—ঐ কর্ম্মই করে বেড়াই। (প্রকাশ্যে) তাই ত হে, আমি এখন যেতে পার্‌ছি কৈ, আমার এখনও অনেক বরাত রয়েছে; পাকপাড়া রাজাদের বাড়ী হয়ে যাব কাশিপুর, সেখান থেকে আস্‌ব ঠাকুরদের বাড়ী, তার পর বড়বাজার হয়ে যাব ইটিলি, সেখান থেকে ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়ী সেরে, তবে বাড়ী আস্‌ব—তোমার ওখানে যাই কখন বল? আবার বল্‌ছ গরিব কিছু দিতে থুতে পার্‌বে না।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, অনুগ্রহ করে একটিবার গেলে কিন্তু লোক্‌টা প্রাণদান পেতে পারুত।

বিনো। ঐ যে বল্লেম হে, সুবিধে হচ্ছে কৈ। আচ্ছা, তুমি আর এক সময় এসো দেখা যাবে।

[ব্যক্তির প্রস্থান।

হরি। গেলেন না কেন? তবু ওষুধের দামটাও ত হ'ত।

বিনো। হাঁ, ও আবার ওষুধের দাম দেবে, তা হলে কি আমি ছাড়ি।

হরি। তবে আপদ গেছে। সাঁটের কথা যা বলছিলেন—আমি আর একটা উপায় বলি দেখুন দেখি কেমন হয়। গোটা-কতক ওষুধের নাম একেবারে বদ্‌লে ফেল্লে হয় না?

বিনো। বেশ বলেছ হরিশ, এ বড় জবর পন্থা বলেছ—দেখ, তা হলে কুইনাইনের নামটা আগে বদলাতে হবে, ঐটেই সর্ব্বদা লিখ্‌তে হয়। কি নাম দেওয়া যায় বল দেখি? (উভয়ের চিন্তা) আচ্ছা পাল্‌ভ আল্‌বাই (*Pulv Albi*) বল্লে হয় না? শুন্‌তেও বেশ, অথচ সাদা গুঁড়ও বটে। সেই ভাল, কুইনাইনের বদলে আমি *Pulv Albi* লিখব, অন্যে কেউ হাতড়ে পাবে না। (ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ইস্ বেলা ঢের হয়েছে, বাড়ী যাওয়া যাক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলকণ্ঠ বাবুর অন্দর মহল।

(হেমলতা শয্যাগতা, রেবতী আসীনা।)

রেবতী। (বাতাস করিতে করিতে) বাছা, অত অস্থির হলে কি চলে। পোড়া ডাক্তারও তেমনি, ডাক্‌তে গেছে ত এখন

না—উঁার আর ধার্ হয় না, কর্ত্তার যেমন রঙ্গ, সহরে আর ডাক্তার পান্‌নি।

(নলিনী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কেও নলিনী? আয় মা আয়—বৌমা, তুমি পোআতি-মানুষ আবার কেন কষ্ট করে এসেছ।

নলিনী। এই ত কটি দিন বেশ ছিল গা—কালও ত রাত্তির ছ্যঘড়ী পর্য্যন্ত আমাদের ওখানে গল্প গুজব কর্‌লে, এর মধ্যে আবার কখন ব্যথা ধর্‌লো?

রেব। বাছা, ওর কথা আর বলো না, এমন অদেষ্টও করে এসেছিল, যে দশ দিনের তরে সুস্থ নয়, বার মাসই হিরি হিরি পিরি পিরি। সকালে বল্লে, মা আজ একটু খিচুড়ি রাঁদিস ত খাই, তা বলি মরুগ্‌গে, খেতে চেয়েছে দেব এখন রেঁদে, এর মধ্যে কোথা থেকে এসে এমনি ব্যথা ধর্‌লো; যে বাড়ী সুদ্ধ লোক্‌কে পাগল করে দিলে, কর্ত্তার পর্য্যন্ত খাওয়া হ'ল না। এমন বিধ্‌-খুটে রোগও কোথাও দেখিনি, ঘড়ীক্‌কে যেন ঘোঁড়া ছোটে।

(রামার প্রবেশ।)

রামা। মা ঠাকুরুণ্‌রা সব সরুন, ডাক্তার বাবু আসছেন।

[প্রস্থান।

রেব। বার্ হয়েছে, তবু ভাল। বৌমা, তোমরা ও ঘরে যাও। (নলিনী ও কাদম্বিনীর অন্তরালে অবস্থান।)

(মন্মথ ডাক্তারের প্রবেশ।)

এত দেরি কি কর্‌তে হয় গা? সকাল থেকে মেয়েটা সারা হয়ে গেল। এক বার ভাল করে দেখ দেখি, আরাম কর্‌তে কি পার্‌বে? না হয় ত বল, আমি কব্‌রেজ দেখাই।

মন্ম। কেন, হয়েছে কি? আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? (রোগীর হস্ত দেখিয়া) কেন বেশ আছেন ত, ব্যথাও এবার অনেক দিন পরে হয়েছে—এ সব কি তাড়াতাড়ির কর্ম্ম।

রেব। এত দিন দেখ্‌ছ বাবু তবু তাড়াতাড়ি, ভালর ত কিছুই দেখিনি, যেমন ব্যথা তেম্‌নি অরুচি, দুনিয়ার কোন সামগ্রী ত মুখে করে না, ভাতে কেবল নাম মাত্র এক বার বসে।

মন্ম। (হেমলতার প্রতি) ব্যথাটা কখন ধরেছে? এ বারে কিছু কম্ বোধ হচ্ছে না? ব্যথাটা ঠিক কি রকম আমায় ভাল করে বল দেখি। পেটের ভিতর কি ডেলা পাকিয়ে ওঠে, না টেনে টেনে ধরে? টিপ্‌লে কি লাগে, না আরাম বোধ হয়?

হেম। কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে, আর বুকের কাছে সেঁটে ধরে।

মন্ম। হুঁ—(ক্ষণৈক চিন্তা করিয়া) এক বার যে পেট্‌টা দেখ্‌তে হবে—চিত হয়ে শোও দেখি। (হেমলতার চিত হইয়া শয়ন ও মন্মথের পরীক্ষা) পেট অত শক্ত কর না—এখানে কি বেদনা বোধ হয়? (স্বগত) পেট টিপে ত ব্যথার সবই বুঝব। (প্রকাশ্যে) এই স্থানটা কিছু শক্ত, বোধ হয় ব্যথাটা এইখান থেকেই ওঠে।

হেম। (বিরক্ত ভাবে) অত টেপেন কেন, লাগে যে— হয়েছে আর দেখ্‌তে হবে না। (পাশ ফিরিয়া শয়ন।)

মন্ম। পাশ ফির্‌লে হবে কেন? এখন হয় নাই, বুক্‌টাও যে একবার একজামিন্ কর্‌তে হবে।

হেম। আর দেখ্‌তে হবে না, আমার বুকে ত কিছু হয় নি, (সকাতরে) উহু হু গেলুম, মা বাতাস কর না।

মন্ম। এই না বল্লে বুকের কাছে সেঁটে ধরে? এ সব ভাল

করে না দেখ্‌লে হবে কেন? আমরা ত আর পরমেশ্বর নই, মন্তরও জানিনে, যে ফুঁ দিয়ে আরাম করে দেব। এই দিকে ফের, লজ্জা কর্‌লে কি চলে।

রেব। ও আবার কি? উনি যা বলেন শোন না, ওঁদের কাছে লজ্জা কি, মা? লক্ষ্মী মা আমার, ওঁর দিকে ফের, একবার দেখুন, না দেখ্‌লে হবে কেন, বাছা? (হেমলতার ফিরিয়া শয়ন।)

মন্ম। (অঙ্গুলির দ্বারা বুকে আঘাত করিয়া) আমি যে ঘা দিলেম তাতে কোন জায়গায় বেদনা বোধ হ'ল কি? (স্বগত) Angelic! (বক্ষঃস্থলে যন্ত্র দিয়া কর্ণপাত) একটু জোরে নিশ্বাস নাও। (স্বগত) চেষ্ট্‌ (chest) একজামিন্‌ করে ত উল্‌টে গেলেম, আর বুকে ত পেট ব্যথার সকল চিহ্নই আছে! (পার্শ্ব গৃহে হঠাৎ নলিনীকে দেখিতে পাইয়া, সচকিতে) তাই ত, ইনি আবার কে? এদের যে সকলেই সুন্দরী দেখ্‌তে পাই। কি চমৎকার মুখের ভাব! Beautiful eyes! (নলিনীর প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত।)

হেম। মা ওঁকে সোরে যেতে বল, আমি আর এমন করে থাক্‌তে পারিনি। (সকাতরে) উহু হু গেলুম, ওমা পেট্‌টা টিপে ধর, গেলুম যে গা।

রেব। (পেট টিপে ধরিয়া) স্থির হ মা, স্থির হ, এই যে ডাক্তার মশাই কাছে বসে রহেছেন, এখুনি আরাম করে দেবেন এখন, ভয় কি।

মন্ম। বাইয়ের জোর্‌টা বড় প্রবল, বিশেষ এক সন্ধ্যে আতপচালের অন্ন আহার, তার উপর একাদশী, এই সকল পাঁচ রকম অনিয়মে রোগের উপশম হচ্ছে না; মোদ্দা কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, আরাম হবে, তবে কিছু বিলম্বে।

রেব। দেখা ত হয়েছে, এখন ভাল দেখে একটা ওষুধ দেও দেখি যাতে এখনি ব্যথাটা যায়।

মন্ম। ওষুধ দেবার এখনও ঢের দেরি—আগে রোগটাই ঠিক হোক্; রোগ ঠিক হলে ওষুধ দেবার ভাবনা কি—দেবা মাত্রেই আরাম। (হেমলতার প্রতি) এই দিকে ফের ত, জিবটে একবার দেখি। (হেমলতার অর্দ্ধেক ঘোমটা টানিয়া জিব দেখান) জিবটে যে বড় খারাপ। (স্বগত) ঘোমটাগুল আমাদের চিকিৎসার পক্ষে বড় ব্যাঘাত, মুখের ভাব ভঙ্গি কিছুই দেখ্‌বার যো নাই, রোগ ঠিক করাই ভার; ফিমেল্ ইমান্সিপেসন্‌টা (female emancipation) হ'লে বাঁচা যায়। (পুস্তক খুলিয়া রোগ নিরূপণ) তোমার ঘুম হয় কেমন? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ কি? স্বপ্নে ভয় পেয়ে থাক?

হেম। কে জানে অত আমার মনে নাই, ঘুম ভাল হয় না।

মন্ম। আচ্ছা, তামাসা কর্‌তে কর্‌তে, তোমার কখন রাগ উপস্থিত হয়?

হেম। কৈ না।

মন্ম। আচ্ছা, ঠাণ্ডা জল খেলে বেদনার কিছু উপশম হয়?

হেম। কৈ না।

মন্ম। আচ্ছা, তোমার বাঁ পায়ের কোড়ে আঙ্গুলটা কি সর্ব্বদা নেচে নেচে ওঠে?

হেম। কে জানে অত আমি ঠাউরে দেখিনি।

মন্ম। এ সব কথা ঠিক করে না বল্লে হবে কেন? বেশ করে ঠাউরে দেখ না। আচ্ছা, এ কথাটা বোধ হয় অনায়াসে বল্‌তে পার্‌বে—তোমার আঙ্গুলগুল্ মট্‌কালে কেমন বেশ জোরে শব্দ হয় কি?

হেম। আমি মোট্‌কে কখন দেখিনি।

মন্ম। (রেবতীর প্রতি) আপনার মনে পড়ে কি, ইনি যখন সাত মাস গর্ভে, তখন আপনি কোন দিন বিদ্যুৎ দেখে ভয় পেয়েছিলেন কি?

রেব। কে জানে বাবু, হেম আমার শেঠের কোলে এই আশ্বিনে ষোলোয় পা দেবে, এত দিনের কথা কি আমাদের মেয়ে মানুষের মনে থাকে!

মন্ম। আচ্ছা, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলে বেলা এঁরে কি জুজু দেখিয়ে দুধ খাওয়াতে হ'ত?

রেব। (মুখে কাপড় দিয়া সহাস্যে) ওমা কি হবে মা! তুমি একথা জান্‌লে কি করে? দুধ খাওয়াবার সময় এক জন চাক্‌রাণী কম্বল মুড়ি দিয়ে জুজুর মত হয়ে ভয় দেখাত বটে! (সকৌতুকে) হ্যাঁ গা, এ কথাটি কি তোমার ও বইয়ে লেখা আছে?

মন্ম। (সগর্ব্বে) আমাদের কাছে কি কোন কথা চাপা থাকবার যো আছে—আমরা চেহারা দেখ্‌লেই সব টের পাই। (হেমলতার প্রতি) আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, বেশ করে ঠাউরে এই কথাটির জবাব দাও দেখি—ঋতুকালীন তলপেটে বেদনা হয় কি?

হেম। (লজ্জাবনত মুখে, নিরুত্তর।)

মন্ম। বেশ করে ঠাউরে বল। (স্বগত) আজ আর বেশী বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।

রেব। ছেলে মানুষ, অত কথা কি ওরা মনে করে রাখ্‌তে পারে? ঐ কর্ত্তা আস্‌ছেন বুঝি।

(নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবেশ।)

মন্ম। মহাশয় বুঝি এই কুটী থেকে আস্‌ছেন?

নীল। আজ্ঞে হাঁ—আজ মেল্ ডে, সাহেবেরা কি ছাড়ে, তবু বলে কয়ে একটু সকাল সকাল এলেম—আপনি কত ক্ষণ?

মন্ম। আমি—তা হবে—প্রায় ঘণ্টা দুই। আজ ভাল করে এক্‌জামিন্ কর্‌লেম, বইয়ের সঙ্গে সিম্‌টাম্ (symptom) সব মিলিয়ে নিলেম।

নীল। ইস্, আজ তবে আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে ত?

মন্ম। আজ্ঞে তা হোক্, তাতে আর কি। (স্বগত) এমন কষ্ট ত রোজ পেলে হয়।

নীল। দেখ্‌লেন কেমন?

মন্ম। তা মন্দ নয়—ব্যথার কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—আর এক দিন পরিশ্রম কর্‌লেই ধর্‌তে পারা যাবে।

নীল। তাই যা হয় করে মশাই মেয়েটিকে তৎপর আরাম করে দিন, বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওষুধের কি রূপ ব্যবস্থা কর্‌বেন?

মন্ম। আজ আর কোন ওষুধ দেব না, কাল্ দেখে তখন যা হয় ব্যবস্থা কর্‌ব—আহারের বিষয়টা খুব ধরাকাট্ করে দেবেন। (স্বগত) আজ আর কেন, সরে পড়া যাক্। (প্রকাশ্যে) চিন্তিত হবেন না, যান, মুখ হাত ধুন্‌গে, আমিও চল্লেম।

[প্রস্থান।

নীল। কি যত্ন! এমন দেখা যায় না। (রেবতীর প্রতি) তোমরা কেবল ওষুধ ওষুধ কর, শুন্‌লে ত, কাল দেখে তবে ওষুধ দেবেন।

রেব। ও মিন্সের মাথা খেয়েছে, ওরে কেন টাকা দিয়ে লোক ডাকে, কাজে যত হোক্ না হোক্, আড়ম্বরটা খুব আছে। বই আনে কি কর্‌তে, আগে বাড়ী থেকে পড়া মুখস্ত করে আস্‌তে পারে না? সব অনাসৃষ্টি! রোগ হ'ল, ডাক্তার ডাক্‌লে, দু দিন পাঁচ দিন ওষুধ দিলে, সেরে গেল, এই ত জানি, উনি ছ মাস ধরে রোগই ঠাওরাচ্ছেন।

নীল। এঁর চিকিৎসা ঐ রকম, উনি খুব ঠাউরে ওষুধ দেন।

রেব। চিকিচ্চের পায়ে নমস্কার। সমস্ত দিনের পর মিন্সে কি করে বল্লে গা, কাল এসে ওষুধ দেব। অন্য ডাক্তার হলে, বসে থেকে আরাম করে দিয়ে চলে যেত।

[নীলকণ্ঠ বাবুর প্রস্থান।

নলি। কাকিমা, আমি বলি, তুমি পোস্তোর ঢেঁড়ি দিয়ে পেট্‌টা ফোমেণ্ট করে দাও দেখি, এখনি ব্যথা কমে যাবে এখন।

রেব। আমার মাথা আর মুণ্ডু কর্‌ব! এক দিন ফোমেণ্ট করে-ছিলুম বোলে, মিন্সে বলে বোস্‌ল কি না, আর তার ওষুধ খাট্‌বে না—তোমরা বল কি, হাড়্‌টা ভাজা ভাজা কর্‌লে।

নলি। তবে আর কি বল্‌বো। আজ আমরা আসি।

[নলিনী ও কাদম্বিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অখিল বাবুর খড়কীর পুষ্করিণী।

মঙ্গলা। (বাসন মাজিতে মাজিতে) আমাদের চেয়ে পোড়া কপালী কি আর আছে! না কখন ঠাকুর দেবতার নাম কর্‌লুম,

না বামুণ সজ্জনকে কখন একটা পয়সা দিলুম, না আপনার সংসার ধর্ম্ম কর্‌লুম, চিরকালটা পরের ছেলের গু ফেল্‌তে ফেল্‌তে, আর বকুনি খেতে খেতেই গেল! হায় রে অদেষ্ট! আর জন্মে যে কত পাপ করে ছিলুম, তাই এ জন্মে চাক্‌রানীগিরি কর্‌চি। ভাল মন্দর বিচের নেই এই বড় দুঃখু। বাড়ীতে যদি একটা জিনিস হারাল, ত আগে যেন আমাদের ধরেচে—নিলেও চোর, না নিলেও চোর। এত কাল বাজার হাট কর্‌চি, মাগীরে যদি এক দিনের তরে বল্লে, আজ ঝি বেস এনেচিস্, ঐ যে কথায় বলে,

যাবৎ জিতে, তাবৎ দুখ্,
মর্‌বার চিতে, ঘুচ্‌বে দুখ্।

তাই আমাদের—ঐ বুঝি ঠাক্‌রুণেরা আস্‌চেন।

(নলিনী ও কাদম্বিনীর দন্ত ঘসিতে ঘসিতে প্রবে‌)

নলি। হ্যাঁ লা মুঙ্গুলী, তোর কি আজ আর বাসন ম জা হবে না? এসেছিস্ তো এখন্ না।

মঙ্গ। (স্বগত) হ'ল, এই আজকের মত বকুনি সুরু হ'ল। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা পিসীমা, আমি কি বসে রয়েচি এত বাসনের ছিষ্টি বাবু কোন বাড়ীতে দেখিনি।

নলি। দেখ্ বৌ, হেমার ভাই ব্যামর আমি অন্ত পাই নি। ইদিকে ত গায়ে পায়ে বেশ, খাওয়া দাওয়াও সব চল্‌ছে, কাকিমা বলেন কি না অরুচি—মাইরি ভাই, অরুচির পায়ে নমস্কার। ও ব্যথাটা ভাই কি বল্ দেখি, আমার ত বোধ হয় ওর সব ঠাট, নারাকাতুরের শেষ, এক খানা হয় ত দশ খানা করে তোলে।

কাদ। তোমার কেমন ঐ এক কথা, ও ব্যথায় দিন রাত

কাত্‌রাচ্ছে, তুমি কি না বল্লে ঠাট। ব্যামর আবার ঠাট কি? তোমার ভাই কি রকম মন কে জানে, ছোট্ ঠাকুর্‌ঝিকে দেখ্‌লে আমার কান্না পায়।

নলি। আমি কি সাধে বলি, ওর রীতে বলি—যতক্ষণ ডাক্তার আসেনি, কি রকম কর্‌ছেল দেখি ছিলি, সে আস্‌তেই যেন সব কমে গেল।

কাদ। তা কার না? ডাক্তারকে দেখ্‌লিই লোকের যাতনা অনেক দূর হয়।

নলি। ওরে সে এক রকম। আচ্ছা বৌ, তোকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, সত্তি করে বলিস্, আমার মাথা-খাস্—ও বাড়ীর ডাক্তারটাকে দেখে তোর কিছু বোধ হয়?

কাদ। এই নাও, তুমি ভাই এক রঙ্গের মানুষ। ডাক্তারকে দেখে আবার কি বোধ হবে? কেন, বেশ্ ত স্থির হয়ে বসে, কতক্ষণ ধরে দেখ্‌লে শুন্‌লে, কত কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, আবার কি কর্‌বে?

নলি। না, তাই বল্‌ছি—বলি সকল্‌কে কি ঐ রকম করে দেখে?

কাদ। তা কি জানি ভাই, তুমিও যেখানে আমিও সেই খানে।

নলি। ছিমিটে ভাই কি বেহায়া—(গালে হাত দিয়া) কি করে পেট্ দেখালে ভাই! ঐ যে মা বল্‌তেন, শ্বশুর ঘর না কর্‌লে মেয়েগুলর লজ্জা সরম হয় না, সে ঠিক কথা ভাই, আমি হলে ত প্রাণান্তেও দেখাতেম না।

কাদ। এ ভাই তোমার অন্যায় কথা। ঠাকুর্‌ঝির তাতে দোষ কি? সেটা বরং ডাক্তারের দোষ।

নলি। তা আর একবার করে বল্‌তে। সেটা ত বদ্ লোক

টেরই পেয়েছি। মিন্সের সব ছুত, পেটে ব্যথা তা বুকে কি দেখ্‌ছেল ভাই? অর্‌গুণ নেই বর্‌গুণ আছে, আবার ইদিক উদিক চাওয়া টুকু আছে। আমাদের পানে কি রকম করে চাচ্ছেল দেখিছিলি? পোড়ার মুখ আর কি! চোকে অমনি ছিঁচ্‌কে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ত, তা হলে টের পেত।

মঙ্গলা। পিসীমা, কার কথা বল্‌চ গা?

নলি। তুই মাগী এখন নে দেখি শীগ্‌গির, এখুনি ছেলে উঠ্‌বে। কর্ত্তা আবার বল্লেন, ঐ নাকি সহরের টেক্কা ডাক্তার, মুখে আগুন ডাক্তারের! তাই বা কোন্‌ আরামই কর্‌তে পার্‌লে—

কাদ। কিন্তু যা বল ভাই, বেশ যত্ন করে দেখে।

নলি। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—অত কিছু নয়।

মঙ্গ। হ্যাঁ মা, আমাদের ও বাড়ীর পিসীমার কথা হচ্চে বুঝি গা?—হ্যাঁ গা, ছোট পিসীমার ডাক্তারটা কি বুড়?

কাদ। মাগী ভাই হাসালে। বুড় কেন হতে গেল, হ্যাঁ ঠাকুর্‌ঝি, সে কি ভাই বুড়?

নলি। বুড় কেন হতে গেল, ও মাগীর যেমন ঠাট, ডাক্তার আবার বুড় আর যুব কি লা?

মঙ্গ। না তাই জিগ্‌গুস্‌চি—আমি নাকি এক জন বুড়র কথা জানি, তা বলি সেই না তো?

নলি। তুই আবার কাকে জানিস্‌, মাগী যেন এক সং।

মঙ্গ। হ্যাঁ গো পিসীমা, বাপ্‌রে! বড় মানুষদের কথা বল্‌তে ভয় করে বাবু! (অনুচ্চৈঃস্বরে) দেখ পিসীমা, আমি যখন ও পাড়ার মজুমদারদের বাড়ী ছিলুম, তাদের বাড়ীর পাশে এক ঘর কায়েত ছিল, তারা কেবল মায়ে ঝিয়ে সেই বাড়ীতে থাক্‌ত—মাগীর কি একটা ব্যামো ছিল্‌ বাবু একজন বুড়হন ডাক্তার

রোজ আস্‌তো—এমন ডাক্তারি বাবু আমার চোদ্দ পুরুষেও কেউ কখন দেখেনি ; মিন্সের তিন কাল গেচে এক কালে ঠেকেচে, রাত নেই দিন নেই, হুট্ হুট্ করে আস্‌তো, আবার মাঝে মাঝে রাত্তিরেও থাক্‌তো ; আমরা মনে কর্‌তুম বুঝি খুব যত্ন করে দেখে শোনে, ও মা শেষ দেখি যে ডাক্তারি গড়াল।

কাদ। ডাক্তারি আবার গড়াল কি রে ?

মঙ্গ। মা যেন কিই ! পিসীমা বুঝ্‌তে পেরেচো ?

নলি। তুই মাগী, এত আষাঢ়ে গল্পও জানিস্ ।

মঙ্গ। মাইরি গো পিসীমা, তোমার দিব্বি। আমি কি তামাসা কর্‌চি। কেন, এ কথা যে দেশ রাষ্ট, বাবুদের কাচে কি তোমরা শোননি ? তোমাদের ভদ্দোর্‌ লোকের পায়ে দণ্ডবাৎ বাপু, আমাদের ছোট লোকেদের ও সব রোগ নেই।

নলি। তা হবে আটক্ কি বল। পুরুষেরা সব পারে। স্ত্রী জাতি একে ক্ষীণ, তাতে স্বামীবিহীন হলে কি আর রক্ষা আছে, যে যা মনে করে তাই কর্‌তে পারে। যা হোক, সে ডাক্তার-টার ভাই কি ধর্ম্ম ! যাদের হাতে লোকে প্রাণ সমর্পণ করে, যাদের লোকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করে, তাদের কি না এই সকল কাজ ! কি বিশ্বাসঘাতক ! কি নরাধম !

কাদ। তাই ত ভাই, মঙ্গলার কথা শুনে যে হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায় ! ডাক্তারদের এমন গুণ ! কি সর্ব্বনাশ !

নলি। বৌ, আমার ভাই মনুটার ভেতর কেমন সন্দেহ হয়েছে, ও বাড়ীর ডাক্তারটাকেও আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। কর্ত্তা ত সেই সদাশিব ত সদাশিব, অত শত বোঝেন না, কুমারটাও ত মানুষ নয় ; ডাক্তারটা সাঁজ নেই, সকাল নেই, এক্‌লাই ত বাড়ীর ভেতর আসে দেখ্‌তে পাই। না ভাই, সে

ছ

কাজের কথা নয়, তুই দাদাকে একটু টুকে দিস্, শেষ কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করে বস্‌বে।

(নেপথ্যে) ও মা—া—া আয় না, খাবার দিতে হবে না—া—া?

কাদ। আমি ভাই যাই, ননেটা বুঝি খাবারের জন্যে কাঁদ্‌ছে।

[প্রস্থান।

নলি। হ্যাঁ মঙ্গলা, এত সকালে কে ফুল গুল তুলে নিয়ে গেল রে? বামুণদের জন্যে একটা ফুল পাবার যো নেই।

[মঙ্গলার বাসন লইয়া গমনোদ্যোগ।

বাসনগুল রেখে মঙ্গলা একবার ঘাটে আসিস্।

[মঙ্গলার প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—বিডন্ ইস্কোয়ার্।

(অখিল ও নবীনমাধবের পরিভ্রমণ।)

নবীন। এতে আর দেশের উন্নতি হয়ে থাকে?

অখিল। কেন, উন্নতির আর বাকি কি?

নবী। হাঁ, ভালর দিকে যত হোক্ না হোক্, মন্দের দিকে খুব্ হচ্ছে বটে। যত সভ্যতা বাড়্ছে, তত দুষ্কর্ম্মেরও বৃদ্ধি হচ্ছে। লেখা পড়া শিখ্লে হবে কি, হিপক্রসি (hypocrisy) আর ডিজনেষ্টিতেই (dishonesty) খেয়ে দিয়েছে। সামন্য লোকেরা বরং ভাল, তাদের একটা লোকত ভয় আছে, আর ধরা পড়্লে দোষ স্বীকারও করে, কিন্তু যাঁরা বিদ্বান এবং সভ্য বলে পরিচিত, তাঁদের দোষ ধর্‌বার যো নাই, ধর্‌লেও বল্‌বার যো নাই। মূর্খ হয়ে থাকা বরং ছিল ভাল, বিদ্বান এবং সভ্য হয়ে দুষ্কর্ম্মের প্রিমিয়ম্ বেড়ে গেছে।

অখি। যা বল্লে, ছদ্মবেশই আমাদের সকল অনর্থের মূল। যারা ছদ্মবেশী তাদের বাহ্যিক অবস্থা এরূপ মার্জ্জিত, যে ভিতরের কলঙ্ক দেখা দূরে থাকুক, আছে বলে বোধ হয় না।

নবী। এ কি কম দুঃখের বিষয়! যাহাদের সকলে বিদ্বান বলে মান্য করে, সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য করে, যাহাদের উপরে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে, তাহাদের কি না এই দশা! এরা লেখা পড়ায় বল, রাজকার্য্যে বল, বাণিজ্য ব্যবসায় বল, তায়

বিলক্ষণ পটু। এদের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, নীতি, কার্য্যদক্ষতা দেখ্‌লে মনে হয় আর আমাদের ভাবনা কি; কেহ টাউন্ হালে লেক্‌চার দিচ্ছেন, কেহ লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে বিল্ ড্রাফট করছেন; কেহ social reformation নিয়ে ব্যস্ত, কেহ religion নিয়ে বিব্রত; কেহ politics নিয়ে পাগল, কেহ science নিয়ে উন্মত্ত; কেহ ডাক্তার হয়ে শিষ্ট চালে বাড়ী বাড়ী বেড়াচ্ছেন, কেহ বা হাইকোর্টে উকালতি কর্‌ছেন; কেহ হাকিম, কেহ মাষ্টার, কেহ সওদাগর, কেহ মুচ্ছুদ্দি; কেহ সিবিলিয়ন্ হয়ে আস্‌ছেন, কেহ ব্যারিষ্টারের গাউন্ পর্‌ছেন; গৌরবের আর সীমাহ্ নাই; কিন্তু এদের মধ্যে অনেকের গুপ্ত চরিত্রের পরিচয় পেলে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। মদ [illegible] বেশ্যা এই দুইটি আমাদের সোসাইটির ঘুণ বিশেষ; কেহ মডারেট্‌লি (moderately) খেয়ে টিপ্‌সি (tipsy) হন, কেহ বা খানায় পড়ে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করেন; কেহ 'বষ্টমি ঠাক্‌রুণের' সঙ্গে 'মেদো কলুর' বাড়ী যান, কেহ বা 'কাঞ্চনকে' নিয়ে গাড়িতে ফেরেন; কেহ উলঙ্গ হয়ে পল্কা নাচেন, কাহাকেও বা কারে পড়ে বাঁদর নাচ্‌তে হয়; কেহ রেপে পড়ে মারা যান, কেহ বা 'বেলিমেণ্ট' করে ফাঁদে পড়েন; কেহ মদে ভিগার্ (vigour) পান, কেহ বা লি[illegible]টি পাকিয়ে শমন ঘরের দিকে এগিয়ে দাঁড়ান—কতই বা বল্‌ব, হাঁসিও পায় দুঃখও ধরে।

অখি। বাস্তবিক, অনেকেই গোপনে কাজ সারে, ধরা পড়ে অতি অল্প লোক।

নবী। তা না হলে আর বল্‌ছি কি! ঐ ত হয়েছে কুয়ের গোড়া! সাধারণের কাছে প্রকাশ থাক্‌লে ত এদের সোধ্‌রাবার উপায় ছিল, বাহিরে সাধু হয়েই ত প্যাঁচ পড়েছে।

অখি। আর একটি মজা দেখেছ, লোকে জান্‌তে পার্‌লেও বড়লোকের কথা বোলে বড় প্রকাশ করে না, আবার প্রকাশ কর্‌লেও বড় কেহ বিশ্বাসও করে না।

নবী। কালের এমনি গতিক, সৎ লোক অপেক্ষা অসৎ লোকেরাই সমাজে অধিক মান্য; বড় হতেও তারা, সাইন্‌ (shine) কর্‌তেও তারা।

অখি। সে কথা মিথ্যা নয়, যারা যথার্থ ভদ্র লোক তারা তত চালাকিও জানে না, সুতরাং সমাজে ঠেলে উঠতেও পারে না। আমাদের সোসাইটি যে তেমন নয়, সকলে এক ঐক্য হয়ে যদি এই সকল ছদ্মবেশীদের সহিত বাক্যালাপ না করে, এবং তাদের সমাজচ্যুত করে দেয়, তা হলে তারা জব্দও হয়, আর সোধ-রাতেও পারে।

নবী। সমাজচ্যুত কর্‌বে! তারা এলে লোকে উঠে দাঁড়াতে পথ পায় না; তাদের সমাদর কত, বস্‌তে উচ্চ আসন দেওয়া হয়, উত্তম পান তামাক দিয়ে খাতির করা হয়, মহা মান্যর সহিত আলাপ করা হয়, এমন কি তারা বাড়ীতে এলে লোকে কৃতার্থ বোধ করে। এতে আর হবে কি বল, দুষ্কর্ম্মান্বিত বলে যে একটা লজ্জা, কি অপমান, তা তাদের ভোগ কর্‌তে হয় না— পশুর অধম হয়েও তারা অনায়াসে ভাল বলে বিকিয়ে যায়।

অখি। এতেই ত আরও আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে, এদের লোকে যে কেন সমাদর করে তাও বোঝা যায় না।

নবী। তার কারণ,কেহ বা বড় মানুষ, কাহার বা খুব উচ্চ পদ, কাহারও public life অত্যন্ত brilliant, সুতরাং লোকে এদের খাতির না করে থাক্‌তে পারে না; তা ছাড়া, অনেকে বিশ্বাসই করে না যে এদের চরিত্র এত নীচ।

অখি। যা বল্লে, সাধারণের নিকট একবার নামটা দাঁড় করাতে পারলে, পরে হাজার মন্দ হলেও হঠাৎ সে নাম ঘোচে না। এমন আশ্চর্য্য, এদের দুষ্কর্ম্ম করতে দেখলেও লোকে তা বিশ্বাস করে না। আপনাদের দৃষ্টান্ততেই কেন দেখ না, আমরা যাঁহাদের ভাল লোক বলে জানি, তাহাদের কোন দুর্নাম শুনলে আমরাই কি হঠাৎ তা বিশ্বাস যাই?

নবী। সে কথা মিথ্যা নয়, ওটা কেমন আমাদের স্বভাব; তার সাক্ষি কেন দেখ না মন্মথ বাবু, আজ কাল তিনি এক জন বড় লোক বোলে, তাঁর চরিত্রের বিষয়ে গ্লানি শুনেও আমরা তা বড় বিশ্বাস করিনে।

অখি। মন্মথ ডাক্তার আবার এক জন বড় লোক কিসে? সামান্য একটা ডাক্তার, জাষ্টিস্‌ও নয়, ইউনিভার্সিটির (University) ফেলোও (Fellow) নয়। তবে পাঁচটা সোসাইটিতে বেড়ায়, পাঁচ জনের খোসামোদ করে, আর এ দানি খপরের কাগজে নামটা বাড়িয়ে দিয়েছে বটে।

নবী। যা করে হোক, লোক্‌টা আজ কাল বেস পজিশান্‌ (position) করে নিয়েছে বলতে ত হবে। সাহেবদের কাছে বিলক্ষণ সম্ভ্রম আছে, আবার শুনতে পাই রায় বাহাদুরও না কি শীঘ্র হবে—আর, বড় লোক কি গাছে ফলে?

অখি। রায় বাহাদুর হলেই বুঝি বড় লোক হয়? খোসামোদে বাহাদুর হতে পারলে, আর মুরুব্বির জোর থাকলে, রায় বাহাদুর হবার ভাবনা কি? সে যা হোক, মন্মথ ডাক্তারের চরিত্রের বিষয় কি রূপ শোনা হয়েছে—বিলক্ষণ ভয়ের বুঝি?

নবী। এই রকম ত শুনতে পাই, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এমন কি হতে পারে? লোকে বলে মদে ত বিলক্ষণই ভয়ের, এ দানি আবার না কি অন্য দোষও ঘটেছে।

অখি। বল কি! তাও কি হতে পারে! এদের তা হলে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া ত বড় মুস্কিল দেখ্‌তে পাই।

নবী। সে গুণও না কি আছে, আমি শুনেছি, চিকিৎসার-স্থলে ঐ দোষে ক জায়গায় অপমানও না কি হয়েছে।

অখি। না না, এমন কি কখন হতে পারে! (স্বগত) বাড়ীর ভিতর যা বল্‌ছিল, তা হলে ত তারা ঠিক ধরেছে। (প্রকাশ্যে) না ভাই, আমার ত এত দূর বিশ্বাস হয় না।

(নন্দগোপালের প্রবেশ।)

নন্দ। যাই পরামর্শ কর, মদের কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। টেম্পারেন্সই (Temperance) বল, আর এণ্টি-লিকার্ সোসাইটিই (Anti-Liquor Society) বল, মদের ঢেউয়ে সব ভেসে যাবে। আর শুনেছ ত, তোমাদের সার্ উইল্‌ফ্রিড্ লসানের পার্‌মিসিভ্ বিল্ (Permissive Bill) পার্‌লিয়মেণ্টে রিজেক্ট করেছে? তারা ত আর তোমাদের মত বোকা নয়, এত মাতাল কাঁদিয়ে পাস্ কর্‌বে কেন?

অখি। তাই বুঝি এত আহ্লাদ! কি বিপদ! ওহে, ও বিল্ কি থাক্‌বার, ফিরে সেসনে দেখ পাস্ হয়ে যাবে; তা হলেই তোমাদের সর্ব্বনাশ আর কি।

নন্দ। কেন, আমরাই বুঝি ধরা পড়েছি, কত মিয়া মারা যাবেন। খান অনেকেই, তবে কেউ সর্‌পট্ কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে। আমাদের কি জান, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ, যা করি সকলের সাম্‌নেই করি, like a bold man; অনেকে আছেন

Sinking, sinking, water drinking, Shiv Godকে powder giving.

এ দিকে লোকের কাছে বড় সাধ, যেন মর্‍্যালিটির পুষ্যিপুত্তুর;

তাদের মত cowards কি আর আছে। মদের মজা টুকু ভোগ কর্‌বেন, অথচ মান খোয়াবেন না—mean hypocrites.

নবী। আচ্ছা নন্দগোপাল বাবু, তোমার মন্মথ বাবুর সঙ্গে কি আলাপ আছে?

নন্দ। কে, মন্মথ ডাক্তার? আরে বিলক্ষণ, সে যে আমাদের এক সান্‌কির ইয়ার।

অখি। (সবিস্ময়ে) তোমার এক সান্‌কির ইয়ার কি হে? আলাপ নাই তাই বল?

নন্দ। তোমাদের চেয়ে বেশী আছে। তোমাদের সুধু ঘাড় নাড়া নাড়ি, আমরা এক পার্‌টিতে মাতি; তোমরা তার এক দিক দেখেছ, আমি তার দু দিক দেখেছি; বোতল বোতল মদ উড়াতেও দেখেছি, আবার মদের বিপক্ষে তা তা ফুলিস্কেপ্‌ লিখ্‌তেও দেখেছি; বেশ্যা নিয়ে আমোদ কর্‌তেও দেখেছি, আবার মর‍্যালিটির উপর লেক্‌চার্‌ দিতেও দেখেছি।

অখি। কি পাগলের মত বকো? মন্মথ বাবু কি ও দরের লোক? তিনি আমাদের সোসাইটির এক জন পাইওনিয়র্‌ (pioneer) বল্‌লেই হয়।

নন্দ। (সহাস্যে) সোসাইটির না হোন আমাদের বটে। আজ কাল তিনিই আমাদের মুখপাত, তাঁর দোহাই দিয়ে আমরা অনেক জায়গায় তরে যাই।

অখি। নন্দ বাবু কি বল্লে, তিনি পার্‌টিতে যান?

নন্দ। পার্‌টিতে? তাই কি একলা? সস্ত্রীক! গত শনিবার যে পার্‌টি হয়ে গেছে, ভারি গ্র্যাণ্ড, লেক্‌চারের ধুমই বা কি। আমাদের সঙ্গে ত মিশ্‌বে না, তা পৃথিবীর মজা দেখ্‌বে কি

বল ? আজ্‌কেরও পার্‌টি বড় মন্দ নয়, দেখ্‌তে চাও ত সেখানে প্রাইভেট্‌লি (privately) নিয়ে যেতে পারি, যাবে ?

নবী। তা ক্ষতি কি, অখিল বাবু যাবে ? চল না ব্যাপার খানা কি, দেখেই আসা যাক্।

অখি। তুমিও যেমন, নন্দ বাবুর কথা শোন কেন ?

নন্দ। বিলক্ষণ, আমি কি তামাসা কর্‌ছি ? তোমরা প্রস্তুত হয়ে থেক, আমি রাত দশটার সময় তোমাদের নিয়ে যাব। সেখানে মন্মথ বাবুকে না দেখ্‌তে পাও, তখন যা হয় বোলো।

নবী। তা হানি কি, অখিল বাবু চলই না, সত্য মিথ্যা দেখেই আসা যাক্।

অখি। বল্‌ছ চল, কিন্তু আমার ও কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না।

নন্দ। তবে কি বল, এন্‌গেজ্‌মেণ্ট পাকা ত ?

নবী। হাঁ, নিশ্চয়ই যাব, তুমি এসো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁকুড়গাছা—ভবানী বাবুর বাগান-বাটী।

(ভবানী, ভট্টাচার্য্য ও মাষ্টার আসীন।)

ভবা। কৈ হে ভটচায্, তোমার ডাক্তারের যে এখনও দেখা নেই ? মন্মথ বাবু না হলে পার্‌টি জম্‌কায় না—আস্‌বে ত ?

ভট্ট। বিলক্ষণ, তিনি আবার আস্‌বেন না! বোধ করি কোন কলে (call) পড়ে গেছেন—আমাদের মত ত নিষ্কর্ম্মা নন্। কৈ নন্দগোপালকেও ত দেখ্‌ছিনে ?

মাষ্টা। (বিরক্তভাবে) আরে চুলয় যাক, এ আসেনি সে আসেনি, যারা এসেছে তাদের পিণ্ডি চোঁয়াও কেন?

ভট্ট। মিথ্যা না, আমাদের কেন চলুক্ না—তারা যদি তয়ের হয়ে আসে, ত আমরা তাদের সঙ্গে ম্যাচ্ দিতে পার্‌ব না।

ভবা। তা ক্ষতি কি, let us begin. (সকলের মদ্যপান) আজ মাষ্টারকে নিয়ে বোঝাপড়া, কে কত ইংরিজি জান দেখা যাবে।

মাষ্টা। মন্মথ আবার ইংরিজি শিখ্‌লে কবে? এ সব টটাটটির কর্ম্ম নয়, আমরা ডি, এল, আরের (D. L. R.) বনেয়া—

ভবা। (সসম্ভ্রমে) ওরে দেখ্‌ত কার গাড়ি লাগ্‌ল, বোধ হয় ডাক্তার, সেই রকম গাড়ির শব্দ।

(মন্মথ বাবুর একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রবেশ।)

মন্ম। Gentlemen, I beg to apologise for being so late in joining your company. It was owing to her ladyship's being unusually detained in her toilet, and for which I hope, you will excuse me. You know how difficult it is for a professional man to observe punctuality in these engagements, and when he has a woman to accompany him, it is difficult *par excellence.* With this apology, I beg to introduce her ladyship to you.

(সকলের সমাদর পূর্ব্বক স্ত্রীলোককে আসন প্রদান।)

ভট্ট। (সকৌতুকে) হ্যাঁ বিবি, তোমার বেশভূষার জন্যে না কি এখানে আস্‌তে দেরি হয়েছে?

ভবা। ও সব কথা যাঁক্, আগে আলাপ কর না। (স্ত্রীলোক্‌কে মদের গেলাস প্রদান।)

গোলাপ। (জনান্তিকে মন্মথের প্রতি) এ কি মন্মথ বাবু, আমি কি মদ খাই যে ওঁরা আমাকে মদ খেতে বল্‌ছেন?

মন্ম। ভবানী বাবু, excuse me, গোলাপকে মদটা দেবেন

না, ওর ওটা কেমন সহ্য হয় না, খেলেই মাথা ধরে। (জনান্তিকে ভবানী বাবুর প্রতি) সবে নতুন, এখনও মদ খেতে শেখে নাই, ক্রমে নেব ড্রিল্ (drill) করে।

ভবা। ওহে তবে এসো, গোলাপের হয়ে আমরা খাই। (গোলাপের অনুমতি লইয়া সকলের মদ্যপান।)

ভণ্ড। (সবিস্ময়ে স্বগত) কেমন হ'ল! মেয়েমানুষ মদ খায় না! কাজের কথা নয়, একবার নেড়ে দেখ্‌তে হ'ল, মাষ্টারকে লাগিয়ে দেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) মাষ্টার, চুপ করে রয়েছ যে? এর মধ্যে মরেছ বুঝি? একবার চেয়ে দেখ কে এসেছে—রূপে ঘর আলো করেছে।

মাষ্টা। (ঘাড় তুলিয়া) কৈ বাবা, কোন্ দিকে? মেয়েমানুষ! (গোলাপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

"Thus hand in hand they passed, the loveliest pair
That ever since in love's embraces met."

ভণ্ড। মাষ্টার, ও কি ও, এ প্যারেডাইজ্ (Paradise) নয়, এটা কাঁকুড়গাছা।

মাষ্টা। "——— O, it is my love
O, that she knew she were!"

মন্ম। কে ও মাষ্টার না কি? যা বল্‌তে হয় আমায় বল, অত লিবার্‌টি (liberty) নিও না।

মাষ্টা। "Two of the fairest stars in all the heavens
Having some business, do entreat her eyes
To twinkle in their spheres, till they return."

ভণ্ড। মাষ্টার, খেপ্‌লে না কি—চিন্তে পার নাই বুঝি, এ যে আমাদের মন্মথ বাবুর গোলাপ!

মাষ্টা। ছি বাবা, আগে বল্‌তে নেই, এতক্ষণ ব্যার্থা কেঁদে

মন্মথ — "Thou cunningest pattern of excelling nature."— দে বাবা মদ দে। (মদের গেলাস হস্তে লইয়া) হ্যাঁ রে মদিরা, তোদের দুই বোনের মধ্যে তুই বড়, না গোলাপ বড়? তুইই বড়, ও তোর দেখ্‌তা—না? হ্যাঁ গা! গোলাপ, তুমি দিশি না বস্‌রাই গা? বস্‌রাই হলেই ইণ্টার্‌প্রেটার্‌ চাই বাবা, আমাদের হিন্দি, সেই "চক্ষুঃ মেলে দেখ্‌তা নেই" গোচ্‌।

গোলাপ। (সকাতরে, জনান্তিকে) মন্মথ বাবু, আমার ভাই ভয় কর্‌ছে, ও মাতালটা আমার পানে চেয়ে কি বল্‌ছে।

মাষ্টা। "————————She speaks :—
O, speak again bright angel! for thou art
As glorious to this night,
As is a winged messenger of heaven."

গোলাপ। (সভয়ে জনান্তিকে) ঐ দেখ আবার কি বল্‌ছে, চল আমরা যাই—

মাষ্টা। কি বল্‌ছিলে বল না ডিয়ার্‌, (dear,) আমি তোমার পর নই; মন্মথ আমার ইয়ার, সুতরাং তোমাকেও হতে হয়েছে; লজ্জা কি ভাই, এসো আমরা সেক্‌ হ্যাণ্ড (shake hand) করি। (হস্ত বাড়াইয়া উত্থানোদ্যোগ।)

মন্ম। (সরোষে) মাষ্টার, ও কি ও? মাত্‌লামি কর্‌বার বুঝি আর জায়গা পাও নাই?

মাষ্টা। ছি ইয়ার, রাগ্‌লে কেন? Things which are equal to the same thing are equal to one another, বাবা Axiom মান্‌বে না?

(অখিল ও নবীনমাধবকে অন্তরালে রাখিয়া
নন্দগোপালের প্রবেশ।)

নন্দ। (স্বগত) এসেছে ত? তা না হলেই সর্ব্বনাশ, এদের কাছে মুখ দেখান ভার। (সানন্দে) আর যান কোথা, ঐ যে মাণিক যোড় বসে আছেন।

ভবা। এত দেরি করে ভাই আস্‌তে হয়? কত মজা হয়ে গেল, মাষ্টারই আজ মাত করেছে। এত দেরি হ'ল কেন?

নন্দ। রোসো ভাই, সব বল্‌ছি, আগে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। (মদ্যপান) ভাই, এমন ভোগেও মানুষে পড়ে, এত দিন না তত দিন সবে বেরুচ্ছি, বল্লে কি না প্রসব বেদনা ধরেছে—ও সর্ব্ব-নাশ! এত রাত্রে কোথায় যাই, কোথায় কি, গেছি আর কি। কতক্ষণের পর দুট ছুঁটাই হুতে তবে রেহাই পাই, এতক্ষণ যেন প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল। মন্মথ বাবু excuse me, (হস্ত স্পর্শ করিয়া) ভাই একটু দেরি হয়ে পড়েছে—বিবি সাহেবের খাতিরের কোন ক্রুটি হয় নাই ত? (গোলাপের প্রতি) গোলা-পের মুখে হাঁসি নেই, অমন করে বসে কেন ভাই?

গোলাপ। (জনান্তিকে) না ভাই, ঐ মাতালটা বড় জ্বালিয়ে তুলেছে, এমন জায়গায়ও আনে, তোমার কথা শুনে এসে আচ্ছা নাকাল হয়েছি।

নন্দ। বটে। (স্বগত) তবে ত বড় মজাই হয়েছে, মাষ্টা-রকে আরও নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) মাষ্টা-রের কথা ছেড়ে দাও, ওতে কি আর ও আছে। মন্মথ বাবু, তোমাকেও ত ভাই at home দেখ্‌ছিনে, দুট একটা স্পিচ্‌ টিচ্‌ কর, পারুটি গরম হয়ে যাক্‌, তবে ত মজা হবে। এসো (মদের গেলাস প্রদান।)

মন্ম। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) ইস্‌, বড় strong, একটু ডাইলিউট্‌ (dilute) করে দাও ভাই। Dilution যত বাড়াবে ততই গুণ কর্‌বে—ওহো, এর বেলা ও নিয়মটা খাটছে না বটে।

মাষ্টা। নন্দগোপাল, কি বল্লে? আমাতে আমি নেই? তবে বাবা আমি কোথায় গেছি? আমাকে নিলে কে? (গাত্রোত্থান

করিয়া টলিতে টলিতে গোলাপের নিকট আসিয়া) ছি ভাই, তোমার এই কাজ, আমাকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে বল, দাও— তোমরা মনই চুরি কর জানি, এ আবার কি বাবা? মানুষকে মানুষই পাচার!

গোলাপ। (মন্মথের প্রতি সত্রাসে) ও গো, এ কি করে, কাম্‌ড়াবে না কি? (নিকটবর্ত্তী হওন।)

মন্ম। (সক্রোধে) Down with your smattering, thou savage scoundrel! (ধাক্কা দিয়া মাষ্টারকে ফেলিয়া দেওন।)

মাষ্টা। (পতন অবস্থায়)

"I pray thee, chide not, she whom I love
Doth grace for grace, and love for love allow."

মন্ম। ভবানী বাবু, আমরা চল্লেম, গেল্যাণ্টি (gallantry) আদপে অব্‌সার্ভ হচ্ছে না। এসো গোলাপ—(গমনোদ্যোগ।)

মাষ্টা। Your reason Jack? কারণ দেখিয়ে যাও বাবা। এইতেই এত, তবু যদি Original packet হ'ত?

ভবা। ডাক্তার, তুমিও খেপ্‌লে না কি? মাষ্টারের উপর রাগ কর্‌তে আছে? চিরকাল ছেলে তাড়িয়ে বেড়ায়, ও মেয়ে-মানুষের কি ধার ধারে?

মাষ্টা। "Never a debtor nor a lender be," ধেরো নই বাবা, ধার দিয়ে থাকি।

ভট্ট। ভবানী বাবু, গোলাপের সঙ্গে একটু মিষ্ট আলাপ কর, নিতান্তই সাদা চোকে ছেড়ে দেবে?

ভবা। আর কাজ নাই, ঢের হয়েছে। একে ছেলে মানুষ, তায় নতুন, ভড়্‌কে গেছে।

ভট্ট। না হয় একটু দেলেশা দাও না। তুমি এত বড় বড় ওয়েলার্ হাঁকাও, আর এই কান্‌ট্রি মেয়ার্‌টা (country mare)

বাগাতে পার্‌বে না? (গোলাপের প্রতি) বিবি, এ ভাই তোমার অন্যায়, এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয়ে থাকে? আমরা মদ খাব, আর তুমি সাদা চোকে যে আমাদের বেয়াদবি দেখ্‌বে, তা হতে পারে না—তোমায় খেতে হবে। এই নাও, ধর, (গেলাস প্রদান) তা কখনই হবে না, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, আর তুমি এক গেলাস মদ খেতে পার না—নাও।

গোলাপ। (মন্মথের প্রতি) ওগো এসোনা, যাই, শেষ কি এদের সঙ্গে একটা মারামারি করে বস্‌বে?

মাষ্টা। মারকে বড় ডরাইনে বাবা,

"Alack! there lies more peril in thine eye,
Than twenty of their swords;"—

মন্ম। চল যাই, Disgraceful! এরাই ত মদের নাম ডুবালে। পরিমিত রূপে ব্যবহার কর্‌তে ত জানে না, ভাবে কতকটা খেলেই হ'ল।

নন্দ। তার ভুল কি, ওরা ত কখন good breeding পায় নাই, তা মদের ব্যবহার জান্‌বে কি করে? ডাক্তার, তুমি মদের বিষয়ে আজ একটা লেক্‌চার্ দাও, মাতালেরা সোধ্‌রাক্ বা না সোধ্‌রাক্, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত।

মন্ম। না ভাই আজ মাপ কর, গোলাপের বড় ক্লেশ হচ্ছে।

নন্দ। ফলে, এমন নির্‌মিষ মেয়েমানুষ পার্‌টিতে আনা ভাল হয় নাই। ইদিকে দেখ্‌তে শুন্‌তে আছে ভাল, তয়ের করে নিতে পার্‌লে বেস হবে।

মাষ্টা। ডাক্তার, temper her well in your laboratory, and make her proof against all solvents; search out from the pages of your Pharmacopæa such potent globules, that would transform her into a sweet monster.

[মন্মথ ও গোলাপের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলকণ্ঠ বাবুর অন্দর মহল।

(বিমলা আসীনা।)

বিমলা। ভাল জ্বালা বটে, ঠাক্‌রুণ যেন কিই ! একটুতে তিন বাড়ী এক করেন—ভাতটি মুখে দিয়ে একটা পান পর্য্যন্ত খেতে পাইনি। সোদো, পানের বাটাটা দেতো। ছেলেদের ব্যাম হলে যেন পাগল হয়ে পড়েন। (সোদোর বাটা দেওন) ছেলেরা ইস্কুল থেকে এসেছে রে ?

সোদো। না বৌ ঠাক্‌রুণ, ছেলেরা এখন আসেনি—এই আস বার বেলা হয়েছে।

(নলিনী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

নলি। (ব্যগ্রচিত্তে) বৌ, ছেলের কি হয়েছে রে ?

বিম। কি আবার হবে ? ঠাক্‌রুণের যেমন রঙ্গ—ছেলে-দের ভাই যদি একবার সয়ায় দুবার পেট নাবাল, ত ওঁর অমনি নাড়ী ছেড়ে গেল ; ননেটার সামান্য বার কতক ভেদ হতেই, তিনি হাত পা আছ্‌ড়ে কেঁদে আর বাঁচেন্ না।

নলি। তার পর ?

বিম। তখনই ডাক্তার ডাক্‌তে লোক দৌড়ুল, এক জন কর্ত্তাকে আফিসে খপর দিতে ছুট্‌ল, বাড়ীতে যেন একটা চব্বড় পড়ে গেল। এমন ভয় তরাসে মানুষ দেখিনি, তোমাদেরও বুঝি এর মধ্যে খপর দেওয়া হয়েছে ?

নলি। সোদো গিয়ে বল্লে, "ননি বাবুর বড় শক্ত ব্যাম, ভেদ বমি হচ্ছে, তোমরা শীগ্‌গির এসো," একথা শুনে কি থাকা যায়, অমনি আমরা ছুটছুটি আস্‌ছি।

কাদ। কোন ভয় নাই ত? তা হলেই হ'ল, ডাক্তার এসেছিল।

বিম। হ্যাঁ, তখনই রামা এক জন কারে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এলো, সে একটা কি ওষুধ লিখে দিলে, আন্‌তে গেছে, কিন্তু ছেলে এদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নলি। রক্ষে পাই—আমরা শুনে ভয়ে আর বাঁচিনে—কত ঠাকুর দেবতাকে মান্‌তে মান্‌তে আস্‌ছি।

(রামার প্রবেশ।)

বিম। কৈ রে, ওষুধ এনেছিস্?

রামা। না মাঠাকুরুণ, ওষুধ পাওয়া গেল না।

বিম। ওষুধ পাওয়া গেল না কি রে?

রামা। আজ্ঞে, তারা একটা কি ওষুধ বুঝ্‌তে পারেনি, তাই ডাক্তারের কাছ থেকে ভাল করে লিখিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে।

বিম। সে কি রে? ডাক্তারখানায় আবার ওষুধ বুঝ্‌তে পার্‌লে না কি? কোন্ হতভাগা ডাক্তারখানায় গিয়েছিলি?

রামা। না মাঠাক্‌রুণ, সে ডাক্তারখানা ভাল, অনেক লোকে ওষুধ নিচ্ছে; ডাক্তার কি ভুল করেছে তাই তারা শুধ্‌রে নিয়ে যেতে বল্লে—এই দেখুন, কাগচে কি লিখে দিয়েছে।

[রামার প্রস্থান।

নলি। তবে ওষুধের কি হবে? ছেলে এখন খায় কি?

বিম। তা ভাই আমি কি কর্‌ব বল, কর্ত্তা এসে তখন যা হয় কর্‌বেন, এ সব কি ভাই মেয়েমানুষের কর্ম্ম?

কাদ। কেন, ঠাকুর্‌পো কোথায় গেছেন?

বিম। চুলোয় গেছেন, আর যাবেন কোথা?

নলি। বালাই! অমন কথা বলিস্‌নি, হাজার হোক্ স্বামী ত বটে।

বিম। সাধে বলি, গায়ের জ্বালায় বলি—বল কি তোমরা, একবার চুলের টিকী দেখ্‌বার্ যো নেই? শেষ রাত্তিরে একবার টল্‌তে টল্‌তে আস্‌বেন, সারা রাত তাঁর জন্যে জেগে বসে থাক; পোড়া কপাল আর্ কি! শুয়ে ত মাথা কিন্‌বেন। অধর্ম্মের ভোগ! মুখে আবার এম্‌নি বিদ্‌ঘুটে জুতোর কালীর মত গন্ধ, কার সাধ্য কাছে যায়।

কাদ। ছোট বৌয়ের জ্বালায় আর বাঁচিনে, জুতোর কালীর মত গন্ধ কি রে?

বিম। মাইরি দিদি, এই যে কালীগুল দিয়ে চাকর্‌রা জুত সাফ্ করে, ঠিক তারই মত গন্ধ।

কাদ। তবে কি ঠাকুর্‌পো সেই কালী খান, না তা যাতে মাথায় তাই খান?

বিম। কি জানি ভাই, তার বোনেদের জিজ্ঞাসা কর, যারা খাওয়াবার দাওয়াবার কর্ত্তা।

নলি। মুখে আগুন তোমার, তোমরা বুঝি সুধু শোবার কর্ত্তা?

বিম। তা খেদ থাকে না হয় সেটাও তোমরা নাও—তা আমার কাছ থেকে বড় নিতে হবে না, আমার তায় অনেক দিন ভাগ বসেছে, তবে দিদির বটে পুরো ভোগ।

নলি। মরণ আর কি! তুই, দিদির হিংসে করে করেই গেলি, দিদি কি তোর সতিন?

বিম। দিদির বালাই পড়েছে—বর্‌ঠাকুরের মত পুরুষ যাদের স্বামী তারা সতিনের ধার ধারে না—দিদি তুমিই ভাই সার্থক শিব পূজা করেছিলে; আমার শিব আপনিও যত কলা খেয়েছেন, আমাকেও তত খাইয়েছেন।

নলি। কেন, কুমার কি মানুষ নয়? একটু মদ খায় বৈত নয়, তা আজ কাল কে না খায়?

বিম। পোড়া কপাল ভাতারের! ভাতার ত ভাতার বরঠাকুর ভাতার, ভাতার বলি যারে, আমার তিনি—বাবা!! (সকলের হাস্য।)

নলি। (হাসিতে হাসিতে) ও মা কোথায় যাব মা, কি হবে! (মুখে কাপড় দিয়া) আর হাস্‌তে পারিনি, নাড়ী টাটিয়ে গেল। (পুনরায় হাস্য।)

(হেমলতার প্রবেশ।)

হেম। তোমাদের যে বড় হাসির ঘটা—দিদি, কি কথা গা, বল না?

নলি। তোদের বৌয়ের কথা শুনেছিস্——(হাস্য।)

হেম। দিদি যেন কিই, দেখ্‌লে রকম, আগে বলো, তার পর্ হেসো এখন—উদিকে বড় বৌটো মোলো।

বিম। তোমরা ভাই খুব যা হোক্, আমাকে হেসেই মাটি করে দিলে। কেন, কথাটা এমন কি মন্দ বলিছি? (পদ-শব্দ পাইয়া) ঐ বুঝি ঠাক্‌রুণ আস্‌ছেন, ভাই সকলে চুপ কর।

(রেবতীর প্রবেশ।)

রেব। তোমরা কখন এলে গো? বৌমা, ননি কেমন আছে গা? ওষুধ কবার খেলে?

বিম। সে আছে ভাল, সেই অব্‌ধি ঘুমুচ্ছে—ওষুধ খাবে কি, ওষুধ পাওয়া যায় নি।

রেব। সে কি কথা? ওষুধ এখন আনেনি?

বিম। আন্‌তে গিয়েছিল—ডাক্তারখানায় একটা ওষুধ বুঝ্‌তে পারেনি বোলে তারা কাগচ ফিরিয়ে দিয়েছে।

রেব। সে আবার কি কথা? ডাক্তারখানায় ওষুধ পেলেনা? মরুগেগ!

(নীলকণ্ঠ বাবুর ব্যগ্রচিত্তে প্রবেশ।)

নীল। (সসম্ভ্রমে) ননি কেমন আছে গা? কি রকমখানা কি?

রেব। আর আছে কেমন! আর একটু হলেই গিয়ে ছিল আর কি। তুমিও বেকলে, ছেলের পাঁচ ছবার ভেদ হয়ে, চোক কপালে তুলে, ছেলে যায় আর কি; কতক্ষণ পরে, তবে একটু সাম্‌লায়। কখন খপর পাঠিয়েছি, এত দেরি করে কি আস্‌তে হয়?

নীল। পরের চাক্‌রী, আস্‌বার কি যো আছে। তার পর, ডাক্তার এসেছিল?

রেব। তখন আর নিকটে কারে পাই, রামা তাড়াতাড়ি বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো; তখন একটু সাম্‌লেছে, ভেদের পর গাটা গরম হয়ে উঠ্‌লো। সে একটা কি ওষুধ লিখে দিয়ে গেল, তা আবার পাওয়া যায়নি, কাগচখানা ফিরিয়ে এনেছে।

নীল। সে আবার কি? তবে আমার সইয়ের জন্যে ফিরিয়ে দিয়েছে বুঝি?

রেব। সইয়ের জন্যে ফেরাবে কেন? আমি যে নগদ দাম দিয়ে পাঠিয়েছিলেম। ডাক্তারখানায় একটা ওষুধ না কি বুঝ্‌তে পারেনি তাই ফিরিয়ে দিয়েছে—এই দেখ। (কাগচ দেওন।)

নীল। তাও কখন হয়ে থাকে? কৈ দেখি দাও। (প্রেস্‌-ক্রপসন্ লইয়া দৃষ্টি) এটা কি লিখেছে—"Unintelligible"—সত্য বুঝ্‌তে পারেনি ত বটে—রামা, কোন্ ডাক্তারখানায় গিয়েছিলি?

রামা। আজ্ঞে এই সিমলের ডাক্তারখানায়। বিনোদ বাবু তাঁর নিজের ডাক্তারখানা থেকে আন্‌তে বলেন, শীগ্‌গির দর-কার বোলে আমি এই কাছে গেছ্‌লেম।

নীল। বাঙ্গালি ডাক্তারখানার এই সব দোষ আর কি, অল্প মাহিনের কম্পাউণ্ডর রাখে, তারা সকল লেখা পড়তে পারবে কেন? এই ত Pulv Albi বেস স্পষ্ট লেখা রয়েছে। রামা, আমার নাম করে সেই ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডরকে একবার চট্ করে ডেকে আন্ দেখি।

রামা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

নীল। তবে সমস্ত দিন ওষুধ পড়ে নাই? কি মুস্কিল দেখ দেখি—এখন আছে কেমন?

রেব। সেই পর্য্যন্ত ত ঘুমুচ্ছে—গাও জুড়িয়ে আস্‌ছে।

নীল। মা, তোমরা সব কখন এলে?

নলি। আমরাও ভাত খেয়ে সবে উঠেছি, এমন সময় খপর পেয়েই তখনই ছুটে এসেছি।

নীল। তাই ত, এ সকল ত অতিশয় অন্যায় কথা! যদি ব্যারাম বেড়ে যেত? ওষুধ পত্রের বিষয় কোথায় খুব তৎপর হবে, তা না হয়ে কি না পড়তে পারে নাই বোলে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিয়ে বসে আছে! এ সকল অত্যাচার আগে শাসন করা কর্ত্তব্য, এরা ত অনায়াসে মানুষ মারতে পারে?

(রামার প্রবেশ।)

রামা। আজ্ঞে, সে কম্পোণ্ডর এসেছে।

নীল। তা এইখানেই নিয়ে আয়, তোমরা সব সরে যাও। বিনোদ ডাক্তারের কি এ বেলা আস্‌বার কথা আছে?

রেব। হ্যাঁ, আমি বিকালে ফের্ আস্‌তে বলে দিয়েছি।

(কম্পাউণ্ডরের প্রবেশ।)

কম্পা। মহাশয় কি আমায় ডেকেছেন?

নীল। তুমি কি সিমলে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডর? কত দিন এ কর্ম্ম কর্‌ছ?

কম্পা। আজ্ঞে, আমি এ কর্ম্ম প্রায় দশ বারো বৎসর কর্‌ছি।

নীল। দেখ দেখি এই প্রেস্কৃপ্সানখানা তোমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল কি? (কাগচ দেওন) ওষুধ না দিয়ে ফিরিয়ে দিলে কেন? এইটে পড়্‌তে পার নাই বলে, কেমন? আর ছেলেটি যদি মারা যেত?——

কম্পা। আজ্ঞে, সে কি কথা? পড়্‌তে পারি নাই, আপনাকে কে বল্লে? এটা Pulv Albi তা পড়া হয়েছে। এর ভিতর বিনোদ ডাক্তারের একটু কার্‌সাজি আছে। তিনি একটি ওষুধের আসল নাম না লিখে আপনার ঘরগড়া একটা নাম লিখে দিয়েছেন, তা আমরা বুঝ্‌ব কেমন করে বলুন? সেই জন্যে Unintelligible লেখা হয়েছে। Pulv Albi কোন ওষুধের নাম নাই, তা আমরা কি দিব? সেই জন্যে তাঁর কাছ্ থেকে আসল নামটি লিখিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

নীল। তা বিনোদ ডাক্তারই বা এরূপ কর্‌লে কেন?

কম্পা। আজ্ঞে, তার একটা হেতু আছে, তাঁর প্রেস্কৃপ্‌সান্ সব যাতে তাঁর নিজের ডাক্তারখানায় যায়, এই নিমিত্ত তিনি অনেক ওষুধের নাম সাঁটে লিখে দেন, সে সকল সাঁট তিনি এবং তাঁর কম্পাউণ্ডর ভিন্ন আর কেউ জানে না, সুতরাং সে সকল ওষুধ অন্য আর কেউ দিতেও পারে না।

নীল। বল কি হে? ডাক্তারে এমন কখন কর্‌তে পারে? তুমি আপনার দোষ ঢাক্‌বার জন্যে ডাক্তারের নামে দোষ চাপাচ্ছ বুঝি?

কম্পা। আজ্ঞে কেমন কথা আজ্ঞে কর্‌ছেন? আমি কি

আপনাকে মিথ্যা বল্‌ছি? আপনি বরং আর কোন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন Pulv Albi নামে কোন ঔষুধ আছে কি না?

নীল। তাই ত, তুমি যা বল্‌ছ যদি সত্য হয়, তা হলে ত বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার! তাঁর ডাক্তারখানা যদি দূরে হয়, কি সেখান থেকে নিতে লোকের যদি ভক্তি না হয়, তবু তাঁর সেইখান থেকে নিতেই হবে, এ ত বড় মজার কথা দেখ্‌তে পাই!

কম্পা। মশাই, আর এক ব্যাপার দেখেছেন? প্রেস্কৃপ্‌সানের উপর তাঁর ডাক্তারখানার নামটি লেখা হয়েছে, দামও ২॥০ টাকা ফেলা হয়েছে—এর দাম এত কিছুতেই হতে পারে না; যদি তিনি কুইনাইন্‌ মনে করে Pulv Albi লিখে থাকেন, তা হলেও এর দাম হদ্দ ৸০ আনা।

নীল। তাই ত, এই সামান্য লাভের জন্যে এরা রোগীদের এত কষ্ট দেয়! লেখা পড়া শিখে এদের এমন নীচ প্রবৃত্তি! আচ্ছা বাবু তুমি যাও, কিছু মনে ক'র না।

[কম্পাউণ্ডরের প্রস্থান।

রেব। ও কি বল্লে?

নীল। ও তো ডাক্তারের দোষ দিলে। আমি তোমাদের বরাবর্‌ বলি ওটাকে ডেক না—অল্প লেখা পড়া শিক্ষার অনেক দোষ, পয়সা রোজ্‌কার কর্‌লে কি হবে, ছোট নজর যাবে কোথা?

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনো। ছেলেটি আছে কেমন? ওষুধ কবার খেয়েছে?

নীল। ওষুধ খাবে কি করে, ওষুধ এখন পাওয়া যায় নাই।

বিনো। সে কি? কেন, আমার ডাক্তারখানা চিনে যেতে পারে নাই বুঝি? ঠিকানা ত বেস করে বলে দিয়েছিলেম, লোকটা তেমন শেয়ানা না, বোধ করি।

নীল। লোক খুব শেয়ানা, তবে তোমার ... নয় বটে। তোমার ডাক্তারখানায় যেতে দেরি হবে বোলে ... সিমলের ডাক্তারখানায় গিয়েছিল, তারা একটা ওষুধ বুঝ্‌তে না পেরে কাগচ ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিনো। ওঃ, তাই বলুন! কেন আমি যে বিশেষ করে বলে গেলেম, আমার ডাক্তারখানা থেকে যেন আনা হয়—আপনাদের ঐ কেমন স্বভাব, ভাল মন্দ দেখেন না, নিকট হলেই হ'ল। এ সব নতুন ওষুধ ওরা পাবে কোথা?

নীল। এর মধ্যে বুঝি পাল্‌ভ আল্‌বাইটে (Pulv Albi) তোমার নতুন? এ ওষুধটি কেবল তুমি জান আর তোমার কম্পাউণ্ডর জানে, কেমন? (সক্রোধে) ছি, ছি, ছি, তোমাদের এই কাজ!

(অখিলের প্রবেশ।)

অখিল এসেছ? ওহে দেখ একবার কাণ্ডটা দেখ,—এঁর প্রেস্কৃপসন্ সব নিজের ডাক্তারখানায় না গিয়ে পাছে অন্য ডাক্তারখানায় যায়, এই জন্যে ইনি অনেক ওষুধের আসল নাম না লিখে একটা ঘরগড়া নাম প্রেস্কৃপ্সানে লিখে দেন, সে নাম অন্য কেউ জানেও না, ওষুধ দিতেও পারে না, সুতরাং লোক্‌কে এঁরই ডাক্তারখানায় অবশেষে যেতেই হয়। এই চালাকি করে আমার ছেলেটাকে আর একটু হলে মেরে ছিলেন আর কি। বেলা একটার সময় ওষুধ লেখা হয়েছে, এখনও সে ওষুধ পাওয়া যায় নাই। সিমলের ডাক্তারখানায় গিয়েছিল, তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। কি একটা ওষুধের আসল নাম না লিখে Pulv Albi লেখা হয়েছে, তারা কি দেবে বল? ও নামে ত কোন ওষুধ নাই, সুতরাং ফিরিয়ে দিয়েছে।

অখি। ওঁর আপনার কম্পাউণ্ডরকে বুঝি সেই সাঁটগুলি শিখিয়ে রেখেছেন ?

নীল। তা বৈ আর কি। ছিঃ! লেখা পড়া শিখে তোমাদের এই সকল উঞ্ছবৃত্তি! যে কাজ তুমি করেছ, তাতে তোমার নামে ডেমেজের নালিস আনা যায়।

বিনো। আপনি না জেনে শুনে আমাকে বৃথা কেন কটু বল্‌ছেন ? (স্বগত) ভিতরের কথা এরে বল্লে কে? যাই হোক্, হটা হবে না। (প্রকাশ্যে) আপনারা লেম্যান (layman), আপনারা এ সকল বিষয় কি বুঝ্‌বেন ? পাল্‌ভ আল্‌বাই (Pulv Albi) হচ্ছে একটি নতুন ওষুধ, উটি অন্য কোন ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় না।

নীল। (সক্রোধে) তুমি খুব চালাক তা জানি, দোষ করে আবার মান না? আমরা লেম্যান্ কিছু বুঝিনি, কেমন ? অখিল, তুমি এক কর্ম্ম কর, এরে পিন্যাল্ কোডে ঠেলে দাও, তা না হলে এরা শাসিত হবে না—অনেকে বোধ হয় এদের এই সকল ফন্দির দরুণ নাহক্ কষ্ট পায়।

অখি। তা উচিত বটে, আপনি ক্ষান্ত হন। এক কাজ হয়ে গেছে, যেতে দিন। আপনি যান মশাই, আর এমন কর্ম্ম কর্‌বেন না, এ সকল কি আপনাদের পক্ষে ভাল দেখায় ?

[বিনোদের প্রস্থান।

নীল। কি ভয়ানক! এরাই প্রোফেসন্‌টা মাটি কর্‌লে আর কি—লাইফ্ এণ্ড ডেথ্ (Life and Death), এতেও ব্যবসা!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেহালা।

হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী—কুমারকৃষ্ণের শ্বশুরালয়।

(হরিহর ও মাষ্টার আসীন।)

মাষ্টা। আপনার ইস্কুলের এক্‌জামিন্ আজ শেষ হ'ল; বালকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েছে, আপনার হেড্ মাষ্টারটি বড় উপযুক্ত, ইস্কুলের প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন আছে দেখ্‌লেম। তবে আজ একখানা পাল্কি বলে রাখ্‌বেন, কাল সকালেই রওনা হব।

হরি। বিলক্ষণ, সে কি কথা, কাল কিরূপে যাওয়া হতে পারে? মেয়েটির ব্যারামের গোলমালে, ক দিন খাওয়া দাওয়া বোধ করি ভাল হয় নাই—কাল না হয় আহারাদি করে, বৈকালে তখন যাবেন। এ আপনার ঘর, অধিক বলাই বাহুল্য।

মাষ্টা। আপনার কন্যাটি কি রূপ আছেন?

হরি। বড় ভাল নয়, ক্রমেই বৃদ্ধি বল্‌তে হবে। কলিকাতা থেকে মন্মথ ডাক্তারকে আস্‌তে লিখেছি—কবিরাজ মহাশয় কিছু ভয় খেয়েছেন—আপনি তবে আরাম করুন, আমি একবার বাড়ীর ভিতর যাই।

[প্রস্থান।

মাষ্টা। কাল সকালে যে থাক্‌তে বল্‌ছে, তা রেস্ত কৈ? দেখি, বোধ হয় হবে না—(ব্যাগ্ হইতে বোতল বাহির করিয়া) উঁহুঁ, কৈ, রাত্রেরই টানাটানি। (কোচে শয়ন করিয়া খপরের

কাগজ পাঠ করণ)—এ কি! মদের বিপক্ষে আবার মেমো-রিএল্! এদের লজ্জাও করে না, ওরা আব্কারির বিপক্ষে কোন কথা শুন্বে না, তবু লেখে। তোমরা যেমন মর‍্যালিটি মর‍্যালিটি করে মর, ওরা তার ধার ধারে না, পয়সা বড় জিনিস। নাঃ জ্বালিয়েছে, আমাদের একটা লিকার্ সোসাইটি (Liquor Society) কর‍্লে হয়, তা হলে উতোর কাটাকাটি চলে।

(মন্মথের, এক ভৃত্যের সহিত প্রবেশ।)

মন্ম। আরে কে ও? মাষ্টার যে? (হাততালি দিয়া) বা বা বা, রকমখানা কি? তুমি কোথা থেকে?

মাষ্টা। বিলক্ষণ! আমি কোথা থেকে? তুমি যে সেই বার্ণার্ডোর (Bernardo) যো কর‍্লে দেখ্‌ছি। তুমি আগে বল, তুমি কোথা থেকে?

মন্ম। কলে (Call)—তুমি?

মাষ্টা। আমি কলে পড়ে—চার্জ (charge) কর‍্লে কত?

মন্ম। এক শ টাকা। তোমার রকমখানা কি?

মাষ্টা। এখানকার ইস্কুল একজামিন্ কর‍্তে এসেছি।

মন্ম। কিছু পাবে?

মাষ্টা। আশীর্ব্বাদ, আর পায়ের ধূলা।

মন্ম। যা হোক্, বড় সুবিধে হয়েছে। রাত কি করে কাটাব তাই ভাব্‌ছিলেম—ইদিক্‌কার যোগাড় আছে ত?

মাষ্টা। সে, না থাকারই মধ্যে, পাড়াগাঁয়ে আসা ঐ বড় মুস্কিল, সঙ্গে করে না আন্‌লে আর সুবিধে নাই, ছ বোতল এনে-ছিলেম, সব গিয়ে, এখন আদ বোতলে ঠেকেছে।

মন্ম। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছ বুঝি? কেন, এরা ভদ্রলোক্‌কে এনেছে, তার কোন বন্দোবস্ত করে নাই?

(মুন্‌সফের প্রবেশ।)

মাষ্টা। আসুন মুন্সফ্ বাবু, কাল আর [illegible] আসা হয় নাই, একজামিন্ ত আজ শেষ করেছি। এঁর সঙ্গে আলাপ নাই বুঝি, এঁর নাম ডাক্তার মন্মথ বাবু, হরিহর বাবুর কন্যাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুন্স। বটে, আপনার নাম শ্রুত আছি, আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল।

মন্ম। আপনি বুঝি এখানকার মুন্সফ্?

মুন্স। আজ্ঞে হাঁ, হরিহর বাবুর কন্যাটিকে কেমন দেখ্‌লেন?

মন্ম। আমি এখনও দেখি নাই, এই আস্‌ছি—আপনারা বসুন, ও কাজটা সেরে আসি বটে।

[প্রস্থান।

মুন্স। উঃ, মস্ত লোক, ভারি উপযুক্ত, কেমন নম্র চাল দেখেছেন?

মাষ্টা। তার সন্দেহ কি। আপনার এ জায়গা সুট্ (suit) করেছে কেমন?

মুন্স। মন্দ বল্‌তে পারিনে, এ সকল স্থান পূর্ব্বে ছিল ভাল, এদানি এই কএক বৎসর ধরে ম্যালেরিয়ার জ্বরে বড় খারাপ করে ফেলেছে।

মাষ্টা। এ সকল স্থানে আমরা এক দিনও থাক্‌তে পারিনে। তেমন ভাল কম্পানি (company) পান্‌না, তাতেও আপনার কষ্ট হয় বোধ করি?

মুন্স। আজ্ঞে না, সে বিষয়ে বরং আমি এখানে আছি ভাল; পূর্ব্বে বহরমপুরে যখন ছিলেম, সেখানে অনেকগুলি ভাল ভাল লোক আছেন বটে, কিন্তু আমি বড় তাঁদের সঙ্গে মিশ্‌তে

পারতেম না ; পানীয় দোষটা সেখানে অতিশয় চলিত, সুতরাং আমার বড় তাঁদের সঙ্গে বোনে উঠত না—এ গ্রামটি বড় ভদ্র, সে সকল উৎপাত নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই বাস অধিক।

মাষ্টা। তাই ত, আপনি যে দেখ্‌ছি নেহাত ভাল মানুষ, এ সকল সংক্রান্তিদের সঙ্গে কেমন করে থাকেন ?

মুন্স। আজ্ঞে, দুষ্ট গোয়াল অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।

(মন্মথের পুনঃ প্রবেশ।)

মহাশয়, দেখ্‌লেন কেমন ?

মন্ম। কেমন দেখ্‌লেম তা আপনাদের কি বল্‌ব ? আপনারা তার কি বুঝ্‌বেন ? মাষ্টার, বড় ক্লান্ত হওয়া গেছে ভাই, রিফ্রেস্‌ (refresh) করে দাও ?

মুন্স। না তাই জিজ্ঞাসা করছি, আরোগ্য হবেন ত ?

মন্ম। সে পরমেশ্বরের হাত, নিশ্চয় কেউ বল্‌তে পারে না। ব্যারাম শক্ত নয়, চিকিৎসার দোষে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে।

মুন্স। আপনি বুঝি পোর্টওয়াইন্‌ (Port wine) আর ব্রথ্‌ (Broth) ব্যবস্থা করলেন ?

মন্ম। এই যে, আপনি ডাক্তারিও বোঝেন দেখ্‌ছি, তবে আর আমাকে প্রয়োজন কি ? দেখ মাষ্টার, এ স্বভাবটা অনেকেরই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে সকল বিষয় কিছু জানা নেই, তাতেও লোকে বিজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।

মুন্স। (কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া) আজ্ঞে তা নয়, ওটা না কি আপনারা সর্ব্বদা দিয়ে থাকেন——

মন্ম। চুলোয় যাক্‌, মাষ্টার আলাপ কর না, আর বধ কেন ? (মাষ্টারকে গেলাসে মদ ঢালিতে দেখিয়া) Ah! that's like a good boy—আগে বাবুকে দাও।

মাষ্টা। উনি ও রসে বঞ্চিত।

মন্ম। বটে! তাই অত পাকাম কর্‌ছিলেন? (উভয়ের পান) আপনি সাদা চোকে আমাদের বেয়াদবি দেখ্‌বেন তা ত হবে না, আপনাকেও রাঙ্গা চোক কর্‌তে হবে।

মুন্স। মহাশয়, আমাকে মাপ কর্‌বেন, আমি ওতে নাই।

মন্ম। আমরাই কি ওতে আছি না কি? এ কি মাতাল পেয়েছেন? আসুন—(গেলাস প্রদান।)

মুন্স। Excuse me, আমার ও অভ্যাস নাই।

মন্ম। আমাদেরই কি আগে ছিল না কি? খেতে খেতেই অভ্যাস হয়, আসুন—(গেলাস পুনঃপ্রদান)

মুন্স। আপনি কেন বৃথা অনুরোধ কর্‌ছেন? আমার ডিক্লেয়ারেসন্ (Declaration) সই করা হয়েছে, নিজে পান করা দূরে থাকুক, আমি অন্যকেও নিষেধ করে থাকি। আপনাকে আর কি বল্‌ব, আপনি ডাক্তার হয়ে, জেনে শুনে এই বিষ পান করেন? বিলাতে বহুবিধ ডাক্তারে ত এরে বিষ বোলে গণ্য করে।

মন্ম। (হাস্য করিয়া মদ্য পান) আপনি এ সকল গত্ শিখ্‌লেন কোথা? দুপাতা ওয়েল-উইসার্ (Well-Wisher) পড়ার কর্ম্ম নয়। এ সব অনেক ইন্‌ভেষ্টিগেসন্ (Investigation) চাই।

মুন্স। মহাশয় কি বলেন? এত সকল বড় বড় ডাক্তার, তারা কি সকলেই মূর্খ?

মন্ম। মশাই, মুখে সকলেই বল্‌তে পারে, তারা খায় কি না খায়, আপনি জানেন? মদ কেমন জানেন, আমাদের শরীরের পক্ষে শাণের স্বরূপ, যেমন অস্ত্র সকল মধ্যে মধ্যে শাণ না দিলে, মর্‌চে ধোরে কর্ম্মের বার হয়ে পড়ে, আমাদের শরীরও তদ্রূপ, সুরারূপ শাণে মধ্যে মধ্যে শাণিত না কর্‌লে, ক্রমে ক্ষীণ ও

রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মাস্টার, লেখ্‌বার আগে এক গেলাস টেনে নিলে, কলম কেমন দোরস্ত চলে?

মাস্টা। সে কথায় কাজ কি? বিদ্বানে ভিন্ন এর মহিমা বোঝে কে?

মন্ম। আচ্ছা, এক গেলাস দাও দেখি, সুরার মহিমা একবার পয়ারে বর্ণন করি। (মদ্যপান)

সুরায় খণ্ডায় রোগ, কষ্ট যায় দূরে।
সুরায় লাবণ্য হয়, বলাধান করে॥
সুরায় সাহস বাড়ে, বেড়ে যায় বুখ।
সুরায় বাড়ায় বুদ্ধি, খুলে দেয় মুখ॥
সুরায় অজ্ঞান সুখী, দুঃখী নয় দীনে।
সুরায় বিদ্বান মূর্খ, বল পায় ক্ষীণে॥
সুরায় মনের মিল, সকলের সনে।
সুরায় মধুর বাক্য, খল নাই মনে॥
সুরায় সন্তোষ মন, নাহি উচ্চ আশ।
সুরায় ইন্দ্রিয় রয়, সতত অবশ॥
সুরায় স্বাধীন ভাব, উদার অন্তর।
সুরায় রাজা উজীর, মারে নিরন্তর॥

শুন্‌লে হুজুর, এর কত গুণ, এক মুখে খেয়ে ফুরান যায় না।

মুন্স। (স্বগত) তাই ত, এত বড় ডাক্তারটা হয়ে, এর এমন দশা!

(কবিরাজের প্রবেশ।)

আসুন কবিরাজ মশাই।

কবিরাজ। হাঁ এলেম্‌, ডাক্তার বাবু রোগীটিকে কি রূপ দেখ্‌লেন, একবার শুনে যাই। হাঁ গো ডাক্তার বাবু, কি রূপ

দেখ্‌লেন বলুন দেখি? কফের জোর দেখেছেন, বাইও অতিশয় কুপিত—অতিশয় কঠিন ক্ষেত্র বল্‌তে হবে।

মন্ম। কে ও, বৈদ্য মশাই? আস্‌তে আজ্ঞে হয়—পিত্তিটে আর বাকি রাখ্‌লেন কেন? ওটারও যা হয় একটা রকম বলে ফেলুন—কেবল বাই পিত্তি কফ্, আর গায়ের ময়লা তুলে বড়ি পাকাও বাবা—উদিকে যে সেরে তুলেছ।

কবি। (স্বগত সবিস্ময়ে) এ কি নেসা করেছে না কি? (প্রকাশ্যে) রোগটি ঠাউরেছেন কি? ঘোর সন্নিপাত, যাহাকে আমরা বলি ত্রিদোষজন্য বিকার, তাতে আবার কর্ণমূল ফুলেছে—বল্লেই হয় না?

সন্নিপাতঃ জ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সদারুণে,
সোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে।

এ সব শিবের অসাধ্য রোগ, কখনই বাঁচে না।

মন্ম। Bravo! আবার শ্লোক আছে—কবিরাজ রাগ কর না বাবা, এক গেলাস টেনে যাও—(গেলাস প্রদান।)

কবি। (কর্ণে হস্ত দিয়া পলায়ন) কি পাপ! এমন ভোগেও মানুষে পড়ে! মাতালই ত বটে।

(হরিহর ও তর্কালঙ্কারের বারাণ্ডায় আগমন।)

হরি। মেয়েটির জন্যে বড়ই চিন্তিত আছি, ক্রমশই রোগের বৃদ্ধি—ডাক্তার বাবুও বড় ভরসা দিলেন না। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সবে মাত্র একটি—ওরে নিয়েই আমার সংসার।

তর্কালঙ্কার। (শামুক হইতে নস্য লইয়া) আহা! তা ত বটেই, সন্তান, বলেন কি? অমন স্নেহ ত আর নাই—

নচ বিদ্যাসম বন্ধুঃ, নচ ব্যাধিসম রিপুঃ
নচাপত্যসম স্নেহঃ, নচ দৈবাৎ পরং বলং।

চিন্তা করুবেন না, ঈশ্বর আরোগ্য করুবেন, ভয় কি? আপনি ধার্ম্মিক, আপনাকে মনঃপীড়া কথনই পেতে হবে না। গ্রহ বৈগুণ্যতে করে হয়েছে, চিন্তা নাই, আমাদের স্বস্ত্যয়ন কি সকলই নিষ্ফল হবে? কোথায়? ডাক্তার বাবু কি এই ঘরে না কি?

(উভয়ের প্রবেশ।)

কবি। আসুন ভট্টাচার্য্য মশাই, প্রণাম হই।

তর্কা। এই যে কবিরাজ মহাশয়, ডাক্তার বাবুকে পীড়ার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত করলেন?

কবি। আজ্ঞে হাঁ, আপনি যান, ঐ দিকে এগিয়ে যান, ডাক্তার বাবু ঐ দিকে আছেন।

তর্কা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই যে ডাক্তার বাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়ের কন্যাটিকে কেমন দেখ্‌লেন?

মন্ম। (মদে মত্ত হইয়া) আরে কে ও? কাঁড়াদাস বাবাজি না কি? মেয়েটি শিঙ্গে হাতড়াচ্ছে বাবা। বাঃ, বেড়ে ফক্কাটি উড়িয়েছ যে, দেখি—(স্পর্শ করিতে উদ্যত।)

তর্কা। (সচকিতে) হা রাম! এটা মাতাল না কি? (প্রত্যাগমন।) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মন্ম। (সম্মুখে আসিয়া)

"If thou wert my fool, nuncle, I'd have thee
beaten for being old before thy time."

এচোড়ে পেকেছ বাবা!

তর্কা। কি পাপ! মাতালটা কামড়াইবে না কি? গাঙ্গুলী মহাশয়ের বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে দেখিতেছি, এই মাতালটাকে কলিকাতা হইতে আনাইয়াছেন?——

মন্ম। "Do you smell a fault?
Who is it can say, *I am at the worst?*"

তর্কা। আরে মোলো, এটার মুখে দুর্গন্ধ দেখ?—এই যে মুন্সফ বাবু, আপনিও ঐ দলে না কি?

মুন্স। আগে অর্দ্ধেক ভোজন বটে—এঁদের দৌ[illegible] দেখ্‌ছি।

কবি। (সক্রোধে) আরে অতি অন্তজ! বড় বড় সাহেব ডাক্তার আমার সহিত পরামর্শ করে, তা উনি বা কোন—চলুন মশাই, এ স্থানে থাকা নয়।

(হরিহর, তর্কালঙ্কার, কবিরাজ ও মুন্সফের গমনোদ্‌যোগ।)

মন্ম। ছিঃ বাবা, বেরসিক! এক গেলাস টেনে যাও, কেবল ধেন খেয়ে মর, "A cup of wine that is brisk and fine—"

তর্কা। (বাহিরে আসিয়া) থু থু থু, রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ! বেল্লিক্‌টের কথা শুনেছেন? গাঙ্গুলী মহাশয় বুঝি আর সহরে ডাক্তার পান্‌ নাই? কি কর্ম্মভোগ! অ্যাঁ! সুরাটা কি সামগ্রী গা, মনুষ্যকে একেবারে পশুবৎ করিয়া ফেলে?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানী বাবুর বৈটকখানা।

(ভবানী, নন্দগোপাল ও নবীনমাধব আসীন।)

ভবা। (চিটি লিখিতে লিখিতে) নবীন বাবু, এক্সকিউজ্‌ মি (excuse me), আমার হয়েছে।

নন্দ। কেমন, এখন বিশ্বাস হয়েছে ত? অখিল বাবু ত আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নবী। যথার্থ, এতটা দূর কিন্তু আমারও বিশ্বাস হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! এরা লেখা পড়া শিখে এমন বয়ে গেছে!

নন্দ। তবু সে দিন তোমরা সব দেখ নাই, মাষ্টার রাগিয়ে দিলে, তা না হলে নৃত্য যে দেখ্‌তে, আমোদই বা কত? আমরা যে এত মদ খাই, তবু অত বেলেল্লাম কর্‌ত্তে পারিনে।

নবী। আর বোল না, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! এতে আর আমাদের দেশের উন্নতি হয়ে থাকে? যারা একটু ভাল হবে, তাদেরই যেন একটা না একটা দোষ ঘট্‌তেই চায়।

নন্দ। আমি এই কথা বলি, যে যা করে, কেন সর্‌পট্‌ করে না? লুকচুরি কেন? মজাও কর্‌ব, মানও খোয়াব না, এ অতি অন্যায়। মদ খাও, বেশ্যালয়ে যাও, যা কর সর্‌পট্‌ কর, ছদ্মবেশ কেন? আমরা মদ খাই, সকলকার সাম্‌নে খাই।

নবী। মদ খাও সেটা কি ভাল কর্ম্ম কর, তা নয়; তবে যা বল্লে, যে যা দুষ্কর্ম্ম করে প্রকাশ্যরূপে কর্‌লেই ভাল হয়, তা হলে লোকে তাদের চিন্‌তেও পারে, আর লজ্জায় পড়ে, চাই কি তারাও সোধ্‌রাতে পারে। কুকর্ম্মান্বিত হয়েও যদি বাহিরে সম্ভ্রম থাকে, তা হলে আর তাদের ভাল হবার কোন চেষ্টাই থাকে না—পাপই নাই তার প্রায়শ্চিত্ত কি?

নন্দ। ভয়ানক ব্যাপার! লোকে বলে আমরাই মন্দ, কিন্তু বোধ হয়, আমরা এদের অপেক্ষা লাক্‌ গুণে ভাল।

নবী। যা বল্লে, এদের বাহ্যিক কার্য্য দেখেই লোকে মুগ্ধ হয়ে পড়ে; মনে করে, এরাই আমাদের গৌরবের স্থল, এদের দ্বারাই আমাদের দেশের উন্নতি সাধন হবে। লোকেরই বা দোষ কি—যারা দিনের বেলা এমন ভদ্র, তারা যে রাত্তিরে পশুর অধম হয়, তাই বা তারা কি করে জান্‌বে?

নন্দ। আচ্ছা, এদের পিন্যাল্ কোডের (Penal Code) কোন ক্লজে (Clause) এনে ফেলা যায় না?

নবী। চার্জ (Charge) কৈ?

নন্দ। কেন, চিটিং (cheating) বোলে। এও ত এক রকম লোক্‌কে ঠকান বল্‌তে হবে—ভদ্রের পরিচয় দিয়ে অভদ্রের কাজ করা, এর চেয়ে ঠকামি আর কি আছে?—একবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে হয় না?

নবী। আদালতে এর কি কর্‌বে? সমাজের ভদ্র লোকে-দের দ্বারাই এ বিষয়ের শাসন হতে পারে। সকলে ঐক্য হয়ে যদি এদের সঙ্গে বাক্য আলাপ না করে, আর গবর্ণমেণ্ট যদি এদের কুচরিত্রের উপর নজর রাখে, এবং তাহার নিমিত্ত যথোচিত দণ্ড বিধান করে, তা হলেই এর প্রকৃত দমন হতে পারে।

নন্দ। গবর্ণমেণ্ট্ মনে কর্‌লে বরং কর্‌তে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের দ্বারা কখনই হবে না। এরা কেবল কাজ বোঝে, লোকের চরিত্র যেমন কেন হোক্ না, তা ধরে না।

নবী। ঐ ত মুস্কিল—ভালরও যে দর, মন্দেরও সেই দর।

ভবা। (লেখা সাঙ্গ করিয়া) তা হলে নবীন বাবু, তোমার হিসাবে কাহারও সঙ্গে আলাপ করা হয় না; মদ ত প্রায় সকলেই খায়, খাটী লোক ক জন আছে? তোমরা কটা লোকের চরিত্র জান বল? পার্‌টিতে না গেলে লোক চেনা যায় না। আমা-দের কাছে কাহারও এড়াবার যো নাই, ডাক্তার বল, উকিল বল, বড়মানুষ বল, সকলকেই জানা আছে; যারা খুব গোপনে সারে, তাদেরও এক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়্‌তেই হবে, কি বল নন্দগোপাল?—এই যে, আমাদের ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন।

(বিনোদ বাবুর প্রবেশ।)

বিনোদ বাবু, কৈ হুগ্‌লি যাও নাই ?

বিনো। না ভাই, সেটা ফস্‌কে গেল, ৫০ টাকা দিতে রাজি হ'ল না, তা ছেড়ে দিলেম—রেট্ (rate) ত আর কমাতে পারিনে।

নন্দ। আর সম্ভ্রম বাড়াতে হবে না, বোঝা গেছে।

ভবা। ডাক্তারি কর্ম্মটা বড় সরেস্, কোন কষ্ট নাই, মজা করে গাড়ি চড়ে গিয়ে, হাতটা দেখে, ভুলাইন্ লিখে দিলেই, টাকা।

নবী। বিলক্ষণ, আমার বোধ হয় ডাক্তারি অপেক্ষা কঠিন কাজ আর নাই। লোকের কেবল কষ্ট দেখ্‌তে হয়, আর সেই সকল ক্লেশ দূর কর্‌বার জন্যে কত ভাব্‌তে হয়, কত অনুসন্ধান কর্‌তে হয়, যত দিন রোগীটি আরাম না হয়, তত দিন মন সুস্থ হয় না, আর মারা গেলে ত পরিতাপের এক শেষ। পরের দুঃখে সদাই দুঃখিত, এর চেয়ে কষ্ট কি আর আছে ? ডাক্তারেরা কেবল শোকের ভাগী, সুখের ভাগী নয়।

ভবা। আচ্ছা, বিনোদ বাবু, তোমার ও রূপ হয় কি ?

বিনো। আমি ত আর মেয়েমানুষ নই, যে লোকের দুঃখ দেখে কাঁদ্‌ব। ডাক্‌লে গেলেম, ব্যবস্থা কর্‌লেম, টাকা নিয়ে চলে এলেম, তার আবার ভাবনাই বা কি, আর দুঃখই বা কি ? রোগী বাঁচ্‌বার হয় বাঁচ্‌বে, মর্‌বার হয় মোর্‌বে ; তবে যেগুল শীঘ্র মরে, তাদের জন্যে একটু আপ্‌সশ হয় বটে, যে তারা আর কিছু দিন বাঁচ্‌লে, দশটাকা আরও পেতেম।

নবী। (স্বগত) উঃ ! কি নির্দ্দয় ! এরা ডাক্তারি শিখেছিল কেন ? টাকাটাই বিলক্ষণ চিনেছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি তোমার রোগীদের কিসে শীঘ্র আরাম কর্‌বে, এমন চেষ্টা পাওনা কি ?

বিনো। সে জায়গা বিশেষে। যেখানে বৎসর বন্দবস্ত, কি ব্যাগার, সেখানে শীঘ্র আরাম কর্‌তে পার্‌লেই ভাল, আর যেখানে নগদ, সে কথায় কাজ কি?

নন্দ। তবে লোকে যে বলে, ডাক্তার্‌রা ভিজিট্‌ বাড়াবার জন্যে রোগীদের হাতে রেখে চিকিৎসা করে, সে কথা সত্য?

বিনো। সময় বিশেষে কর্‌তে হয় বৈ কি, না কর্‌লে চলে না—ওর মজা যেমন খোট্টাদের কাছে, তারা যেন দুধওলো গাই, দুয়ে নিতে পার্‌লেই হ'ল।

নবী। কেন? খোট্টারা কি এতই বোকা?

বিনো। সে কথায় কাজ কি! একটা সামান্য জ্বরে, সে দিন একটা খোট্টার কাছ্‌থেকে প্রায় দু শ টাকা বের্‌ করেছিলেম। তা বোলে কি সে যার তার কর্ম্ম? চালাকি চাই।

নন্দ। আচ্ছা ডাক্তার, তোমাদের এ ডাক্তারি পেসাতে পয়সা হয় কেমন?

বিনো। সে কথা কিছু বলা যায় না—তেমন পড়্‌তা যদি পড়ে, ত চাই কি অল্প দিনেই বড়মানুষ হওয়া যায়। তা বোলে কি আর এ বামুনের কপালে সে সব দাঁও যোটে।

নন্দ। ডাক্তারিতে আবার দাঁও কি হে?

বিনো। বিলক্ষণ, দাঁও ছাড়া কি ব্যবসা আছে? তেমন বড়-মানুষের নজরে যদি পড়া যায়, আর যদি তেমন মুরুব্বির জোর থাকে, তা হলে আর আমাদের পায় কে? লেখা পড়া শিখ্‌লেও হয় না, সৎ হলেও হয় না, আমাদের পড়্‌তাই হ'ল আসল।

নন্দ। হ্যাঁ হে, ডাক্তার্‌রা ঘুস নেয় কি?

বিনো। যো পেলে নেবে না কেন, নেয়, তবে সহরে বড় পারে না, ওটা শুনেছি মফস্বলেই কিছু চলে ভাল।

নন্দ। তোমাদের সে রকম দাঁও যোটেও না বোধ করি?

বিনো। সে কথা মিথ্যা নয়—খুনি, কি বিষ খেয়ে মরা কেস্, এখানে তেমন কৈ? যাও দুটা পাঁচটা ঘটে, সে সব আমাদের হাতে আসে না। ডাক্তারদের রোজ্কার এদানি অনেক কমে গেছে—এখন আর তেমন বড়মানুষও নাই, আর লোকও সব শেয়ানা হয়ে পড়েছে। আগে বক্সিস্ বল, পার্ব্বণী বল, কত রকমে পাওনা ছিল, এখন আর তার কিছুই নাই—লেহ্য পাওনা দিতেই লোকে কাতর হয়।

নবী। (সবিস্ময়ে) কি সর্ব্বনাশ! ডাক্তারিতেও ঘুস চলে!

নন্দ। কেন, ডাক্তাররা কি দেবতা? ভাল মন্দ সকল কাজেই আছে। আচ্ছা ডাক্তার, এই যে কন্সাল্টেসন্ (Consultation) করতে তোমরা ইংরেজ ডাক্তারদের ডাক, তারা কি তোমাদের কিছু বক্রা দেয়?

বিনো। টাকা নগদ দেয় না, তবে কি জান, বেশী ভিজিট্ দিয়ে দিতে পার্লে, তারা আমাদের কিছু বাধ্য থাকে, আর পাঁচ জায়গায় সুখ্যাতও করে।

ভবা। ঠিক কথা, তাই জন্যে তারা তোমাদের সঙ্গে প্রায় ডিটো (ditto) দেয় বটে? সাহেব ডাক্তাররা এসে কিন্তু প্রায় রোগটাকে শক্ত বোলে গৃহস্থকে বড় ভয় দেখায়, এর কারণ কি?

বিনো। ওটা আমাদের পলিসি, প্রথম থেকে রোগটা শক্ত বলায় অনেক লাভ আছে; যদি আরাম হয়, লোকে বল্বে খুব শক্ত ব্যারাম আরাম করেছে, আর যদি মারা যায়, তা হলেও লোকে বড় আমাদের দুষ্বে না, বল্বে আয়ুর্দ্দায় ছিল না, মারাগেছে; আর প্রথম থেকে সহজ বলে, যদি রোগী মারা যায়, তা হলে লোকে বল্বে, ডাক্তারটা কি মুর্খ, রোগটা

ঠাওরাতে পারে নাই, আর যদি আরাম হয়, তা হলে যশ নাই, সামান্য ব্যারাম—তা ছাড়া, প্রথম থেকে আসর্‌টা জম্‌কে নিলে, কাজ পাওয়া যায় ভাল।

নবী। আচ্ছা বিনোদ বাবু, ডাক্তার হলেই প্রায় মদ খায় কেন?

বিনো। সেটা কেবল সংসর্গদোষ। পসারের জন্যে পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হয়, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়, তারা যা করে, কাযেই তাই কর্‌তে হয়, তা না হলে আলাপ থাকে না; এই এক কথা গেল, আর মদটা না খেলে বেশী লোকের সঙ্গে আলাপও হয় না, বড়মানুষদের পার্‌টিতে মিশ্‌লে যেমন সার্‌কল্‌ অব্‌ ফ্রেণ্ডস্‌ (circle of friends) বাড়ে, এমন কিছুতেই বাড়ে না। (ঘড়ী খুলিয়া) ভবানী বাবু, আজ উঠি ভাই, এখনও একটা রোগী দেখ্‌তে রয়েছে।

নন্দ। আরে বসো না, কোথায় যাবে, এখন রাত হয় নাই। আচ্ছা ডাক্তার, তোমরা রোগী দেখ্‌তে গিয়ে অত তাড়াতাড়ি কর কেন বল দেখি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতখানা একবার দেখে পালাতে পার্‌লেই বাঁচ?

বিনো। তাই ত, তোমরা যে আমাদের সকল ফন্দি শিখে নিলে দেখ্‌ছি; ওটা কেবল লোক্‌কে জানান, যে অনেক রোগী হাতে আছে—বড় ব্যস্ত।

নন্দ। বটে, বড় ব্যস্ত, আড্‌ডা বয়ে যায়, কেমন? হ্যাঁ হে, প্রেস্কৃপ্সানের উপর, দামের জায়গায়, টাকা আনার বদলে এ, বি, সি (A. B. C) অনেকে লেখে দেখিছি, সেটা কি হে?

বিনো। অনেকে দামেরও একটা করে এল্‌ফেবেট্‌ (Alphabet) করেছে, তা না হলে, দামটা স্পষ্ট লেখা থাক্‌লে, পাছে অন্য

ডাক্তারখানায় দেখে, তার চেয়েও কম দামে দিয়ে, খরিদারটা ভাঙ্গিয়ে নেয়। আমাদের কথা কিছু বলো না—এ সকল ফন্দির ভিতর ঢোকা বড় শক্ত। [প্রস্থান।

নবী। ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু বোধ হয়, ভাল ডাক্তারে এ রকম কেউ করে না। তা হলে, তাদের লোকে ডাক্‌বে কেন?

নন্দ। তার মানে নেই। অনেকেই ত ঐ রকম, কিন্তু তাদের খুব পসার, এবং বেস দশ টাকা সঙ্গতিও করে ফেলেছে। তারা সব কপালে খায় আর কি।

নবী। তা হতে পারে, কিন্তু দেখো, সে পসার বেশী দিন থাক্‌বে না। Honesty is the best policy—জান ত? শেষ পস্তাতে হবে। চল, আজ উঠা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলকণ্ঠ বাবুর অন্দর মহল—হেমলতার শয়নাগার।

(হেমলতা আসীনা।)

হেম। (পুস্তক ত্যাগ করিয়া) তাই ত! আজ এখনও ভাত খেতে ডাকে না কেন? বেলা ত কম হয়নি, বাবা ত কুটী গেছেন কখন—মা যদি এক দিন পড়েন ত সংসার চলা ভার। সোদো আছিস্ ওখানে? দেখ্ দেখি রে, ভাত কি এখন হয়নি?

সোদো। ভাত ত অনেক ক্ষণ হয়েচে দিদিমণি, আমি ঠাঁই করে রেখে এসেচি ত এখন না—দেখি বামুণ কি কর্‌চে।

[প্রস্থান।

হেম। এত বেলা হয়েছে তবু পোড়া ক্ষিধে আর হয় না, ডাক্তারও বলে খাও খাও, মাও জোর করে খাওয়ান, খেতে কি আমার অসাধ, পোড়া পেটে যায় কৈ। আঃ, চুলগুল এক জ্বালা হয়েছে, স্নান করে সুখ নাই—তেমনি আবার পরমেশ্বর দিয়েও-ছেন এক রাশ, এ বালাই রাখাই বা কেন? আমার আর শ্রীই বা কি, আর শোভাই বা কি, এ গুলন ত্যাগ করাই উচিত——

(সোদোর প্রবেশ।)

সোদো। দিদিমণি, তুমি যাও, ভাত বেড়েচে, আমি তত-ক্ষণ বিচানাটা ঝাড়ি।

[হেমলতার প্রস্থান।

বামুণটোর বিবেচনা দেখ দেখি, দেখ্‌চিস্‌ মা বিচানায় পড়ে, না হয় মেয়েটাকে ডেকে দুট ভাত দে। ও নাকি তেমনি মেয়ে, যে ভাত চেয়ে খাবে! একবার বস্‌তে হয় তাই বসে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আহা! মেয়ে ত নয়, যেন পরী! বিধাতার কি বিবেচনা, এমন বয়েসেও বিধবা কর্‌তে হয়! তা আমারই বা কি? দিদিমণি যদি ভাঙ্গা, ত আমি আবার দুখানা। উনি তবু দু দিন শ্বশুরঘর করেচেন, আমি আবার তাও নয়। (মন্মথ ডাক্তারকে দূরে হইতে আসিতে দেখিয়া) ওমা, ডাক্তার মশাই আসচেন্‌ যে! (মস্তকে কাপড় দেওন।)

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। কে ও ঝি? তোমাদের এঁরা সব কোথায়?

সোদো। আজ্ঞে, কর্ত্তা মশাই কুটী গেচেন, বড় বাবুও ভাত খেয়ে একবার ও বাড়ী গেলেন, বাবুরা কেউ বাড়ী নাই।

মন্ম। বটে। (স্বগত) তবে পুরুষেরা কেহই বাড়ী নাই, ঠিক

সময়ে এসেছি। (প্রকাশ্যে) তোমার মেয়ে বাবুরা ত আছেন, তাঁহাদেরই না হয় ডেকে দাও।

সোদো। আজ্ঞে তাই বা কৈ, গিন্নিমা ত আজ কদিন ধরে মাথার ব্যাথায় বিচানা থেকে ওঠেন না, বউঠাকরুণও বাপের বাড়ী গেচেন, সে ত আপনি জানেন, থাকবার মধ্যে এক দিদিমণি আচেন, তিনি এই আহার করতে গেলেন।

মন্ম। তাঁকেই ডাক একবার দেখে যাই কেমন আছেন। (স্বগত) অন্যদের ত আমার বড় দরকার। খুব সময়ে এসেছি, গিন্নি পর্য্যন্ত পড়ে।

সোদো। এইখানে বসুন, আমি খপর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

মন্ম। এত সুবিধা থাক্‌তেও যদি কিছু না করে উঠতে পারি, তবে আমার চেয়ে নির্ব্বোধ আর নাই। নীলকণ্ঠ বাবুর, আমার উপর অটল ভক্তি, আমি যা বলি তিনি তাই শোনেন, বাড়ীর ভিতর সচ্ছন্দে আসি যাই তা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা বাত্রাও চলে, এর চেয়ে সুবিধে আর কি হবে।

(সোদোর পুনঃ প্রবেশ।)

সোদো। আপনি একবার বাইরে গিয়ে বসুন, দিদিমণির একটু দেরি আচে।

মন্ম। তা হোক্ না, তাড়াতাড়ি কি? আমি এই খানেই বস্‌ছি।

সোদো। আজ্ঞে না, তিনি এই ঘরে এসে পান জল খাবেন।

মন্ম। বটে, তবে বাহিরেই যাই, বড় দেরি করো না। (স্বগত) মাগী তাড়ালে।

[বাহিরে গমন।

সোদো। আমাদের ডাক্তারটি যেন ঘরের লোকের মত, আপনিই আস্‌চে যাচ্চে, দেখচে শুন্‌চে, কোন বালাই নেই। রোগীদের কেমন যত্ন করে দেখে, কতক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস পড়া করে; অন্য ডাক্তারগুল যেন সিপুয়ে গোরা, হুট্ মুট্ করে আসে, দেখ্‌লে যেন ভয় করে—আমাদের কর্ত্তা ভালও বাসেন তেমনি। যাই দিদিমণির এতক্ষণ খাওয়া হ'ল এসে।

[প্রস্থান।

(হেমলতার প্রবেশ।)

হেম। কৈ রে সোদো, গামচা খানা কৈ? ও হো পেয়েছি। ডাক্তার মশাই চলে গেলেন বুঝি রে?

সোদো। না, তিনি বাইরে বসে আচেন।

হেম। সোদো, তুই ডাক্তার মশাইকে বলে আয়, আমি ভাল আছি, এখন আর আমায় কি দেখ্‌বেন, অসুখ হলে তখন বলে পাঠাব।

(মন্মথের প্রবেশ।)

সোদো। ওমা, ডাক্তার মশাই ঐ যে আপনিই আস্‌চেন, আমি আরও বারণ কর্‌তে যাচ্ছিলেম।

মন্ম। এই যে আসা হয়েছে, ভাত খেতে এত দেরি কেন? আগেকার চেয়ে এখন বেশী খেতে পারেন বুঝি? কেমন ঝি? এবারকার ওষুধটায় কেমন কিছু উপকার হয়েছে কি?

হেম। হাঁ, এখন ত আছি ভাল।

মন্ম। ঐ ত হয়েছে মুস্কিল, বেস আরাম হয়ে যায়, আবার কোথা থেকে আসে। তোমার এই রোগের জন্যে যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত তা বলে জানাতে পারিনে, কত রকম চেষ্টা কর্‌ছি কিসে শীঘ্র আরাম হয়, কিন্তু হবে কি, তোমার শরীরের

অবস্থা বড় খারাপ—স্বভাবের বিরুদ্ধে অত অনিয়ম থাক্‌লে সুধু ওষুধে কি কর্‌বে? শরীরের সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম পালন না হলে হবে কেন?

হেম। কৈ, অনিয়ম ত আমি কিছুই করি নে।

সোদো। না বাবু, তায় উনি খুব সাবধান, যা নিয়ম করে দেচেন তার একটু ইদিক্ উদিক্ হবার যো নেই।

মন্ম। সে অনিয়মের কথা আমি বল্‌ছিনে। শরীরে স্ফূর্ত্তি থাকা বড় আবশ্যক; মনের অত মলিনত্ব থাক্‌লে শরীর কখন ভাল থাকে? (স্বগত) এ ঝি মাগীটে এখানে কি করে? (প্রকাশ্যে) ঝি, এক গেলাস খাবার জল আন ত।

[সোদোর প্রস্থান।

তোমার মত ত অনেকে আছে, তারা ত বেস্ আমোদ আহ্লাদ করে বেড়ায়। যা হবার তা হয়ে গেছে. তার জন্যে কি অত চিন্তিত থাক্‌তে হয়! সদা হাসি খুসি খেলা ধুলো কর্‌লে, মনও প্রফুল্ল হয়, শরীরও সুস্থ থাকে। তাস্ খেল্‌তে জান ত? তোমার ভগ্নীদের সঙ্গে খেল্‌তে পার না? তোমার সেই খুড়্‌তুতো বোনের নামটি কি ভাই? দিব্য নামটি, দেখ্‌তেও অতি চমৎ-কার! (চিবুকে হস্ত দিয়া) অমন ঘাড় হেঁট করে রহিলে কেন ভাই? ভাল করে কথা———

হেম। কি—ই? এত বড় আস্পর্দ্ধা? (রাগান্ধা হইয়া মন্মথের গালে সবলে চপেটাঘাত।)

(সোদোর জলপাত্রহস্তে প্রবেশ।)

সোদো, দাদাকে শীঘ্র ডাক্‌তো।

[বেগে প্রস্থান।

সেদো। ছি বাবু, এমন কর্ম্মও করে, একেবারে কেউটে সাপ ঘাঁটিয়েচ? ওরা সব সতীলক্ষ্মী, ওদের কাছে যায়? এখন উপায়?

মন্ম। (হতবুদ্ধি হইয়া, করযোড়ে) সোদামিনী, বাছা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আর গোল করো না, আমায় ছেড়ে দাও।

সোদো। আমি আর কি গোল করব, বাইরে চল, বড় বাবু লম্বা কর্‌বেন এখন।

মন্ম। তাই ত, কি বিপদেই পড়্‌লেম গা? (স্বগত) কুমারটা ত গোঁয়ার, হয় ত খুন্ করেই ফেল্‌বে দেখ্‌ছি। হায়! হায়! এমন কুকর্ম্ম কেন কর্‌লেম! হে পরমেশ্বর রক্ষা কর!

[উভয়ের প্রস্থান।

(রেবতীর প্রবেশ।)

রেব। কৈ, সে অভাগী গেল কোথায়? আর পারিনে, একা মেয়েই আমাকে সার্‌লে। এর মধ্যে আবার কখন ডাক্তার এলো, তা না হয় আমাকেই ডাক্। সে পোড়ার মুখোরই বা কি আক্কেল? কেউ ডাকে নাই ডোকে নাই, কি তার শ্রাদ্ধ কর্‌তে এসেছিল?

[প্রস্থান।

(হেমলতার পুনঃপ্রবেশ।)

হেম। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ হতভাগিনী কি আপনার নিকট এতই অপরাধী? মনুষ্য জন্মের সকল সুখে বঞ্চিত হয়ে, অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে আছি, তাতেও এত ব্যাঘাত! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) উঃ! আর পারিনে, প্রাণ আমার কেমন কর্‌ছে। মন, তুমি এত

অস্থির হচ্ছ কেন? এ অপবিত্র দেহে তুমি কি আর থাক্‌তে পার্‌ছ না? হা নাথ! আমায় অনাথা করে কোথায় বিস্মৃত হয়ে রহেছেন—এ দাসীকে আপনার চরণে স্থান দিন, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না—(ক্রন্দন।)

(নলিনী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

নলি। হেম, তুই ত ভারি ছেলে মানুষ দেখ্‌ছি—কেউ যদি গায়ে বিষ্ঠে দেয়, তা হলে কি গাটা একেবারে অপবিত্র হয়, ধুলেই ত শুদ্ধ হয়। সেটা নরাধম, আপনার চরিত্রের পরিচয় দিয়ে গেছে, তাতে তোর এত বিলাপ কেন?

কাদ। সত্যি ত ঠাকুর্‌ঝি, ছিঃ, অমন করে কি কাঁদ্‌তে আছে?

(রেবতীর প্রবেশ।)

রেব। আহা! বাছার আমার কি সাজাই গা! এমন কপাল করেও এসেছিল যে এক দিনের তরে সুখী হ'ল না! (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) আর কাঁদিস্‌নে, চুপ কর।

নলি। বলি, তা কান্নাটা কিসের? এমন ত জ্বালাও দেখিনে, দোষ কর্‌লে এক জন, তুই কাঁদিস্ কেন বাবু?

রেব। ঐ ত, মেয়ের সব বাড়াবাড়ি। কেঁদে কেঁদে আবার ব্যাথাটা বাড়া?—একখানা কি?

(রামার প্রবেশ।)

রামা, কোথায় থাকিস্ বল্‌দেখি? একবার তোকে ডেকে পাওয়া যায় না। সে মিন্‌সে গেছে?

রামা। না, যাবে কোথা, বাইরে বসিয়ে রেখেছি, দরওয়ান বড় বাবুকে ডাক্‌তে গেছে।

রেব। না না ছেড়ে দিগে যা, আর মার ধোরে কাজ নাই, এমনিতেই আমার গা কাঁপ্‌ছে।

নলি। না কাকিমা, অমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না—কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নেপথ্যে। রাস্‌কেল্ কাঁহেকা, ঘুঘু দেখেছ এখন ফাঁদ দেখ নাই? (প্রহারধ্বনি) You bloody scoundrel. মিট্‌মিটে ডাইন ছেলে খাবার রাক্ষস! (প্রহারধ্বনি)

রেব। (চমকিত হইয়া) ঐ বুঝি কুমার এসে মার্ ধোর্ কর্‌ছে? আর বাঁচিনে, মরণটা হয় ত হাড়্‌টা জুড়য়।

[রামার প্রস্থান।

নেপথ্যে। Damn your eyes—ভণ্ডামি? (প্রহারধ্বনি) এমন কাজ আর কখন করবে, শুয়ার কাঁহেকা?—দে নাকে খত দে—দে নাকে খত, আরো দে, হয় নাই। (প্রহারধ্বনি।)

রেব। ওরে দেখ্, মেরে ফেল্লে বুঝি, সেটা ত গোঁয়ার,—ভাল পাপ বটে!

[প্রস্থান।

নলি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! খুব হয়েছে! তুই সুধু চড় মেরেছিলি, আমি হলে লাতি মেরে তার মুখটো ভেঙ্গে দিতেম।

কাদ। আমি তাই ভাবি, মিন্সের ভাই কি ভরসা!

(সোদোর প্রবেশ।)

নলি। কিরে ছেড়ে দিলে? কেমন, উত্তম মধ্যম খুব দিয়েছে?

সোদো। দিদিমণি, সে কথা আর কিছু বলো না, এমন মার্ বাবু কখন দেখিনি। বাবা রে! যে জুতো, তার এক ঘা আমরা খেলেই অক্কা। আহা মিন্সে অমনি চোরের মত পড়ে মার্‌টা খেলে।

নলি। এ মাগীর জ্বালায় আর বাঁচিনে, তুই না হয় তার হয়ে দু ঘা খেতে পার্‌লিনি? তা যা হোক্, কি দৌরাত্ম্য ভাই?

ডাক্তার্‌রা এ রকম হলে ত বড় মুস্কিলের কথা, ব্যাম হলে ওদের না দেখিয়েই বা লোকে থাকে কেমন করে ?

কাদ। তুমিও যেমন, সকলে কি আর ও রকম, ভাল মন্দ সকল কাজেই আছে। কেন, আমাদের ডাক্তারটি কেমন সভ্য ভব্য, বাড়ীর ভিতর মোটে ঘাড় তুলে চায় না।

নলি। তা ভাই কিছু বলা যায় না, এও ত দেখ্‌তে বেস শিষ্টুশান্ত, নাম ডাক্‌ আছে, তাই দেখেই ত কর্ত্তা ডাক্‌তেন, ভিতরে যে এত গুণ, তাই বা তিনি কি করে জান্‌বেন।

কাদ। ঐ ত মুস্কিল, ছদ্মবেশীগুলদের চেনা ভার।

নলি। এদেরই ভণ্ডতপস্বী বলে আর কি; এদের ভিতরে এক রকম, বাহিরে এক রকম—

তারা যেন বোন, কতই সুজন,
পরহিতে সদা রত।
বাহিরে সরল, ভিতরে গরল,
মাকাল্‌ ফলের মত।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বাবুর ডাক্তারখানা—প্রাইভেট্ রুম্।

(বিনোদ, নন্দগোপাল, কুমারকৃষ্ণ, ভট্টাচার্য্য ও হরিশ আসীন।)

নন্দ। ভট্‌চায বুঝি সকালে জোলাপ নিয়েছিলে? হাতে রেখে টেন বাবা, শেষ যেন ঝোলা না আন্‌তে হয়।

ভট্ট। বামুণের পেট বাবা ধোয়াই আছে। হরিশ, ও কি কর্‌ছ? ঢাল না, কুমারের মুখ পানে তাকাচ্ছ কি? কুমার বাবুর জয় জয়কার হোক্, দে বাবা ঢাল। হুকুম দিয়ে দে।

বিনো। ভট্‌চায, একটু চেপে ভাই, আজ কাল অনেক গোয়েন্দা ফেরে।

ভট্ট। তুমিও যেমন, খপরের কাগজ পড়ে বুঝি ভয় পেয়েছ, তোমার প্রেস্কৃপ্‌সানে আমরা খাচ্ছি, তাতে কারও দন্তস্ফুট্ কর্‌বার যো নাই—ডাক্তারি বড় শক্ত হিসেব।

নন্দ। না হে ভট্‌চায, এ বারকার বন্দোবস্ত বড় সহজ নয়। জনেক দু জন ডাক্তার না কি এপইণ্ট (appoint) হবে, তারা সব ডাক্তারখানা ইন্‌স্পেক্ট (inspect) করে বেড়াবে, ডাক্তারখানায় এরূপ জটলা আর কর্‌তে দেবেনা; আর মদের একটা লিমিট্ (limit) হবে, ডাক্তারখানা বুঝে, এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ ছ ডজনের বেশী কোন ডাক্তারখানায় মদ কিন্‌তে পার্‌বেনা, তাও আবার কালেক্টারের কাছথেকে পাস্ করে আন্‌তে হবে।

ভট্ট। সে যখন হবে তখন হবে, এখন পরের মুখে ঝাল খাও কেন? বিনোদ বাবু, তুমি ভাই বড় সরু ধার কাট্‌ছ?

বিনো। ময়রায় কি সন্দেশ খায় হে? (জনান্তিকে) হরিশ, যা দিচ্ছ সব লেখা হচ্ছে ত?

নন্দ। পাস্ ছাড়া যিনি ডাক্তারখানার জন্যে মদ কিনবেন, তার ৫০০ টাকা জরিমানা হবে, আবার যে শুঁড়িতে পাস্ ভিন্ন তাদের বেচ্‌বে, তারও দণ্ড হবে।

বিনো। ও হে, টাকা থাক্‌লে ও সকল নিয়মকে তখন পার্‌ব। রূপচাঁদ বড় জিনিস্! এ কি শুঁড়ির দোকান পেলে যে, কথায় কথায় নাড়া দেবে? এ সব ডাক্তারি ফন্দি, আমরা কোন নিয়মের বশীভূত নই, যা মনে করি তাই করতে পারি। আমরা প্রেস্কৃপ্‌সনে যা লিখে দেই, তার কৈফেত্ নাই।

ভট্ট। ফলে, সে কথা বড় মিথ্যা নয়, ডাক্তারি ফন্দিটে বড় জবর, ধর্‌তে ছুঁতে নাই।

কিবা ফন্দি ডাক্‌তারি, বলি হারি যাই,
এ হেন শুঁড়ি ভায়ার, মুখে দিলে ছাই।
নাহি লাগে ঘুস্ ঘাস্, নাহি লাইসেন্,
ডজন্ ডজন্ আসে, ব্রাণ্ডি শ্যাম্‌পেন্।
মদকে ওষুধ বলে, বেচে দিন রাত,
চেয়ে থাকে এক্সাইস্, গালে দিয়ে হাত।
বাপের একাউণ্টে ছেলে, মদ খেয়ে বাঁচে,
রসিদে এসেন্স লেখে, ধরা পড়ে পাছে।
শুঁড়িখানা রাতে বন্ধ, আছে আইন্ জারি,
কত ভায়া তরে যান, পেয়ে ডিস্পেন্সারি।

কুমা। তাই ত, ভট্‌চায যে সাক্ষাৎ কালিদাস দেখ্‌ছি।

আচ্ছা বিনোদ বাবু, যদি লাইসেন্স নিয়েই এত গোল, তা একখানা লাইসেন্সই কেন নাও না?

ভটু। হাঁ, বলেছ ভাল, তা হলে আরও একখানা সাইন্ বোর্ড বাড়ে বটে—Licensed to retail Doasta—তাই বা মারবে কোথায়? বাহিরের দেয়ালে ত আর জায়গা রাখ নাই। (সসম্ভ্রমে) একখানা গাড়ি লাগ্‌ল না? (জানালা হইতে দৃষ্টি করিয়া) ওহে, কৃষ্ণ ডাক্তার আস্‌ছে, আরও একজন কে সঙ্গে আছে।

(কৃষ্ণ ডাক্তারের, এক বন্ধুর সহিত প্রবেশ।)

বিনো। আসুন, আজ এত সকাল সকাল যে?

কৃষ্ণ। এলেম—এ বেলা ডাক্ ডোক্ বড় ছিল না, আর ইনি তোমার ডাক্তারখানা দেখ্‌তে চাইলেন, তাই নিয়ে এলেম।

বিনো। আপনার এমনই অনুগ্রহ বটে। বাবুর নাম?

কৃষ্ণ। ওঁর নাম মোহিনী বাবু, উনি আমার পরম বন্ধু।

নন্দ। বাবু, আসুন আপনার হেল্‌থ (Health) পান করি। (সকলের মদ্য পান।)

ভটু। (জনান্তিকে নন্দগোপালের প্রতি) ওহে দেখেছ মজা, লোকটা কথা কহে না, ঘাড় হেঁট করেই আছে, বড় লাজুক বোধ হয়। (প্রকাশ্যে) বাবু, আপনার নিবাস?

বন্ধু। (মৃদুস্বরে) পদ্মপুকুর।

ভটু। আপনার বিষয়কর্ম্ম কি?

বন্ধু। জমিদারী।

ভটু। (স্বগত) কেমন হ'ল! আওয়াজটা! দেখ্‌তে হ'ল—(প্রকাশ্যে) সে ত বিষয় হ'ল, কর্ম্ম কি করেন?

বন্ধু। দেখা শুন।

ভট্ট। (স্বগত) এক কথাতেই যে সারে। ঠিক যেন মেয়ে-মানুষের মত গলা! কেমন হ'ল? (জনান্তিকে বিনোদের প্রতি) ডাক্তার কেমন শেয়ানা দেখেছ? আপনার কাজ ভোলে না, দিব্য দুটিতে মুখমুখি হয়ে গেলাস খালি কর্‌ছে।

বিনো। (জনান্তিকে) তা কর্‌বেন না কেন? ইদিকে যে বেয়ারিংপোষ্টে। (প্রকাশ্যে) কেষ্ট বাবুর বুঝি আমাদের কুমার বাবুর সঙ্গে আলাপ নাই? আসুন এইদিকে, আলাপটা করুন। (জনান্তিকে) হরিশ কি কর্‌ছ, চেপে।

কৃষ্ণ। রও বাবা, আগে কারুগো বোঝাই করি। হরিশ দেখ্‌ছ কি? ঢাল না। কোন রকম চাট্‌ নেই হে? সকালে যে ডিকক্সান্‌ কার্‌নির (Decoction Carnae) প্রেস্কৃপ্‌সন্‌ পাঠিয়ে-ছিলেম, তার সিটেগুল কি কর্‌লে?

হরি। আজ্ঞে বোধ হয় আছে, তাতে কি হবে?

কৃষ্ণ। আরে, তাইতে একটু মাষ্টার্ড (Mustard) মাখিয়ে নিয়ে এস না—কিছু বুদ্ধি নাই?

কুমা। (জনান্তিকে ভট্টাচার্য্যের প্রতি) ওহে, কি প্রবৃত্তি? দেখ্‌তেও যেমন, ব্যবহারেও যে তেমনি—Regular scavenger.

ভট্ট। (জনান্তিকে) নন্দ বাবু, তুমি ত ভাই একজন জহুরী, এই বন্ধুটিকে একবার কষে দেখ দেখি, চেহারাখানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে না? আওয়াজটা সরু, নাক কাণ বিঁধন, বুখটা ভারি ভারি, মাথার চুলগুলও টানা, ঠাউরে দেখ দেখি।

নন্দ। (বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) Exactly ভট্‌চায, এর মধ্যে তোমরা কখন গা শোকাশুঁকি কর্‌লে? ঠিক ধরেছ, রও। (প্রকাশ্যে) বাবু, তোমার নাম্‌টি কি বল্লে ভাই?

বন্ধু। মোহিনী।

নন্দ। সুধু মোহিনী? না বাবু, তুমি মনোমোহিনী—কেমন?

বঙ্কু। (লজ্জাবনত মুখে স্বগত) সর্ব্বনাশ করেছে! ধরে ফেলেছে, এখন উপায়? (জনান্তিকে কৃষ্ণ ডাক্তারের প্রতি) ডাক্তার বাবু, সরে পড়ি চল।

(একজন ভদ্রলোক খরিদ্দারের প্রবেশ।)

খরি। এখানে যে কাহাকেও দেখ্‌ছিনে। কম্পাউণ্ডর বাবু কোথা গেলেন গো?

হরি। এই যে, কি চাই মশাই?

খরি। একটা দাও আর কি?

হরি। কি একটা? ভেঙ্গে বলুন না।

খরি। ভাঙ্গবার যো নাই, আস্ত একটা।

হরি। তবেই ত, ভেঙ্গে না হলে যে আমাদের আবার বেচ্‌বার যো নাই।

খরি। এ ধারে নয় বাবা, রেডি মনি ক্যাশ্—(পাঁচ অঙ্গুলি দেখান।)

হরি। ক্যাশ্ হলে কি হয়, আপানাকে ত চিনি না, আপনাকে আইডেন্টিফাই (identify) করে কে?

খরি। কি মুস্কিল, এখানেও রেজিষ্টারির হ্যাঙ্গাম না কি? ভয় কি হে, বিনোদ ডাক্তার আমার ক্ল্যাস্ ফ্রেণ্ড্, তুমি দাও, কুচ্ পরোয়া নেই।

হরি। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কৈ টাকা পাঁচটা দিন দেখি। (একটি ব্রাণ্ডির বোতল আনিয়া) এই নিন—চাদর জড়িয়ে বগলের ভিতর করে নিয়ে যাবেন।

খরি। কিছু বল্‌তে হবে না বাবা, এ কর্ম্মে খুব পেকে গেছি।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বিনোদ বাবু, আমরা চল্লেম, আধ বোতলটাক্ গাড়িতে দিতে বলে দাও। (গমনোদ্যোগ।)

ভট্ট। সেও কি কথা? এক যাত্রায় পৃথক ফল? বন্ধু, তুমি ওদের কথা শুন কেন? এস আমরা আলাপ করি। (মদ্যপান।) হ্যাঁ বন্ধু, তোমার ভাই পড়া শুন কোথায় হয়েছিল?

বন্ধু। ছেলেবেলা বাড়ীতে পণ্ডিতের কাছে বাঙ্গালা পড়েছিলেম, বিয়ে হলে তিনি খান দুই ইংরিজী বই পড়িয়েছিলেন। তাঁর কাল হলে, গুপ্ত-একেডেমিতে ভর্ত্তি হই, সেখানে তিন বৎসর পড়ি, এক পয়সা মাহিনা লাগে নাই, বরাবর স্কলার্সিপ্ পেয়ে এসেছি; সেখান থেকে আউট্ হয়ে, পাব্লিক-আফিসে কিছু দিন এপ্রেণ্টিস্ থেকে, ক্রমে যত চটক্ দেখাতে লাগ্লেম, তত মাহিনেও বাড়্তে লাগ্লো, কর্ম্ম কাজও বেস চল্ছিল, অদৃষ্ট ক্রমে সাহেবেরা একটা সর্ব্বনেশে আইন্ করলে, যে আফিসের সকলকে মাসে দুবার করে একজামিন্ দিতে হবে। আফিসে হাহাকার পড়ে গেল, অনেকে ছেড়ে দিলে, আমি আর সেটা পার্লেম না, অনেক দিনের সার্ভিস্, পেন্সানের লোভ ছাড়া বুঝতেই পার? আর এক বৎসর হলেই ফুল্ পেন্সান্ হয়। (সসম্ভ্রমে) বাহিরে ও কিসের গোলমাল? পাহারাওলার গলা না? (ব্যস্ত হইয়া) গেল হপ্তায় একজামিন্ দিতে যাই নাই, তাই ধর্তে এসেছে বা? ওগো ভট্চায্যি মশাই, কোথায় লুকুই বলুন? ধর্লে যে?

(সার্জন, পাহারাওলা, ও খরিদারের প্রবেশ।)

সার্। (ব্রাণ্ডির বোতল হস্তে) টোম্ এ বোটল হিঁয়াসে লিয়া থা?

খরি। হাঁ সার্, for sickness, sir.

সার্। Damn your sickness! এ দাওয়াইখানা কিস্কো হায়?

(বিনোদ ও হরিশের প্রবেশ।)

বিনো। What's the matter? কি, হরিদাস বাবু যে, এ কি?

সার্। Did you sell this bottle of Brandy to this man?

(বিনোদ বাবুর, বোতল লইয়া দৃষ্টি করণ।)

হরি। (জনান্তিকে) বলুন হঁা, আমি কৃষ্ণ ডাক্তারকে দিয়ে একখানা প্রেস্কৃপ্‌সন্, হরিদাস বাবুর নামে লিখিয়ে ফাইলে রাখ্‌ছি।

বিনো। Yes I did; we can sell any quantity for *bonâ fide* medicinal purposes.

সার্। Nonsense! How much did you charge for it?

হরি। এ বহুৎ উম্‌দা চিজ্ হায়, ইস্কা দাম পাঁচ রূপেয়া।

সার্। What! পাঁচ রূপেয়া? টোম্ লোক ডাকু হায়। টোম লোক্‌কো ঠানেমে যানে হোগা—রামদিন্ লে চল।

খরি। সার্, excuse সার্, মাপ কিযে সার্, very গর্‌জমে লিয়া সার্, my dear wife sir, very ill sir, বাতশ্লেষ্ম বিকার সার্, ছেড়ে দাও সার্, রুগী যায় হলে, who will answer sir?

সার্। যায় কিয়া?

খরি। যায়, not know sir? এই জিস্কো বোল্‌তা হায়, শিঙ্গে ফোঁকা———

সার্। বাস্ বাস্, চুপ্‌ রও, টোম্ বড়া চালাক্ হায়। লে চল।

পাহা। চলিয়ে, খোদাবন্দ আপ্‌কো হুকুম হোয় তো হাম্ দোনকো বাঁধ্‌কে লে যায়?

বিনো। (জনান্তিকে) জমাদার সাহেব, আর পোড়াও কেন? এই নাও। (গুপ্তভাবে পাহারাওলার হস্তে দুইটি টাকা দেওন।)

সার্। কিস্কো হুকুম্‌সে তোম্ সরাপ বেচা ? টোমারা লাই-সেন্স হায় ?

হরি। লাইসেন্সকা দর্‌কার কিয়া ? ডাক্তারলোক প্রেস্কৃপ্সন্‌মে যো মদ লিখ্‌কে দেতা, ঐ হাম্‌লোক বেচ্‌তা। এ আদ্‌মি ডাক্তারকা প্রেস্কৃপ্সন্ লায়াথা, দে দিয়া, উস্‌মে ডর্ কিয়া ?

সার্। Damn your prescription! লাও, টোমারা প্রেস্কৃপ্সন্ ডেখে—টোম্ লোককো সব্ জুয়াচুরি হায়।

বিনো। Take care, what you say. হাম্ লোক জুয়াচোর হায় ?

হরি। (ফাইল্ হইতে প্রেস্কৃপ্সন্ লইয়া) এই দেখো, হাম-লোক কিয়া ঝুট্ বোল্‌তা ? (প্রেস্কৃপ্সন্ দেওন।)

পাহা। খোদাবন্দ, এ দাওয়াইখানা আচ্ছা হায়, এ লোক্‌কো ঝুট্ মুট্ সরাপ বেচ্‌নে হাম্ কদি নেই দেখা।

সার্। টোম্ চুপ্ রও। (প্রেস্কৃপ্সন্ হস্তে লইয়া পাঠ করণ।)

For Hurry Dass Baboo's wife.

℞ Vin. Gallici ——— ℥xxiv.

Rub over the body.

(Very urgent.) K. L. D.

এ সহি কিস্কো হায় ?

বিনো। ডাক্তার কৃষ্ণ বাবুকা ?

সার্। কৃষ্ণ ডাক্তার! হাঁ, হাম্ জান্‌তা, ও এক পাকা বদ্‌মাস্ আছে। টোম্ লোক্ সব্ শুঁড়ি সাক্ষী মাতাল আছে, দাওয়াই বোল্‌কে সরাপ বেচ্‌তা। এ কাম্ তোম্ লোক্‌কো আস্তে আচ্ছা নেই। (স্বগত) আইন কুচ্ হায় নেই, হাম কিয়া করে ?

হরি। (স্বগত) এইবার যোঁকের মুখে নুন পড়েছে। (প্রকাশ্যে) আর কেন সাহেব, ছেড়ে দাও, রোগী মারা যায়। (স্বগত) আপাতক ত আমি মারা যাই, পেট ফুল্‌তে লেগেছে।

সার্। (স্বগত) Can't do any thing—there is a Doctor's prescription. আচ্ছা, ওম্ লোক্‌কো ছোড় দেও। টোম্, এ দাওয়াইখানা পর্ খুব নজর রাখ্‌খো—বুঝা?

পাহা। যো হুকুম খোদাবন্দ। (স্বগত) নজর তো খুব রাখ্‌তা, লেকেন আঁখ্‌মে ধুলা দে দেতা।

সার্। ইস্ দফে তোম্ লোককো মাফ্ কিয়া, দেখো আয়ান্দা ইস্ মাফিক্ কাম আর মত্ কর।

[সার্জন, পাহারাওলা ও খরিদারের প্রস্থান।

বিনো। দেখ্‌লে, নন্দগোপাল বাবু, এ সব ডাক্তারি ফন্দি, ট্যাঁ ফোঁ কর্‌বার যো নাই। কি আব্‌কারি লাইসেন্স দেখাও, আমাদের এ বড় শক্ত লাইসেন্স, যাতে লাগাও তাইতে লাগে। —ও কি ও, তোমরা সব উঠ্‌ছ না কি? বিলক্ষণ।

নন্দ। আরও কি শেষ, পুলিস্ ঘর কর্‌তে বল না কি?

বিনো। (জনান্তিকে হরিশের প্রতি) কুমার বাবুর কাছ-থেকে রসিদখানা সই করে নাও—ক বোতল হ'ল?

হরি। কৈ, বোতল আষ্টেক বৈ নয়।

বিনো। তবে চব্বিশ টাকার মত পাঁচ রকম এসেন্স রসিদে লিখে, সইটে করে নাও।

নন্দ। ভট্‌চায, উঠ্‌ছ না কি? অমন বেশে রাস্তায় গেলেই তোমায় সার্‌জনে ধর্‌বে বাবা। তুমি যে একটি মদের বোতল হয়েছ তা টের পেয়েছ? হরিশ, এক কর্ম্ম কর, ভট্‌চাযের মুখে একটা ছিপি এঁটে, শিল্ করে, কাগজ দিয়ে প্যাক্ করে, গায়ে একখানা কুইনাইন্ মিকস্‌চারের ল্যাবেল্ মেরে দাও, তা হলে সার্‌জনের বাবাও ধর্‌তে পার্‌বে না।

ভট্ট। না বাবা, আমার পেটে যে রকম ঢেউ খেলাচ্ছে,

আমি বোতল নই বাবা, আমি একটি প্রকৃত পিপে হয়েছি, পিপে রাস্তায় যাবেন, তার ভয় কি? কেউ ধর্‌তে আসেন, বলব, আমি জেটি থেকে বিলাতি বাঙ্গালায় যাচ্ছি, এখন কিছু বলো না বাবা, আমি এখন হোল্‌সেলে আছি—এ সব শেয়ানা ছেলে, রিটেলের দিক দিয়েও যান না। চল বাবা, কুচ্ পরোয়া নেই——

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ ডাক্তারের বাটী।

(বিনোদ আসীন।)

বিনো। ডাক্তারি করে আর এর চেয়ে অধিক কি হবে? আমার যা হয়েছে, বোধ হয় আমার পক্ষে ঢের হয়েছে। এণ্ট্রান্সে ফেল্ (Entrance fail) হয়ে, ভাগ্যে মেডিকেল কালেজে ঢুকেছিলেম, তা না হলে আজ আমার দশা কি হ'ত? কুড়ি টাকার চাক্‌রিও বোধ হয় যুট্‌ত না। ডাক্তারি করে আর বড়মানুষ কে কোথায় হয়েছে? তবে দুজন পাঁচ জন যা দেখা যায়, সে সুধু ডাক্তারি করে নয়—তাদের অন্য রকম রোজকারও আছে। খাটী ডাক্তারি করে, দু টাকার উপর দু টাকা, চার টাকা—চার টাকার উপর দু টাকা, ছ টাকা—ছ টাকার উপর দু টাকা, আট টাকা—এ রকম করে বড়মানুষ হওয়া বড় সোজা কথা নয়। ষোল আনা সৎপথে থেকে, এতে কখনই বড়মানুষ হওয়া সম্ভবে না। পয়সা রোজকার করা অমনি মুখের কথা নয়—কত চালাকি কর্‌তে হয়, কত ফন্দিতে ফির্‌তে হয়, তবে

পয়সা হয়। ভাগ্যে খোট্টা, ইহুদি, বাঙ্গাল ও বেশ্যা মহলে আমার পসার্‌টা হয়েছিল, তাই রক্ষে, তা না হলে সুধু বাঙ্গালি ভায়াদের দেখ্‌লেই চিত্তির হ'ত আর কি। তারা আমাদের মুখ পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে, মনে করে আমরা পরমেশ্বর না কি? আমাদের কথার উপর যে তাদের কতদূর বিশ্বাস, তা বলা যায় না; যা বোঝাও তারা তাই বোঝে, যতবার যাও, ওষুধ যতই দাও, দাম যতই লেখ, কথাটি কয় না; আমাদের বাঙ্গালি বাবুদের কাছে কৈফিয়েত দিতে দিতেই প্রাণান্ত, ষোল আনা কাজ নেবেন, কিন্তু পয়সা দেবার সময়ই মারামারি; টাকার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, কেবল বিলের তোব্‌ড়াই ভারি হচ্ছে; পঞ্চাশ, কি জোর এক শ টাকা বৎসরে দিয়ে ত মাথা কিনেছেন! দূর কর! দূর কর! ও সব আর একটাও রাখ্‌ব না। এখন ত আর সেকাল নাই, যে লোক দেখান মিছিমিছি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে যা দেবে তাই নেব; এখন বরং যাতে ভিজিট্‌টে চার টাকা কর্‌তে পারি, তার চেষ্টা দেখা উচিত। এখন বোধ হয় আমি সহরের মধ্যে একজন বড় ডাক্তার, যেমন করে হোক, পাঁচ সাত শ হাজার টাকা ত মাসে নিয়ে আস্‌ছি, আবার কি চাই? এত টাকা রোজকার করি, কিন্তু কোথায় যেন সব উড়ে যায়। টাকারই বা দোষ কি? বদ্‌মায়িসিও ত কম নয়—, এ সব অল্প টাকার কর্ম্ম নয়। উপ্‌রি রোজকার—তাই বা তেমন কৈ? আমার সব যত বিদ্‌ঘুটে রকম দাঁও এসে যোটে, লোকেদের কেমন অদৃষ্ট! খুনি, গলায় দড়ি, কি বিষ খেয়ে মরা, এমন সকল কুইন্‌ ভার্‌সাস্‌ (Queen versus) কেসে সাক্ষী মানে, তবেত বুঝতে পারি! তা না, বল্লে কি না, ছেলেটাকে যদি আঁতুড়ে মার্‌তে পার ত, পঞ্চাশ———

(হরিশের প্রবেশ।)

কি হে, তুমি যে এমন সময় ?

হরি। আজ্ঞে, ডাক্তারখানার নামে এই দু খানা সমন দিয়ে গেছে। (কাগজ দেওন।)

বিনো। (সসম্ভ্রমে) সমন! (দৃষ্টি করিয়া) তা আমি ত তোমাদের কদিন ধরে বল্‌ছি, এরা লোক ভাল না, নালিস করবে,—বিশেষ নীলকমল সা, এ লোক্‌টা ভারি গোর্‌জে—এখন উপায়? সরকারদের উপর খুব তাগিদ করে যাতে এ দু হাজার টাকা শীঘ্র সুধ্‌তে পার, তার চেষ্টা দেখ।

হরি। আজ্ঞে, এত টাকা আদায় হবে কোথা থেকে? আমাদের ভারি টাকার যে সকল বিল্ আছে, সে সব নালিস ভিন্ন আদায় হবে না।

বিনো। বল কি! তবেই ত মুস্কিল, নালিস কি করা যায়, তাতে ডাক্তারখানার দুর্নাম হবে, ভাল খরদের সব চোটে যাবে।

হরি। চট্‌লেন ত তবে বড় বয়েই গেল—অমন খরদের থাক্‌লেই কি, আর গেলেই কি? বড়মানুষি করে সব দেদার মদ খাবেন, তার পর টাকার সঙ্গে খোঁজ নাই। এরূপ কর্‌লে দেখ্‌বেন, শেষ আপনার লোক্‌সান হবে। (গমনোদ্যোগ।)

বিনো। ওহে হরিশ, শোন বলি—এই প্রেস্কৃপ্‌সান্ কখানা ক্যাস্ ফাইলে রাখ্‌বার কি? এর আবার সব গত মাসের তারিখ। (প্রেস্কৃপ্‌সন্ দেওন।)

হরি। (দৃষ্টি করিয়া) আজ্ঞে, এ ত হবে না—হাত নাগাদ সব প্রেস্কৃপ্‌সনে নম্বর ফেলা হয়ে গেছে। এর ওষুধ ত দিতে হবে, তবে এ তারিখগুল কেটে দিয়ে, আজকের তারিখ বসিয়ে দিলেই হয়?

বিনো। তা হবে না, ঐ তারিখই রাখ্‌তে হবে। এর ওষুধ দিতে হবে না, এ সেই যে একটি জমিদারকে সার্টিফিকেট্‌ দেওয়া হয়ে ছিল, তারই দরুণ।

হরি। তবেই ত, চেক্‌ পর্য্যন্ত কাটা হয়ে গেছে—এর দামও ত সব এই তারিখে জমা কর্‌তে হবে? তা হলে ত দেখ্‌ছি, সব কাট্‌তে হয়?

বিনো। তাই কেটেকুটে যা হয় এক রকম করে রাখ গে। বোধ হয়, সেই সার্টিফিকেট্‌ নিয়ে আদালতে জবাবদিহি বা কর্‌তে হয়।

[হরিশের প্রস্থান।

কে জানে যে এত হাঙ্গামা হবে! এর ভিতর দাঙ্গাফেসাদ ছিল, তা কে জানে!

(দালালের প্রবেশ।)

আরে এস বংশী, খপর কি বল? ডাক্‌ডোক্‌ আছে না কি?

দালা। আজ্ঞে আজ আর নাই, একটা হতে হতে ফস্‌কে গেল, অনেক দূর বোলে তারা মথুর ডাক্তারকে নিয়ে গেল।

বিনো। বংশী, ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমরা চার পাঁচ জন রয়েছ, তবু হাত খালি যায় কেন?

দালা। (সহাস্যে) আপনারা খুব লোক যা হোক্‌, মানুষের কেবল অসুখ খুঁজে বেড়ান। বল্‌ছিলেম কি, আমার উদিক্‌কার হিসাবটা একবার দেখুন দেখি? বড় টানাটানি হয়েছে।

বিনো। তোমার সাবেক কিছু পাওনা আছে না কি?

দালা। বিলক্ষণ মশাই, কার্ত্তিক মাসে যে অত টাকা পেলেন, তা আমায় কি কিছু দিয়েছেন? সেই মাসেই আমার প্রায় পঞ্চাশ টাকা পাওনা হবে।

বিনো। বল কি হে? (হিসাবের পুস্তক খুলিয়া) ও মাসে তোমার ১৯২টে ডাক, তা টাকায় সিকির হিসাবে হলে কত হয়? প্রায় পঞ্চাশ টাকাই বটে, তার মধ্যে দশ টাকা পেয়েছ। আচ্ছা, আজকে আর এই দশ টাকা নিয়ে যাও। (টাকা দেওন।) ওহে বাহিরের জমিদার দুট পাঁচটা সংগ্রহ করতে পার না? দেখো দেখি চেষ্টা।

দালা। দিচ্ছি যোগাড় করে, ব্যস্ত হন কেন?

[প্রস্থান।

(এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

ব্যক্তি। মহাশয়, আপনার কাছে আসা হ'ল, আমাকে একখানি সার্টিফিকেট্ দিতে হবে।

বিনো। সার্টিফিকেট্ দিতে হবে—কেন, তোমার কি হয়েছে?

ব্যক্তি। আজ্ঞে—এমন—কিছু—হয়—নাই, এই হুগলিতে আমাকে এক জন সাক্ষী মেনেছে, সেই জন্যে।

বিনো। সে কি হে? ব্যারাম না হলে কি সার্টিফিকেট্ দেওয়া যায়? (স্বগত) এই একখানা দিয়ে ত ভাবনায় মর্‌ছি।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, এ উপকারটি আপনাকে কর্‌তেই হবে, আপনারা না করলে আর কে করবে? আমার মধ্যে মধ্যে পুরাতন জ্বরও হয়ে থাকে।

বিনো। (স্বগত) এ দিকেও ত বিলক্ষণ টানাটানির মহল, গোটা আষ্টেক টাকা দেয় ত ছাড়ি কেন? (প্রকাশ্যে) আমার চার্জ কত জান ত? ষোলটি টাকা নেব, দেখ পার ত বল।

ব্যক্তি। আজ্ঞে অত টাকা কোথায় পাব? আমরা কি

আপনাদের মান রাখতে পারি? আট্‌টি টাকা দেব মশাই, অনুগ্রহ করে দিন।

বিনো। (স্বগত) দেওয়া যাক্, বাড়ী বসে আট্‌টা টাকা, মন্দ কি। আচ্ছা নিয়ে যাও, কিন্তু এ আমার রেট্ নয়।

[সার্টিফিকেট্ লিখিয়া দে[illegible] ও ব্যক্তির প্রস্থান।

কি সর্ব্বনাশ! এমন লোকও পৃথিবীতে আছে! কথাটা বল্লে কেমন করে! আমি কি এতই পাজি! জীবহত্যা? এঁ্যা, কথাটা শুন্‌লেই ভয় করে। বিষয়লোভটা কি ভয়ানক! এর জন্যে মানুষে কি না কর্‌তে পারে? ব্রজ[illegible]লাল বাবুকে আমি খুব ভাল লোক বলেই জান্‌তেম। এতদূর অর্থলোভী? কি না ছোট ভাইয়ের ছেলেটিকে নষ্ট ক'রে, তার অংশটাও হস্তগত কর্‌বার চেষ্টায় আছে। ছ মাস যে এখন হয় নাই—আপনার সহোদর ভাই, এর কি কিছুমাত্র মায়া নাই! আহা! একে সে বিধবা, স্বামীশোকে কাতর, তার সেই সবে মাত্র শিশু সন্তানটিকে কি না আঁতুড়ে মার্‌তে বলে! না, আমি তা পার্‌ব না, না হয় ছাড়িয়ে দেবে, অনেক দিন ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলেম, না হয় আর না রাখ্‌বে, আমা হতে এ কাজ হবে না। আমরাও টাকার কাঙ্গালী বটে, তা বোলে কি এই রকমে? লোভটাও বড় কম দেখায় নাই—পঞ্চাশ হাজার টাকা! উঃ! রাতারাতিই বড়মানুষ——

(নন্দগোপালের প্রবেশ।)

এস ভাই, ক'দিন যে বড় দেখি নে?

নন্দ। এখানে ছিলাম না। তোমাকে কিছু বিমর্ষ দেখ্‌ছি যে? বাড়ীর সব মঙ্গল ত?

বিনো। হাঁ, বাড়ীর সব ভাল। এই ভাই বিষয়কর্ম্মের ভাবনা ভাব্‌ছিলেম—নানা রকমে ব্যস্ত করে তুলেছে।

নন্দ। তুমি জড়িয়েছও ত কম নয়—ভাড়াটে গাড়ি, কাপড়ের দোকান, কোম্পানি-কাগজের ব্যবসা, পাটের কল—আবার না কি একটা কাষ্টারইলের কল করেছ? এতও পার।

বিনো। সব রকম চাই হে, তা না হলে টাকা হয়ে থাকে? দেখ, ডাক্তারখানাটা নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি—শুঁড়িরে সব নালিস কর্‌তে আরম্ভ করেছে। ঘরের টাকা দিয়ে ডাক্তার-খানার মদের দেনা, কাঁহাতক্ সুধি বল? ইদিকে আমাদের যে সকল মদের বিল আছে, তা একখানাও আদায় হয় না।

নন্দ। তা তুমি ত শুন্‌বে না—ও রকম করে যারে তারে ধার দিলে কি চলে থাকে?

বিনো। কি করি বল? প্রথম পসার কর্‌বার জন্যে, বড়-মানুষ দেখে সব দেওয়া গেছে, এখন তারা টাকা দেবার নাম করে না।

নন্দ। তারা কি আর দেবে বলে নিয়েছে। ডাক্তারখানার মদের বিল্ প্রায় আদায় হয় না—ওর নগদই সুবিধে। আজ কাল প্র্যাক্‌টিস্ চল্‌ছে কেমন?

বিনো। তাও বড় সুবিধে নয়, আগেকার চেয়ে অনেক কমে গেছে। এ কাজে আর তেমন সুবিধে নাই, ঢের হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ হে, মন্মথ ডাক্তারটার এমন দশা! আমি মনে কর্‌তেম, আমরাই বুঝি মন্দ। কেবল থান ধুতিই সার? তুমি না বল্‌তে নীলকণ্ঠ বাবু বড় বুদ্ধিমান? মন্মথ এখন বেলেঘাটায় প্র্যাক্টিস্ করে? কেন, ভদ্রলোকে তারে আর কেউ ডাকে না নাকি?

নন্দ। ডাক্‌বে না কেন, ডাকে, তবে বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে।

বাঙ্গালির ত মজাই ঐ, তোমার বাড়ী দুষ্কর্ম্ম করেছে, তা আমার বাড়ী কি? ভক্তিটে বড় ভয়ানক জিনিস।

বিনো। ঐতেই ত আমরা বেঁচে আছি হে। ভক্তি যদি না থাক্‌ত, তা হলে আমাদের অন্ন হওয়া ভার হ'ত। দুজন পাঁচজন ভাল ডাক্তারদেরই যা কিছু হ'ত। কেউ বা আমার নামে ঝাঁটা নিয়ে আসে, কেউ বা মহাসমাদরে আমাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করে—যার যার উপর ভক্তি! তোমার রামকেষ্ণই বল, আর হরেকেষ্ণই বল, ডাক্তার মাত্রেই কিছু না কিছু রোজকার করে।

নন্দ। তোমরা খুব মন্দ, এখন ডাক্তারখানায় যাও ত চল।

বিনো। চল যাই। সুধু বিদ্বান হলেই হয় না, হাতযশ চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলকণ্ঠ বাবুর বৈটকখানা।

কুমারকৃষ্ণ আসীন।

কুমা। আর একটা ডাক্তারখানার সঙ্গে খাতা না খুল্লে আর চল্‌ছে না। বিনোদের ডাক্তারখানায় ক্রেডিট্‌ গেছে, তারা আর ধারে দেয় না, তাদের টাকাও মবলক্‌ পাওনা।—এই রকম করে ফাঁকি দিয়ে যত দিন চলে। তাই ত, কার সঙ্গেই বা করা যায়? সকল ডাক্তারখানায় আবার এখন মদ ভয়ে বেচে না—দেখে শুনে একটা নিতে হবে, কাজ ত চলা চাই————

(অখিল ও নবীনমাধবের প্রবেশ।)

অখি। কি ভায়া? কাকামশাই কোথায়?

কুমা। আজ্ঞে, তিনি একবার এইখানে একটা বরাতে গেছেন, বসুন, তিনি এখনি আস্‌বেন।

অখি। আচ্ছা ভাই আমরা বস্‌ছি, তুমি চাকরদের এক-জনকে ডেকে দিও।

[কুমারের প্রস্থান।

এই যে দেখ্‌ছ, ভায়াটি বিলক্ষণ তয়ের হয়ে উঠেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এতটা যে বিষয়, ঐ এক ছেলে, তার দশা ঐ।

নবী। বল কি ? এমন বিগ্‌ড়ে গেছে ?

অখি। ভয়ানক! ওতে আর পদার্থ নাই, কিন্তু কাকামশায়ই ওর মাথাটি খেয়েছেন। পূর্ব্বে কত বলা গেল, তখন সাবধান হলেন না, এখন পস্তাচ্ছেন। ওঁর ঐ কেমন স্বভাব, কাহারও কথা শোনেন না, আপনি যা বোঝেন তাই।

নবী। নেহাত ভাল মানুষ না কি, আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ ঠাওরান আর কি।

অখি। ফেত্‌টা (Faith) কিন্তু বড় খারাপ জিনিস, কোন বিষয়ে একবার বিশ্বাস জন্মালে, সেটা ত্যাগ করান বড় সুকঠিন ; বিশেষ আমার কাকামশায়ের দেখেছি, যা একবার মনে ধারণ করেন, তার আর নড় চড় নাই। ঐ মন্মথ ডাক্তারের বিষয় আমি তাঁরে কত দিন টুকেছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হ'ত না, উল্টে বরং আমার উপর রাগ কর্‌তেন।

নবী। তুমি তাঁকে পূর্ব্বে সাবধান করেছিলে ?

অখি। তা নয় ত কি ? তবু তিনি বিশ্বাস কর্‌তেন না। কেমন যে ভক্তি—ঐ আস্‌ছেন বুঝি হে।

(নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবেশ।)

নীল। তোমারা কতক্ষণ ?

অখি। আজ্ঞে এই কতক্ষণ—আপনার সকালে কোথায় যাওয়া হয়ে ছিল?

নীল। এত হাঙ্গামাও এসে যোটে! ঐ বদন ঘোষের বড় ছেলেটা কাল রাত্রে মদ খেয়ে এসে, তার মাকে এমন মার মেরেছে, যে সে বুড়ী মরে গেছে—তাই সে বুড়মানুষ সকালে কান্দে কান্দে এসে ডেকে নিয়ে গেল।

নবী। বলেন কি! একেবারে মেরে ফেলেছে!

অখি। তার আর আটক কি বল, দ্রব্যটি ত সাধারণ নয়, মানুষকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করে ফেলে।

নবী। উঃ! কি ভয়ানক! মদেই আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ঐ যে এক জন পাদ্‌রি বলেছিল "Drink, England's curse," বড় ঠিক কথা বলেছে; ইংরেজদের সব ভাল, যদি মদটা না থাক্‌ত।

নীল। ভয়ানক অত্যাচার—সকল ঘরেই এই জ্বালা!

(নন্দগোপালের প্রবেশ।)

এসো গো, তোমাকে যে আর বড় দেখ্‌তে পাইনে?

নন্দ। আজ্ঞে আসি মধ্যে মধ্যে, আপনার সঙ্গে বড় সাক্ষাৎ হয় না।

নীল। তা বটে, কুমারের বৈটকখানায় একবার ঢুক্‌লে, আর বড় এদিকে আস্‌তে পার না, কেমন?

নন্দ। (অপ্রস্তুত হইয়া, অধোবদন)

নীল। এখন, কি মনে করে বল?

নন্দ। আজ্ঞে, একটা অনুরোধে আসা হয়েছে। আপনি বিনোদ বাবুর ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেছেন,

তার দরুণ সে ব্যক্তি বড় দুঃখিত হয়েছে, অতএব ওষুধগুলি আপনাকে তার ডাক্তারখানা থেকে নিতে হবে।

নীল। কে, সেই বিনোদ ডাক্তার? ছি! ছি! ছি! সেটার নাম করো না—সেটা অতি অন্ত্যজ। ডাক্তারদের মধ্যেও এমন কুলোক আছে, তা আমি জান্‌তেম না।

নন্দ। আজ্ঞে, তা যাই বলুন, এ উপকারটি আপনাকে কর্‌তেই হবে।

নীল। কেন, তার খদ্দেরের অভাব কি? এত রকম ফন্দি করেও কি তার পেট ভর্‌ছে না?

নন্দ। আজ্ঞে, এদানি অনেক ডাক্তারখানা হয়ে পড়েছে, সে দরুণ এখন আর তেমন কাট্‌তি হয় না।

নবী। তা হবেই ত, অত অসৎ হলে কখন কাজ চলে থাকে? কিসে লোকের ফাঁকি দিয়ে নেব, কেবল এই পন্থা। যত রাজ্যের পচা ওষুধ, তার আবার সব নাই। ইদিকে দামের বেলা বিলক্ষণ, সাহেবদের চেয়েও বেশী।

নীল। আচ্ছা, এটা কি বল দেখি তোমরা, হেল্‌থ আফিসার্ বাজারে বাজারে পচা মাচ ইত্যাদি তদারক্ করে বেড়ায়, আর এই সকল ডাক্তারখানার প্রতি দৃষ্টি করে না—ভারি অন্যায় ত?

অখি। আজ্ঞে, ডাক্তারখানা তদারক্ কর্‌বার ওদের ক্ষমতা নাই। সকল কর্ম্মের কৈফেত আছে, কেবল ডাক্তারদের নাই। ডাক্তারদের উপর কোন শাসনই নাই। আমাদের উকিলদের মধ্যেও যদি কেহ কোন মন্দ আচরণ করে, জজেরা জান্‌তে পার্‌লেই তারে শাসিত করে দেয়, কিন্তু ডাক্তারদের সেরূপ নয়, তারা যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পারে, কেহ তাদের শাসিত কর্‌বার নাই—আমি সুধু যারা প্রাইভেট্ প্রাক্‌টিস্ করে, তাদের কথা

বল্‌ছি, সার্‌ভিসে যারা আছে, তাদের উপরওলাকে ভয় করে চল্‌তে হয়।

নবী। সে কথা মিথ্যা নয়, এরা নির্ভয়ে যা খুসি তাই করে, কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করে না।

অখি। আমার বিবেচনায় মেডিকেল বোর্ডের (Medical Board) উচিত, ডাক্তারদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা, শাসনের ভয় থাক্‌লে, তবু একটা চেক্ থাকে।

নীল। অখিল, তুমি বল্‌ছ বটে, কিন্তু তোমাদের উকিল বাবুরাও আজ কাল বড় ফেলা যান না। এখনকার বি এল বাবুরা যে হয়েছেন, অনেকেরই বিলক্ষণ চলে। মদ খাওয়া এখন একটা যেন ফ্যাসন্ হয়ে পড়েছে, ইংরিজি লেখা পড়া শিখ্‌লেই যেন মদ খেতে হয়। যেখানে আমাদের বাঙ্গালি বাবুরা গিয়েছেন, মদও যেন সেইখানে আগে গিয়েছে। পশ্চিমে আমি দেখেছি, যে সকল স্থানে পূর্ব্বে মদ ছিল না, এখন সেই সকল স্থানে আমাদের বাঙ্গালি বাবুরা যাওয়াতে, বড় বড় মদের দোকান হয়েছে, এবং মদের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব——

(বসুজার প্রবেশ।)

আসুন বোস্‌জা মশাই।

বসু। এই ত এলেম, আপনাদের কি তর্ক হচ্ছে?

নীল। না, এই বিনোদ ডাক্তারের কথা হচ্ছিল।

বসু। এখানেও তার কথা! আঃ, জ্বালাতন করেছে!

নীল। কেন, সে আবার আপনার কি কর্‌লে?

বসু। দেখুন দেখি, মশাই, এও কি মানুষে পারে?

নীল। কেন, রকমখানা কি?

বসু। আরে মশাই, আপনার এখানে আস্‌ছি, ঐ ময়রাদের

বাড়ীতে কান্নার গোল শুনে দেখ্‌তে গেলেম। গিয়ে দেখি, তাদের একটি ছেলে মরেছে, তারা কেঁদে কেটে অস্থির, ইদিকে বিনোদ ডাক্তারটা ভিজিটের জন্যে তাদের সঙ্গে গণ্ডগোল্‌ লাগিয়েছে। তারা যত বল্‌ছে, "আজ আর ত আপনি কিছু করেন নাই, বাড়ীতে আস্‌তেই ছেলেটি মারা গেছে, তা একান্ত যদি না ছাড়েন, না হয় ভিজিট্‌টে এর পরে পাটিয়ে দেওয়া যাবে।" ও ততই বল্‌ছে, "না, তা হবে না, এখনই দিতে হবে, আমি ত এসেছি, তোমার ছেলে মরে গেল, তা আমি কি কর্‌ব।" সে এক মহা হাঙ্গাম, শেষ দেখি টাকা দুট নিয়ে তবে উঠ্‌লো। দেখুন দেখি মশাই একবার আক্কেলটা—তাদের অমন লায়েক ছেলেটা গেল—আহা! বাড়ীসুদ্ধ লোকটা ডাক্‌ ছেড়ে কেঁদে অমনি গড়াগড়ি দিচ্ছে, ওর কি না সেই সময় টাকার তাগাদা পড়ে গেল। চক্ষুলজ্জাটা যে কি বস্তু তা এরা জানে না। এরা ডাক্তার নয়, প্রকৃত ডাকাত বল্লেই হয়।

নবী। বিনোদ ডাক্তার, ও সব পারে। আমি আর এক স্থানে জানি, প্রেস্কৃপ্সন্‌ লিখে, হাতে হাতে টাকাটা পেলে না বোলে, প্রেস্কৃপ্সন্‌খানা সচ্ছন্দে ছিঁড়ে ফেলেদিয়ে চলে গেল।

নীল। নন্দ বাবু, এই ত তোমার বিনোদ ডাক্তারের সব গুণ শুন্‌লে। তার ডাক্তারখানার ওষুধে আমার ভক্তিই হয় না, তা নেব কি?

নন্দ। যে আজ্ঞে, তবে বসুন।

[প্রস্থান।

নবী। কিন্তু আমি এ সকল লোককে বরং ভাল বলি, এরা লোকের বিশেষ অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। এরা যা করে প্রকাশ্যরূপেই করে, এদের সঙ্গে যারা ব্যবহার করে, তারা

জেনে শুনেই করে, এবং পূর্ব্বাহ্নে সাবধানও হয়। কিন্তু যারা ছদ্মবেশী, জনসমাজে মান বজায় রেখে গোপনে গোপনে দুষ্কর্ম্ম করে, তারা বড় সর্ব্বনেশে লোক, তাদের চেনাই যায় না, তা লোকে সাবধান হবে কি ?

নীল। হুঁউ, চেনা যায় নাই বটে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

অখি। এমন কথা বল্‌বেন না, লোকের সঙ্গে দশ দিন ব্যবহার কর্‌লে তারে আবার চেনা যায় না? চেনা অনায়াসেই যায়, তবে তাকে শিবজ্ঞানে ধ্যান কর্‌লে, কি তার কথা বেদ-বাক্য মনে করে বসে থাক্‌লে, কি আর চেনা যায়? তা যায় না।

বসু। কিন্তু দেখ অখিল বাবু, ওটা কেমন আমাদের স্বভাব, লোকের গুণই আমরা আগে দেখি, দোষের দিকে বড় নজর করি নে।

নবী। সেটা কিছু নিতান্ত মন্দ স্বভাব নয়, তা বোলে দোষ দেখেও না দেখা, সেটা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

বসু। কি জান, যাহাদের জনসমাজে খ্যাতি আছে, তাহাদের নিন্দা বিশ্বাস করাদূরে থাকুক, শুন্‌তেই কেমন ইচ্ছা হয় না।

অখি। এ কথাটা আপনি কেমন আজ্ঞে কর্‌লেন? লোকের বাহ্যিক অবস্থা দেখে মুগ্ধ হওয়াটা কি জ্ঞানীর কর্ম্ম? যার সঙ্গে ব্যবহার কর্‌তে হবে, তার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

বসু। উচিত ত বটে, কিন্তু সকল সময় হয়ে উঠে কৈ। আমি এখন উঠ্‌লেম, একবার কালী বাবুর ওখানে যাব।

অখি। চলুন, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বাবুর বাটী।

(বিনোদ ও নন্দগোপাল আসীন।)

বিনো। (সবিষাদে) বিপদ দেখ দেখি ভাই! আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি নে, এ কি অত্যাচার! আমার নামে মাগীটে চার্জ্জ এনেছে কি না, আমি তার ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি! হে ধর্ম্ম, তুমিই সাক্ষী, আমি এর কিছুই জানি নে। ছেলেটাকে আঁতুড়ে দেখেছিলেম বটে, তা কি করি, যাদের মাহিনে খাই তারা ছাড়ে কৈ? তাতে ত আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না—এখন উপায়? একে এই দুঃসময়, তার উপর এ কি বিপদ! ব্রজদুলাল বাবু, তার ছোট ভাজটের উপর অত্যাচার কর্‌ত বটে জান্‌তেম্, সেই বা ভিতরে ভিতরে কিছু কর্‌লে? আমার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে শুন্‌লে?—ব্রজদুলাল্ বাবুকে এর মধ্যে গেরেপ্তার করেছে?

নন্দ। তোমাকেই ত প্রধান আসামী করেছে—সে স্ত্রী-লোকটি মাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছে না কি, তুমি ব্রজদুলাল বাবুর পরামর্শে ওষুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে তার ছেলেটিকে মেরেফেলেছ।

বিনো। (কাতরস্বরে) কি মুস্কিল দেখ দেখি ভাই, আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি নে, যেমন পাঁচজনকে দেখি, তাকেও তেমনি দেখেছি, মরে গেল, সে দোষ কি আমার? এমন বিপদে ত কখন পড়ি নাই। এ কি! খেলেম না ছুঁলেম না, একি বদ্‌নাম ভাই। হে পরমেশ্বর! আপনি এর বিচার

কর্‌বেন—আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? খুনি বদনাম! নন্দ-গোপাল চুপ করে রহিলে যে ভাই? বল না, এখন উপায় কি? এ চার্জ কি আর ফেরে না—সে মাগীর হাতে পায়ে ধরে একবার চেষ্টা করে দেখ না ভাই, তোমরা এত লোক থাক্‌তে আমাকে জেলে যেতে হবে!

নন্দ। তা কি আর এখন হয়ে থাকে, পুলিসে ছাড়্‌বে কেন? ও কেস্ যে এখন কুইন্ ভার্‌সাস্ (Queen Versus) হয়ে পড়েছে।

বিনো। তবেই ত আরও ভাল বল্লে—এখন উপায় কি? এ থেকে যে অব্যাহতি পাই এমন ত বুঝি নে। এত দিনের পর গেলেম আর কি? আমার অদৃষ্টে যে এমন হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না—জামিনেও ছাড়্‌বে না, কেমন হে?

নন্দ। তা ছাড়্‌বে কেন? খুন যে। যা হোক্ তোমার এখন একটু সাবধানে থাকা উচিত্।

বিনো। কি কর্‌ব বল? গা ঢাকা হয়েই বা কত দিন থাক্‌ব? কোথাও পালিয়ে গেলে যদি হয়, বল না হয় তাই যাই।

নন্দ। কোথায় যাবে? যেখানে যাবে সেইখান থেকেই ধরে নিয়ে আস্‌বে। লাভের মধ্যে লোকে ভাব্‌বে, সত্যই বুঝি তুমি এ কাজ করেছ, তা না হলে পালাবে কেন।

বিনো। টাকা খরচ কর্‌লে যদি হয়, তা বল আমি প্রস্তুত আছি। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি ভাই এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার করে দাও।

নন্দ। সুধু টাকা খরচ কর্‌লেই যদি হ'ত, তা হলে ভাবনা ছিল কি।

বিনো। এত লোকের বেলা হয়, আর আমার বেলাই হবে

না? টাকায় কি না হয়—দিনকে রাত করে, রাতকে দিন করে। কত লোকে এই যে সেসান্ থেকে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে আস্‌ছে, আর আমার বেলাই হবে না? নন্দ বাবু, তুমি ভাই একটু উঠে পড়ে লাগ, আমার আর কে আছে বল? পুলিসের লোক-গুলকে হাত কর্‌তে পার্‌লেই সব রক্ষা হয়। তুমি টাকার জন্যে পেছিও না, যেমন করে হোক্ ওদের হাত কর্‌তেই হবে। সাবুদ না কর্‌তে পার্‌লে ত হবে না?

নন্দ। বড় ভয়ানক চার্জ! একে সাম্‌লান বড় সহজ কথা নয়।

বিনো। (হস্ত ধরিয়া) তা যাই হোক্ ভাই, যাতে এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাই কর দাদা, আর অধিক কি বল্‌ব—(ক্রন্দন) আমার অদৃষ্টে যে এই ছিল, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না—এমন মানের উপর কাটিয়ে এসে, শেষ কি না আমার এই দুর্দ্দশা হ'ল। কেন আমি এ ডাক্তারি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়ে ছিলেম? কেন আমি এই সকল মন্দ লোকের সঙ্গে আলাপ করেছিলেম?———

নন্দ। তা আর বৃথা কাঁদলে কি হবে? এখন সাহস কর, উপায় ঠাওরাও। বিপদের সময় হতাশ হতে নাই। অত কাতর হলে চল্‌বে কেন। তবে একবার যাই, দেখে আসি।

বিনো। কিন্তু একটু শীঘ্র করে এসো ভাই, তুমি কাছে থাক্‌লেও তবু একটু ভরসা হয়।

[নন্দগোপালের প্রস্থান।

হে জগদীশ্বর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—আমাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন। আমি এমন যশের বৃত্তিতে বৃতী হয়ে, কি না অপযশের ভাগী হলেম! আমি ডাক্তারের নামে চুণ কালী দিলেম—ধিক্ আমাকে ধিক্! সেই সময় যদি ছেলে-টাকে না দেখ্‌তেম, তা হলে———

(এক ভৃত্যের ব্যগ্রচিত্তে প্রবেশ।)

ভৃত্য। ওগো বাবু, শীগ্‌গির পালান, থানার লোকে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। (বিনোদের বাটীর মধ্যে পলায়ন।)

(সারজন ও পাহারাওলাদ্বয়ের প্রবেশ।)

সার্। কিধার্ গিয়া? এ আদ্‌মি ভাগায় দিয়া—ইস্কো বাঁধো। (ভৃত্যকে বন্ধন।)

ভৃত্য। দোহাই সাহেব, আমি কিছু করিনি। হে সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও। আমি গরিব মানুষ চাকরি করতে এসেছি, আমায় মেলে তোমাদের কি হবে?

পাহা। খোদাবন্দ্, হুকুম্ হোএ, এ দরয়াজা তোড়্‌ডালে?

সার্। হাঁ, হাঁ, জল্‌দি কর। ভাগ্‌যানেসে বড় মুস্কিল হোগা।

(কপাট ভাঙ্গিয়া সকলের বাটীর মধ্যে প্রবেশ।)

নেপথ্যে। (অস্ফুট বাক্য ও ক্রন্দন ধ্বনি।)

[বিনোদকে ধৃত করিয়া সকলের বহির্গমন ও প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.